১৯১৩-২০১৩ 1913–2013
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

Love for all
Hatred for none

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৬ বর্ষ | ২৪তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ জৈষ্ঠ্য, ১৪২১ বঙ্গাব্দ | ১ রমযান, ১৪৩৫ হিজরি | ৩০ ইহসান, ১৩৯৩ হি. শা. | ৩০ জুন, ২০১৪ ঈসাব্দ

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান-২০১৪

বিস্তারিত ভিতরের পাতায়-

শহীদ ডাঃ মেহেদী ক্বামার-এর শোকাবহ পরলোকগমন

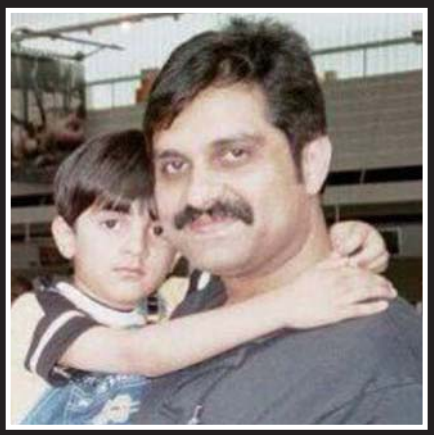

পড়ুন ভিতরের পাতায়-

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিশ্ব সংকট নিরসন ও শান্তির জন্য বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট যে সব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার বাংলা অনুবাদ **'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ'** পুস্তক আকারে বের হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **ড. আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। **আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official

Commercial/Industrial

Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

veronica
tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com
Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

পবিত্র মাস রমযান উন্মুক্ত হলো জান্নাতের দুয়ার

আধ্যাত্মিক জীবনে বসন্তকালের সমারোহ নিয়ে পবিত্র রমযান মাস প্রবেশ লাভ করছি, আলহামদুলিল্লাহ্! ধর্মীয় শিক্ষা ও আদর্শের অনুশীলন ও চর্চা এ মাসে পবিত্র এক আবহ সৃষ্টি করে মানবীয় প্রকৃতির ওপর পরিশুদ্ধ প্রভাবের বিস্তার ঘটায়। সদাচারের পরিচর্যা আর কদাচার পরিহার-এর মাধ্যমে এ মাস ব্যক্তি মানস ও সমাজ জীবনকে পরিশীলিত করে অপরূপ এক অবয়ব দান করে। ফলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে।

অভিধান বিশেষজ্ঞদের মতে, রোযা সম্পর্কিত নির্দেশ মালা সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয় গ্রীষ্মকালে আর তখন তাপমাত্রাও ছিল অত্যধিক। তবে তাৎপর্যের দিক থেকে রমযানের মর্যাদা হাদীসে এভাবে বর্ণিত রয়েছে যে, এ মাসের নাম রমযান এজন্য রাখা হয়েছে কারণ এতে গুনাহ্ জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায় (জামে' সগীর)।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন–

রমযান শব্দটিতে উত্তাপ ও দহনের তীব্রতা এবং ভস্মীভূত করে দেবার অর্থ পাওয়া যায়। অতএব এ অর্থে রমযান মাস আমাদের গুনাহ্, নেক কাজে আমাদের অনীহা ও দুর্বলতাগুলোকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবার কার্যকর এক সুযোগ এনে দেয়। আমরা যদি আমাদের নিজেদের আমিত্বকে নিজেদের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোকে একের পর এক সামনে এনে পর্যবেক্ষণ করি আর এক ব্যক্তি যেভাবে উনুনে কোন খাদ্য বস্তু ভুনা করা কালে এর এপিঠ-ওপিঠ বার বার উল্টে-পাল্টে দেখে নেয় যাতে তপ্ত পিঠের বিপরীত পিঠ অভুনা না থাকে।

তেমনিভাবে নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতাগুলোকে পরখ করে এই রমযান মুবারকেই মানবকে নিজ দোষ-ত্রুটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করে রমযানের সমীপে উপস্থাপন করা উচিত, যাতে তা পরিশুদ্ধ হয়।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আপনারা যদি চিন্তা ভাবনা করেন তবে আপনাদের এমনটাই মনে হবে যে রোযা-র সাথে মানব সর্বদাই নিজ অবস্থানের স্তর অতিক্রম করে চলছে - বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে খোদার সান্নিধ্য লাভ ঘটছে তার– বিভিন্ন দৃষ্টিতে নিজের দুর্বলতা ও অপূর্ণতা অনুধাবন করে সে তা শুধরিয়ে নিচ্ছে আর আধ্যাত্মিকতার সিঁড়ি পেরিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছে।

সামগ্রিক অর্থে নব এক আধ্যাত্মিক অবস্থা অতিবাহিত হতে থাকবে তার, আর সে একেকটি ধাপ অতিক্রম করে ক্রমেই এগিয়ে চলবে।....আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও আশিসের সাথে রোযাদার যদি পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সাধনার সাথে প্রচেষ্টারত হয় তবে এ মাসে তার নব এক রূপে নিষ্ক্রমণ ঘটবে। (খুতবা জুমুআ, ১৫ মার্চ -১৯৯১)

হুযূর (রাহে.) এর দিক দিশারী উল্লিখিত পবিত্র পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে রমযানে আধ্যাত্মিকতার জ্যোতির্ময় আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক আমাদের সকলের জীবন আর খোদা তা'লা আমাদের সকলকে তাঁর মাগফিরাতের চাদরে আবৃত করে রাখুন, আমীন।

> "যখন রমযান মাস আসে তখন বেহেশতের দরজাগুলোকে উন্মুক্ত করা হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।"

সূচিপত্র

৩০ জুন, ২০১৪

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২ মে, ২০১৪-এর **জুমুআর খুতবা**। ৬

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২৫ এপ্রিল, ২০১৪-এর **জুমুআর খুতবা**। ১৪

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০০৭-এর **জুমুআর খুতবা**। ২৩

২৩শে মার্চ, ২০১৪ 'মসীহ্ মাওউদ দিবস' উপলক্ষে আরবদের উদ্দেশ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর আশিসপূর্ণ সম্ভাষণ: ২৯

কলমের জিহাদ ৩৩
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

আল্লাহ্ প্রেমিকদের আধ্যাত্মিক বাগান ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠে রমযানে ৩৫
মাহমুদ আহমদ সুমন

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান ৩৭
আহমদ জাকির হোসেন

সংবাদ ৪০

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৪৬

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী ৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হউন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন 'পাক্ষিক আহমদী'র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে 'পাক্ষিক আহমদী' পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:
www.youtub.com/shottershondhane
Please visit it

কুরআন শরীফ

সূরা বাকারা-২

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۴﴾

১৮৪। হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের জন্য সেভাবে রোযা রাখা বিধিবদ্ধ করা হলো, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের[২০৬] জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।

২০৬। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবে রোযা (উপবাস-ব্রত) পালন করা কোন না কোন আকারে সকল ধর্মেই দেখতে পাওয়া যায়। "অধিকাংশ ধর্মগুলোতে এবং নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর কৃষ্টির মধ্যে, উপবাস-ব্রত একটি সাধারণ ভাবে নির্দেশিত ব্যাপার। আর যেখানে এই ধরণের নির্দেশ নেই, সেখানেও প্রাকৃতিক প্রয়োজনের তাকিদে অনেকেই উপবাস করে থাকেন" (এনসাই-বৃট,)।

সাধুপুরুষ ও দিব্যজ্ঞানীগণের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মনের পবিত্রতা সাধনের জন্য শারীরিক সম্পর্ক সমূহ কিছুটা ছিন্ন করা এবং সাংসারিক বন্ধন থেকে কিছুটা মুক্তিলাভ করা একান্তই প্রয়োজন। তবে ইসলাম এই উপবাস ব্রতের মধ্যে নবরূপ, নব অর্থ ও নবতম আধ্যাত্মিক-তাৎপর্য আরোপ করেছে। রোযাকে (উপবাস পালন) ইসলাম পূর্ণমাত্রার আত্মোৎসর্গ মনে করে থাকে। যিনি রোযা পালন করেন, তিনি যে কেবল শরীর রক্ষাকারী খাদ্য-পানীয় হতেই বিরত থাকেন তা নয়, বরং সন্তানাদি জন্মদান তথা বংশবৃদ্ধির ক্রিয়াকলাপ থেকেও দূরে থাকেন।

অতএব, যিনি রোযা রাখেন, তিনি আত্মত্যাগে তার প্রস্তুতির কথা জানিয়ে দেন। প্রয়োজন বোধে তার প্রভু ও সৃষ্টিকর্তার খাতিরে তিনি তাঁর সবকিছু, এমনকি তার জীবন পর্যন্ত কুরবানী করে দিতে দ্বিধাগ্রস্ত নন।

হাদীস শরীফ

রমযান মাসের ইবাদত আল্লাহ্ তা'লার কাছে সবচে' প্রিয়

কুরআন ঃ

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ওপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হলো, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর তা বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পার (সূরা বাকারা ১৮৪)।

হাদীস ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসুল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাস, আন্তরিকতা ও উত্তম ফল লাভের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে, তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করা হবে। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ

রমযান একটি পবিত্র মাস। এ মাসের ইবাদত খোদার নিকট সবচে' প্রিয়। কারণ, নামায ও রোযার সমন্বয় মানুষের মধ্যে খোদার নৈকট্য লাভের এক আলোড়ন সৃষ্টি করে দেয়। তা এভাবে যে, নামায আত্মাকে পবিত্র করে এবং রোযা হৃদয়কে আলোকিত করে। ফলশ্রুতিতে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি রোযা দ্বারা আধ্যাত্মিকতার এক নতুন রাস্তায় পরিচালিত হয়ে খোদার সন্তুষ্টির ছায়াতলে চলে আসে।

কুরআন বলে যে, রোযা তোমাদের মাঝে তাক্ওয়া অর্থাৎ খোদা-ভীতি সৃষ্টি করবে। এ তাক্ওয়া কিভাবে সৃষ্টি হবে? বস্তুত রোযা এমন ইবাদত, যা মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিয়ন্ত্রণ করে। যদি ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ না রেখে কেউ রোযা রাখে, তবে এটা রোযা নয় বরং অন্য কিছু। খোদা-ভীতির সৃষ্টি এভাবেই হয় যে, মানুষ খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজের মন-মেজাজ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে খোদার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়।

ফলে ধীরে ধীরে সে তার অবাধ্য-আত্মার নিয়ন্ত্রণা মুক্ত হয়ে পড়ে। তখন ঐ সকল কর্ম হতে সে দূরে সরে পড়ে, যা খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হয়।

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যদি কেউ পূর্ণ শর্তাবলীর সাথে রোযা পালন করে, তবে তার পূর্বেকার সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এর অর্থ হলো, রমযান তাক্ওয়ার সৃষ্টি করে থাকে।

যদি কেউ রোযা পালনের মাধ্যমে নিজের মাঝে তাক্ওয়া সৃষ্টি করে নেয় ও তওবাতুন নাসূহ্ (অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গীন তওবা দ্বারা নিজের সংশোধন করে নেয়, আর কখনও পাপের দিকে ফিরে না তাকায়) করে, তাহলে এমন ব্যক্তির প্রতি খোদা দয়া পরবশ হয়ে তার গুনাহ্ মাফ করে দেন।

রোযার মাস সংযমের মাস, সাধনার মাস। আসুন! এ রমযানে আমরা চেষ্টা করি, সাধনা করি, যেন আমাদের অবাধ্য আত্মা অর্থাৎ 'নফসে আম্মারা' প্রশান্তি-প্রাপ্ত আত্মাতে অর্থাৎ 'নফসে মুতমাইন্না'তে পরিণত হয়।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে পবিত্র রমযান মাসে এ সাধনা করার তৌফীক দিন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

কেবল অভুক্ত এবং পিপাসার্ত থাকাই রোযার উদ্দেশ্য নয়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

রোযার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন, "অল্প আহার এবং ক্ষুধা সহ্য করাও আত্ম শুদ্ধির জন্য আবশ্যক। এতে দিব্য-দর্শন শক্তি (কাশ্‌ফী তাক্‌ত) বৃদ্ধি পায়। মানুষ শুধু খাদ্য গ্রহণ করে বাঁচে না। যে ব্যক্তি অনন্ত জীবনের প্রতি লক্ষ্য করা একেবারেই পরিত্যাগ করে, সে নিজের ওপর "ঐশী ক্রোধ" (কহরে ইলাহী) আনয়ন করে। কিন্তু রোযাদারকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে রোযার অর্থ শুধু এটাই নয় যে, মানুষ অনাহারে থাকবে; বরং খোদার যিক্‌র অর্থাৎ তাঁর স্মরণে মশগুল থাকা উচিত। রমযান শরীফে আঁ হযরত (সা.) অনেক বেশী ইবাদত করতেন।

এই দিনগুলোতে পানাহারের চিন্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি মনোনিবেশ করা চাই। দুর্ভাগ্য ঐ ব্যক্তির, যে দৈহিক প্রয়োজনে খাদ্য গ্রহণ করে, কিন্তু আধ্যাত্মিক খাদ্যের জন্য পরওয়া করে না। বাহ্যিক খাদ্য দ্বারা দৈহিক শক্তি লাভ হয়, একই ভাবে আধ্যাত্মিক-খাদ্য আত্মাকে কায়েম রাখে এবং তদ্বারা আত্মার শক্তিগুলো সতেজ হয়। খোদার কাছে সাফল্য চাও। কারণ, তিনি সামর্থ্য দিলেই সকল দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে।"

"কেবল অভুক্ত এবং পিপাসার্ত থাকাই রোযার উদ্দেশ্য নয়, বরং এর একটি তাৎপর্য এবং প্রভাব আছে যা অভিজ্ঞতার দ্বারা বোঝা যায়। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এটা নিহিত আছে যে, মানুষ যত কম খায়, ততই তার আত্মশুদ্ধি এবং দিব্য-দর্শন শক্তি বৃদ্ধি পায়। খোদার অভিপ্রায় এটাই যে, একটি খাদ্যকে কম করে, অপর একটি খাদ্যকে বর্ধিত করা। সর্বদাই এর প্রতি দৃষ্ট দেয়া রোযাদারের কর্তব্য।

খোদা তা'লার যিক্‌র বা স্মরণের মধ্যেই সময় কাটানো উচিত যেন সংসারের মোহ দূর হয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা যায়। অতএব, রোযার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন এক খাদ্য ত্যাগ করে অন্য খাদ্য গ্রহণ করে, যা আত্মার প্রশান্তি এবং তৃপ্তির কারণ হয়। যে লোক শুধু খোদার জন্যই রোযা রাখে এবং আচার-অনুষ্ঠানের রোযা রাখে না, তার উচিত, সে যেন সর্বদা হাম্‌দ (প্রশংসা কীর্তন), তাসবীহ্ (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা মাহাত্ম্য ঘোষণা) এবং তাহলীলের (আল্লাহ্‌র তৌহীদ ঘোষণা) মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, যাতে তার দ্বিতীয়-খাদ্যের (আধ্যাত্মিক খাদ্যের) সৌভাগ্য লাভ হয়"

(আল হাকাম, ১৭-১-১৯০৭)।

"রোযাদারের সর্বদা এ কথা দৃষ্টিতে রাখা উচিত যে, ক্ষুধার্ত থাকাই তার উদ্দেশ্য নয়। বরং তার উচিত, সে খোদা তাআলার যিক্‌র-এ রত থাকবে, যাতে দুনিয়া ত্যাগ করে আল্লাহ্-মুখী হওয়া যায়। অতএব রোযার উদ্দেশ্য এটাই যে, মানুষ একটি রুটি ছেড়ে দিয়ে, যা কেবল দেহ প্রতিপালন করে, দ্বিতীয় রুটি লাভ করে, যা আত্মার প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির কারণ।

যারা কেবল খোদার জন্য রোযা রাখে, তাদের উচিত আল্লাহ্ তা'লার 'হাম্‌দ' (প্রশংসা), 'তস্‌বীহ্' (গুণকীর্তন করা) ও 'তাহলীল' (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) পাঠে রত থাকা, যদ্দরুন অন্য খাদ্যও তারা পেয়ে যায়"

(মলফুযাত, ৯ম খন্ড, পৃঃ ১২৩)।

জুমুআর খুতবা

খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের উপায় ও রীতি

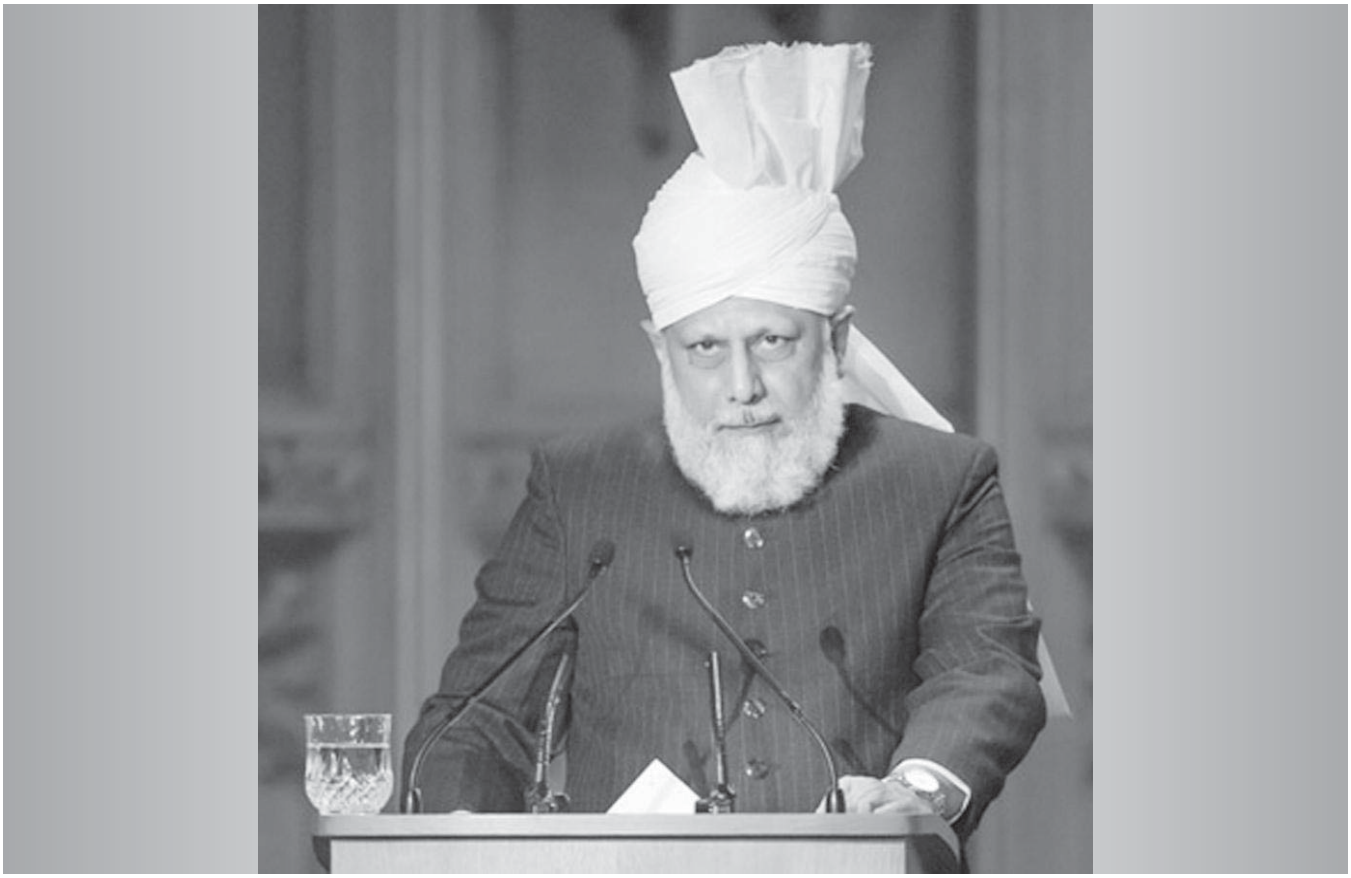

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২ মে, ২০১৪-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

গত কয়েকটি খুতবায় আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তিকার উদ্ধৃতির আলোকে মা'রেফাতে ইলাহী বা ঐশী তত্ত্বের পদ্ধতি, খোদা তা'লাকে ভালবাসার পদ্ধতি এবং আল্লাহ্ তা'লার সত্ত্বার প্রকৃত তাৎপর্য বর্ণনা করে আসছি। আজও তাঁর (আ.) পুস্তিকার আলোকে তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ধনভান্ডার থেকে কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করবো, যাতে তিনি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের তাৎপর্য, তাঁকে অর্জন করার বিভিন্ন পদ্ধতি, তাঁর গুরুত্ব এবং নিজ জামা'তের কাছে তাঁকে অর্জন করার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। যদি আল্লাহ্ তা'লাকে অর্জন করতে হয়, তাহলে একথা উপলব্ধী করা আবশ্যক যে, প্রকৃত নেকী খোদা তা'লার সত্ত্বার মাঝেই নিহিত এবং তাঁর পক্ষ থেকেই সকল নেকীর সূচনা হয়, যা খোদা তা'লার শিক্ষার ওপর আমল করার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। ফলশ্রুতিতে খোদা তা'লার পুরস্কার এবং তাঁর নৈকট্য অর্জিত হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "প্রকৃত অর্থে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া আর কেউই নেক নয়, সকল উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সকল নেকী তার জন্যই স্বীকৃত। অতঃপর যে কেউ যতটুকু নিজ আত্মা এবং বাসনাকে বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র সেই অতি উত্তম সত্ত্বার নৈকট্য অর্জন করার দিকে ধাবিত

“মানুষের সকল প্রকারের শান্তি খোদা তা’লার নৈকট্য এবং ভালবাসার মাঝেই রয়েছে। কিন্তু মানুষ যখন তাঁর সাথে সর্ম্পক ছিন্ন করে পৃথিবীর দিকে ঝুকে পড়ে তখনই তা জাহান্নামী-জীবন হয়ে পড়ে।”

হয়, ততটুকু ঐশী বৈশিষ্টই তার ওপর প্রতিবিম্বিত হয়।”... (অর্থাৎ যে কেউ নিজ কামনা এবং পছন্দকে উর্ধ্বে রেখে আল্লাহ্ তা’লার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করে, সে তাঁর নৈকট্য লাভ করে এবং আল্লাহ্ তা’লার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী রয়েছে, তা তার হৃদয়ে প্রতিফলিত হতে থাকে। মানুষ এমন পরিণাম তখনই লাভ করে, যখন সে নিজ আত্মার উর্ধ্বে থেকে, নিজ পছন্দকে পরিত্যাগ করে আল্লাহ তা’লার মাঝেই ডুবে যাওয়ার চেষ্টা করে। এমতাবস্থায় মানুষ আল্লাহ্ তা’লার যে চরিত্র, যে রঙ আছে, সে অবস্থায় রঙ্গিন হতে শুরু করে। তারপর মানুষ যত অধিক পরিমাণে আল্লাহ্ তা’লার রঙ্গে রঙ্গীন হতে শুরু করবে, ততই সে তাঁর নির্দেশাবলীর ওপর আমল করার সামর্থ্য লাভ করতে থাকবে, সৎকর্ম করা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, “ .... সুতরাং একজন বান্দা যে বৈশিষ্ট্যাবলী এবং সত্যিকারের ভদ্রতা অর্জন করে, তা খোদা তা’লার নিকট থেকেই লাভ করে। আর এমনি হওয়ার দরকার। কেননা সৃষ্টি নিজ সত্ত্বায় কোন কিছুই নয় । সুতরাং খোদা তা’লার উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলীর প্রতিচ্ছায়া তাদের ওপরই সংঘটিত হয়, যারা কুরআন শরীফের পরিপূর্ণ অনুসরণ করে। ...” আল্লাহ্ তা’লার যে উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী রয়েছে তা সে ব্যক্তির হৃদয়ের ওপরই প্রতিফলিত হয়, তাদের নিকট থেকে এগুলো প্রকাশিত হয় যারা কুরআন করীমের পূর্ণ আনুগত্য করে, অনুসরণ করে। তিনি (আ.) বলেন, “ ...সুনিশ্চিত গবেষণা দ্বারা এটা বলা যায়, যে স্বচ্ছ পানি পানের জায়গা ও আধ্যাত্মিক স্বাদ এবং ভালবাসায় পরিপূর্ণ প্রেরণার মাধ্যমে যেসব উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী তাদের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়, তার দৃষ্টান্ত জগতে খুঁজে পাওয়া যায় না। যদিও মৌখিকভাবে সব ব্যক্তিই এরূপ দাবী করতে পারে আর অহংকার ও আত্মগর্ব হিসেবে প্রত্যেক মানুষই এরূপ কথা বলতে পারে, তবে সঠিক গবেষণার কঠিন দ্বার দিয়ে এরূপ ব্যক্তিই সুরক্ষিত অবস্থায় বের হয়ে আসতে পারে। আর অন্যান্য লোকেরা যদি কিছু উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলী প্রকাশও করে থাকে, তবে তা লৌকিকতা এবং কৃত্রিমতা হিসেবেই প্রকাশ পেয়ে থাকে।...” (যারা আল্লাহ্ তা’লার রঙে রঙ্গীন হবার চেষ্টা করে, কুরআন শরীফের নির্দেশাবলীর ওপর আমল করার চেষ্টা করে তাদের মাধ্যমেই এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী প্রকাশ পায়। দুনিয়াতে এটি ছাড়া যদি কেউ অন্য কোথাও উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী প্রকাশ করে অথবা বাহ্যিক চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলী স্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বুঝা যাবে এটা লৌকিক, কৃত্রিম ও বানোয়াট বিষয়।)

আবার তিনি (আ.) বলেন, “নিজের নোংরামিগুলোকে গোপন রেখে, নিজের ব্যাধিগুলোকে লুকিয়ে রেখে কেউ যদি মিথ্যা আদব দেখায় (যেটা তার মধ্যে নোংরামি হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে এটা যদি সে লুকায়) তবে এটাকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলা যাবে না বরং এটাকে বাহ্যিক প্রলেপ দেওয়াই বলা হবে। এটা বানোয়াট এবং কৃত্রিম একটি বিষয় তিনি (আ.) বলেন, ...“নিজের মিথ্যা আদব প্রদর্শন করা, নিজের মিথ্যা আদব দেখানোর জন্য যখন কেউ আসল বিষয়কে গোপন করে, তখন দেখা যায়, এই পরিস্থিতিতে তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ পরীক্ষার সময়েই তার প্রকৃত মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায়।” যখন পরীক্ষা আপতিত হয়, পরীক্ষা নেয়া হয়, তখন তার সাধুতা উন্মোচিত হয়ে যায়। ব্যক্তিগত মামলা-মোকাদ্দমার সময় বুঝা যায় সে কত গভীর জলে অবস্থান করে। সত্য-মিথ্যা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সবই প্রকাশ পায়। মিথ্যা কতটুকু রয়েছে এটাও বুঝা যায়। সত্য কতটুকু গোপন করা হচ্ছে এটাও বুঝা যায়। চারিত্রিক উৎকর্ষতা কতটুকু প্রদর্শিত হচ্ছে এটাও বুঝা যায়।

আর অনেকের ক্ষেত্রে যদি এমনটা না-ও হয় সেক্ষেত্রে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) একবার একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলছেন, একবার এক সভায় বাহ্যিক-শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা, যারা সমাজের কর্ণধার ছিল, তাদের একটি সভায় এই সিদ্ধান্ত হলো, আজকের সভা কোন প্রকারের ভনিতা ছাড়াই হওয়া উচিত। আর তিনি বলছেন, ঐ কৃত্রিমতাশূণ্য/ভনিতাশূণ্য সভার মানদন্ড এমনই ছিল যে, যত ধরণের বৃথা-কর্ম রয়েছে, সেখানে সবই করা হলো। তখন সেখানে তাদের সাধুতা ধরা পড়ে গেল।)

তিনি (আ.) বলেন, “... উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের নিমিত্তে লৌকিকতা ও কৃত্রিমতাকে এজন্যই অধিকাংশ সময় প্রদর্শন করা হয়, কেননা তারা নিজেদের

আমাদের নবী করীম (সা.)-এর সত্য এবং পরিপূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন প্রকারের মর্যাদা ও উৎকর্ষতা এবং কোন প্রকারের সম্মান ও নৈকট্য আমরা কখনো লাভ করতে পারবো না। আমরা যা কিছুই লাভ করি, তা প্রতিচ্ছায়া এবং প্রতিবিম্বরূপেই পেয়ে থাকি

জাগতিক ও সামাজিক জীবনের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে বলে মনে করে।" এই লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা আর এই চরিত্রগত বিষয়টি কেন প্রদর্শন করা হয়? এটা এজন্যই যে, তাদের যে জগত রয়েছে, পার্থিব বিষয়াদী রয়েছে, সমাজ রয়েছে এর ফলে তারা মনে করে তাদের জাগতিক ও সামাজিক বিষয়াদীতে এমনটি করাই আবশ্যক, কেননা এরই মাধ্যমে আমরা লাভবান হবো। কিন্তু তারা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এমনটা করে না।) তিনি (আ.) বলেন, ".... আর যদি নিজের অভ্যন্তরীন নোংরামির সব জায়গায় দাসত্ব করা হয়, তাহলে সামাজিক সুশীলতায় শূণ্যতার সৃষ্টি হবে।" (যা তাদের হৃদয়ে রয়েছে অর্থাৎ যে নোংরামি ও মন্দ বিষয়াদী তাদের হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে, তার দাসত্ব যদি তারা করে আর তার পিছনে তারা চলতে শুরু করে, তাহলে তারা জাগতিক ক্ষেত্রে এর দ্বারা কিছুটা প্রভাবান্বিত হবে। আর তাদের মধ্যে একটি শূণ্যতার সৃষ্টি হবে। আর এজন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখানোর উদ্দেশ্য হলো তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জন করা, উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা নয়। উত্তম চরিত্রের ওপর আমল করলে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জিত হবে, অন্যরা এথেকে উপকৃত হবে এটি তাদের উদ্দেশ্য থাকে না।)

তিনি (আ.) বলেন, "....আর যদিও তাদের মধ্যে স্বভাবগত কারণে কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমানও থাকে, তবুও তারা অধিকাংশ সময় স্বীয় আত্মার প্রবৃত্তির বশে বশীভূত থাকে। স্বীয় প্রবৃত্তিকে কোন প্রকারের মিশ্রণ করা ব্যতীত শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য তা প্রকাশিত হয় না, যদিও বা তারা স্বীয় উৎকর্ষতার চরম পর্যায়েই পৌঁছুক না কেন। তবে যারা খোদা তা'লার হয়ে যান, তাদের এই উৎকর্ষতা চরম পর্যায়ে উন্নিত হয়। আর যাদের হৃদয়কে খোদা তা'লা আত্মাভিমানের দুষণ থেকে সম্পূর্ণ খালি পান, তিনি তাদের মাঝে স্বয়ং নিজ পবিত্র চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যাবলী প্রতিষ্ঠিত করে দেন...."(তারা এসব কিছু খোদা তা'লার জন্য করে আর আল্লাহ্ তা'লা ব্যতিত আত্মাভিমানের যে বিষয়টি রয়েছে এবং যেসব অপবিত্রতা রয়েছে, তারা তা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা নিজ উত্তম আখলাক তাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করে দেন।)".... আর তাদের হৃদয়ের মাঝে সেই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীকে এতটাই প্রিয় করে দেন, যেভাবে তারা তাঁর প্রিয়। অতএব, এসব লোকেরা আল্লাহ্‌র মাঝেই বিলীন হয়ে যাবার কারণে আল্লাহ্ তা'লার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের এমন মর্যাদা লাভ করে যে, তারা খোদা তা'লারই একটি অঙ্গ হয়ে যান, যার মাধ্যমে তারা স্বীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেন। আর তাদেরকে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত পেয়ে নিজের ঐ চিরপ্রবহমান বিশেষ ঝর্ণা থেকে পান করানো হয়। (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের এক সুমিষ্ট পানি তাদেরকে পান করানো হয়।) (বারাহীনে আহমদীয়া, খন্ড:৪, রূহানী খাযায়েন, খন্ড:১, পৃষ্ঠা ৫৪১-৫৪২, পাদটিকা: ০৩)

খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জনের পদ্ধতি সর্ম্পকে তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, "খোদা তা'লা ধোকা খায় না। তিনি তাদেরকে তাঁর বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা বানান, যারা মাছের মতো তাঁর ভালবাসার সমুদ্রে স্বভাবজাতভাবেই সর্বদা সাঁতার কাটতে থাকে, এরা তাঁরই হয়ে থাকে এবং তাঁরই আনুগত্যে বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং এই কথা কোন সত্য পথ প্রদর্শকের হতে পারে না যে, খোদা তা'লা ছাড়া প্রকৃতপক্ষে সবাই নোংরা আর কেউ না কখনো পবিত্র হয়েছে আর না হবে। (কিছু কিছু ধর্মে, কিছু কিছু লোকের এই রকম দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।) তিনি (আ.) বলেন, "খোদা তা'লা তাঁর বান্দাদেরকে বৃথাই সৃষ্টি করেছেন। বরং সত্য তত্ত্ব এবং জ্ঞানের কথা হলো, মানব জাতির মাঝে শুরু থেকেই আল্লাহ্ তা'লার এই সুন্নত জারি আছে যে, তিনি তাঁর প্রেমিকেদেরকে পবিত্র করে থাকেন। হ্যাঁ, প্রকৃত পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতার প্রস্রবণ হলো খোদা তা'লা। যে সব লোক যিকির-আযকার, ইবাদত এবং ভালবাসার সাথে তাঁরই স্মরণে ব্যস্ত থাকে, খোদা তা'লা তাদের ওপর স্বীয় গুণাবলী সঞ্চারিত করেন। তখন তারাও প্রতিচ্ছায়ারুপে সেই পবিত্রতার অংশ লাভ করে যা খোদা তা'লার সত্ত্বায় যথাযথভাবেই উপস্থিত।" [সৎ বচন, রূহানী খাযায়েন, খন্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ২১০]

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "খোদা তা'লা এসব উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, পুণ্য কর্ম এবং খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জনের জন্য যে মাধ্যম, আদর্শ এবং শিক্ষা আমাদের সামনে রেখেছেন, তা রসুল (সা.)-এর পুর্ণ অনুসরণ-অনুকরণের মাঝেই নিহিত।" তিনি (আ.) বলেন, "আমরা এ কথা বিশ্বাস করি যে, সীরাতে মুস্তাকিমের অতি তুচ্ছ মর্যাদাও আমাদের নবী করীম (সা.)-কে বাদ দিয়ে কোন মানুষ কখনো লাভ করতে পারে না। সেখানে সত্য পথের অতি উন্নত মর্যাদা এই

ইমামুর রুসুল (রসুলদের ইমাম)-এর অনুসরণ ছাড়া লাভ করার তো প্রশ্নই উঠে না। আমাদের নবী করীম (সা.)-এর সত্য এবং পরিপূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন প্রকারের মর্যাদা ও উৎকর্ষতা এবং কোন প্রকারের সম্মান ও নৈকট্য আমরা কখনো লাভ করতে পারবো না। আমরা যা কিছুই লাভ করি, তা প্রতিচ্ছায়া এবং প্রতিবিম্বরূপেই পেয়ে থাকি। [ইযালায়ে আওহাম, রুহানী খাযায়েন, খন্ড: ৩, পৃ: ১৭০]

"অতঃপর প্রকৃত ইসলাম কী এবং একজন মুসলমানের কীরূপ হওয়া উচিত আর একজন মুসলমানকে খোদা তা'লার নৈকট্য পাবার জন্য নিজের মানকে কোন পর্যায়ে নেওয়া উচিত, সে সর্ম্পকে তিনি (আ.) বলেন, "কুরবানীর ছাগলের মত খোদার সামনে নিজের মাথা পেতে দেয়াটাই প্রকৃত ইসলাম। একই সাথে ইসলাম অর্থ নিজের সমস্ত ইচ্ছা থেকে বিরত হওয়া, খোদার ইচ্ছা এবং সন্তুষ্টিতে মগ্ন হয়ে এবং খোদার সত্ত্বায় বিলীন হয়ে এক প্রকার মৃত্যুকে গ্রহণ করা এবং অন্য কোন কারণে নয় বরং কেবল তাঁর ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে প্রেমাবেগে তাঁর আনুগত্য করা। আর এমন দৃষ্টি লাভ করা, যা খোদার মাধ্যমে দেখে ও এমন শ্রবণ শক্তি অর্জন করা, যা খোদার মাধ্যমে শোনে এবং এমন অন্তর সৃষ্টি করা যা সম্পূর্ণভাবে তাঁর দিকে অবনত এবং এমন মুখ লাভ করা, যা তাঁর আদেশে কথা বলে। এটা সেই আধ্যাত্মিক মার্গ, যেখানে এসে খোদা-অন্বেষণের সমস্ত পথ শেষ হয়...." (হুযুর ব্যাখ্যা করে বলছেন, পথ বা রাস্তার অর্থ হল মানুষ খোদা তা'লাকে লাভ করার জন্য প্রত্যেক প্রকারের বিপদের সম্মুখীন হয়েও তা অতিক্রম করে এবং খোদা তা'লাকে লাভ করার চেষ্টা করে।)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, ..."এবং মানবীয় শক্তি যখন নিজ সাধ্যানুযায়ী সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে, তখন মানুষের কুপ্রবৃত্তির ওপর পূর্ণরূপে একটি মৃত্যু এসে যায়। তখন খোদার কৃপা নিজের জীবন্ত বাণী এবং জাজ্বল্যমান জ্যোতি দ্বারা তাঁকে পুনরায় জীবন দান করে এবং সে খোদার সুমধুর বাণী দ্বারা ভূষিত হয় এবং এমন সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্যোতি, যার মূলতত্ত্বকে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি আবিস্কার করতে পারে না আর দৃষ্টি যার রহস্য উদঘাটন করতে পারে না– তা নিজে নিজেই হৃদয়ের নিকটতর হয়ে যায়।

খোদা বলেছেন- ***"নাহনু আকরাবু ইলায়হি মিন হাবলিল ওয়ারিদ"*** (সূরা ক্বাফ ৫০: ১৭) অর্থাৎ আমরা তার জীবন-শিরা থেকেও অধিক নিকটে। অনুরূপভাবে খোদা তাঁর নৈকট্য দ্বারা নশ্বর মানুষকে ভূষিত করেন। এরপর এমন এক পর্যায় লাভ হয় যখন অন্ধত্ব বিদূরীত হয়ে দৃষ্টি আলোকিত হয় এবং মানুষ তাঁর প্রভুকে নতুন চোখে দেখে এবং তাঁর বাণী শোনে এবং তাঁর জ্যোতির একটি চাদরে নিজেকে আবৃতাবস্থায় আবিস্কার করে। এমতাবস্থায় ধর্মের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় এবং মানুষ নিজের খোদাকে দর্শনের পরে হীন-জীবনের নোংরা আচ্ছাদন নিজের ওপর থেকে সরিয়ে ফেলে...." (হুযুর ব্যাখ্যা করে বলছেন, মানুষ যখন খোদা তা'লার এতটা নৈকট্য অর্জন করে ফেলে, তখন সে তার হীন জীবন, নোংরা-পোশাক, পার্থীব-জিনিসপত্র সবগুলোকে দূরে নিক্ষেপ করে।)...."এবং একটি জ্যোতির্ময় পোশাক পরিধান করে।..." (একটি নতুন পোশাক পরিধান করে, যা নূরের হয়ে থাকে) সে তখন কেবল অঙ্গীকারস্বরূপ খোদা দর্শন এবং স্বর্গ লাভের আশায় পরকালের প্রতীক্ষায় থাকে না, বরং এখানেই এবং ইহজগতেই খোদা-দর্শন, ঐশীবাণী এবং স্বর্গীয় নেয়ামত লাভ করে।" [লেকচার লাহোর, রুহানী খাযায়েন, খন্ড: ২০, পৃষ্ঠা: ১৬০-৬১]

অতঃপর ইস্তেগফারের দুই প্রকারের কথা বলতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার দ্বারা ঈমানের মূল সুদৃঢ় হয়। কোরআন শরীফে তা দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমত: নিজ হৃদয়কে খোদার প্রেমে শক্তিশালী করে পাপের প্রকাশকে বাধা প্রদান করা, যা বিচ্ছিন্নতার অবস্থায় উত্তেজিত হয়ে উঠে, এমতাবস্থায় খোদা তা'লার সাথে সর্ম্পক রেখে তা প্রতিহত করা এবং খোদার সাথে জড়িয়ে থেকে তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়া- এটাই নৈকট্যপ্রাপ্তগণের ইস্তেগফার।..." তাঁরা এক পলকের জন্যও খোদা তা'লা থেকে পৃথক হওয়াকে নিজেদের ধ্বংসের কারণ বলে মনে করে।

এজন্য তারা এস্তেগফার করেন যেন খোদা তা'লা তাদেরকে স্বীয় প্রেমে আবদ্ধ করে রাখেন। দ্বিতীয় প্রকারের ইস্তেগফার হলো, পাপ হতে বের হয়ে খোদা তা'লার দিকে ধাবিত হওয়া এবং এই চেষ্টায় রত থাকা বৃক্ষ যেমন মাটিতে লেগে যায়, তেমনিভাবে হৃদয় যেন খোদা তা'লার সাথে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়, যাতে করে হৃদয় যথাযথ পরিচর্যা লাভ করে পাপের শুষ্কতা এবং অধঃপতন থেকে রক্ষা পায়। এই দুই প্রকারের অবস্থার নাম 'ইস্তেগফার' রাখা হয়েছে।" (খ্রীষ্টান সিরাজ উদ্দীনের চারটি প্রশ্নের উত্তর, রুহানী খাযায়েন, খন্ড: ১২, পৃষ্ঠা: ৩৪৬-৩৪৭)

'খোদা তা'লাকে সনাক্ত করার কয়েকটি স্তর রয়েছে'- এই কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "সর্বোত্তম স্তর বা ধাপ হলো খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করা যা থেকে আল্লাহ্ তা'লার পরিচয় সঠিকভাবে সনাক্ত হয়। এজন্য এ কথার ওপর কেবল খুশি হয়ে যাওয়া ঠিক নয় যে, আমি সত্য স্বপ্ন দেখেছি অথবা কোন কাশফ বা দিব্যদর্শন আমার প্রতি হয়েছে বা ইলহাম হয়েছে। ইলহাম তো বালাআম বাউরের প্রতিও হয়েছিল, কিন্তু তা-সত্ত্বেও সে হোঁচট খেল। এজন্য খোদা তা'লার নৈকট্যের অনুসন্ধান কর আর নৈকট্য আল্লাহ্ তা'লার পুণ্যবান বান্দার সাথে সম্পৃক্ত থাকার ফলেই লাভ হয়, যাকে আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগত স্বীয় জ্যোতির দ্বারা কল্যাণমন্ডিত করে থাকেন আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিই বান্দার উদ্দেশ্য হয়ে যায়।"

তিনি (আ.) বলেন, "খোদা হলেন নূর বা জ্যোতিঃ, যেমন তিনি বলেন, ***আল্লাহু নুরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি*** [অর্থাৎ আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতি (সূরা নূর ২৪:৩৬): অনুবাদক]

সুতরাং যে ব্যক্তি কেবল এই জ্যোতির উপকরণ দেখে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে দূর থেকে ধোঁয়া দেখে, কিন্তু আগুনের আলো দেখে না। আলোর উপকারিতা তো আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির মাঝে বিলীন হওয়ার মধ্যেই নিহিত এইজন্য সে আলোর উপকারিতা থেকেও বঞ্চিত হয় এবং সেই উত্তাপ থেকেও বঞ্চিত হয় যা মানবীয় দূর্বলতাকে জ্বালিয়ে দেয়। সুতরাং ঐ সকল লোক, যারা কেবল নকল ও যুক্তি-ভিত্তিক প্রমাণ অথবা ধারণাপ্রসূত ইলহামের দ্বারা খোদা তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ করে, যেমন বাহ্যদর্শী আলেমরা, দার্শনিকরা বা এরূপ ব্যক্তিরা যারা কেবল নিজেদের আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা, যার মধ্যে কাশ্‌ফ ও স্বপ্নের সম্ভাবনা নিহিত থাকে, খোদা তালার অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু খোদার নৈকট্যের জ্যোতিঃ থেকে তারা বঞ্চিত; তারা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে দূর থেকে আগুনের ধোঁয়া দেখে, কিন্তু আগুনের আলো দেখে না আর কেবলমাত্র ধোঁয়ার কথা ভেবে আগুনের অস্তিত্বের ওপর বিশ্বাস করে।" (হাকীকাতুল ওহী, রুহানী খাযায়েন, খন্ড: ২২, পৃ: ১৪)

তারপর তিনি (আ.) খোদা তা'লার নৈকট্যের

"মানুষ যখন গুনাহ্ করে, তখন আল্লাহ্ তা'লা থেকে দূরে সরে যায় এবং খোদা তা'লাও তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়।"

স্তর বা ধাপের সবিস্তার ব্যখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "নৈকট্যের স্তর এবং খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার বিষয়টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। এজন্য একজন ব্যক্তি খোদা তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হওয়া সত্ত্বেও যখন এমন ব্যক্তির সাথে মোকাবেলায় লিপ্ত হয় যে নৈকট্য ও ভালবাসার মর্যাদায় তার চেয়েও অনেক বেশি অগ্রগণ্য, তাহলে অবশেষে তার পরিণাম এটাই হয়, এই ব্যক্তি যে খোদা তা'লার সাথে নিম্ন পর্যায়ের সম্পর্ক রাখে, শুধুমাত্র ধ্বংসই হয় না বরং ঈমানশূণ্য অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যেমনিভাবে মুসার মোকাবেলায় বালাআম বাউরের অবস্থা হয়েছিল।" (চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খন্ডঃ ২৩, পৃষ্ঠাঃ ৩৪৯)

তিনি (আ.) বলেন, "এই নৈকট্যের সর্বোচ্চ যে মাকাম রয়েছে, তা হলো হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর।" আর আমরা দেখতে পাই, (এই যুগে নবী করিম (সা.)-এর পূর্ণ অনুসরণ করার কারণে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা এই মর্যাদা প্রদান করেছেন। আজ এই যুগে যে ব্যক্তিই তাঁর (আ.) থেকে পৃথক হয়ে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের অন্বেষন করবে, তার পরিণামও বালাআম বাউরের মত হবে।)

তিনি (আ.) আরও বলেন, কুরআন করীমের পূর্ণ অনুসরণ করার মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য পাওয়া যায়, আর এমন নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের জন্য খোদা তা'লা এমন নিদর্শন প্রদর্শন করতে থাকেন যে, এ ব্যাপারে কথা বলার আর কোন প্রয়োজন নেই। বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তি, যারা এই ব্যক্তির সাথে মোকাবেলা করবে, যে কুরআন শরীফের সত্যিকারের অনুসারী, খোদা তা'লা তাঁর ভয়ংকর নিদর্শনাবলী দ্বারা তার নিকট প্রকাশিত করেন যে, তিনি তাঁর সেই বান্দার সাথে আছেন, যে তাঁর বাণীর অনুসারী। যেমনিভাবে তিনি লেখরামের ওপর এটা প্রকাশ করেছিলেন আর তার মৃত্যু এমন অবস্থায় হয়েছিল যে, তারা মনে করতো খোদা তা'লা তার মৃত্যুর মাধ্যমে ইসলামের সত্যতার ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন। আসলে খোদা তা'লা এমনিভাবে তাঁর জীবন্ত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে কুরআন শরীফের পূর্ণ অনুসরণকারীদের নৈকট্যের সুউচ্চ মিনার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন।" (চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খন্ডঃ ২৩, পৃষ্ঠাঃ ৩০৯)

তিনি (আ.) বলেন, "এ কথাও খুব ভালভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, প্রত্যেকটি জিনিসের মাঝেই কল্যাণ নিহিত। পৃথিবীতে দেখ, উন্নত পর্যায়ের উদ্ভিদ থেকে শুরু করে পোকামাকড়, এমনকি ইঁদুর পর্যন্ত এমন কোন জিনিস নাই যা মানুষের জন্য উপকারী এবং কল্যাণকর নয়। এই সব বস্তু, তা পার্থিবই হোক বা স্বর্গীয়, আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া এবং নিদর্শনস্বরূপ। আর যখন গুণাবলীর মাঝে কেবলই কল্যাণ নিহিত, তাহলে বলো, সেই সত্ত্বার মাঝে কতই না কল্যাণ এবং মঙ্গল আছে! এখানে এ কথাটিও স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যদি কেউ এ সকল জিনিস থেকে কখনো কোন ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাহলে তা নিজস্ব ভুল এবং নির্বুদ্ধিতার ফলেই হয়। এজন্য নয় যে, এ সকল জিনিসের মাঝে ক্ষতিকারক কোন জিনিস আছে। মানুষ নিজের ভুল এবং বোকামীর কারণেই ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'লার কিছু গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান না রাখার কারণে আমরাও বিপদাপদ এবং সমস্যার সম্মুখীন হই। তা না হলে তো খোদা তা'লা সর্বাবস্থায়ই দয়ালু এবং কৃপাশীল। পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হওয়ার এটিও একটি রহস্য যে, আমরা আমাদেরই হাতে নিজেদের স্বল্প-বুদ্ধি এবং স্বল্প-জ্ঞানের কারণে বিভিন্ন সমস্যায় জড়িয়ে পড়ি।

সুতরাং এই বাহ্যিক চোখের সূক্ষ্মতা দিয়েই আমরা আল্লাহ্ তা'লাকে দয়ালু ও কৃপাশীলরূপে পেয়ে থাকি এবং আমাদের অনুমানের বাইরেও সীমাহীন উপকারী সত্ত্বা হিসেবে পেয়ে থাকি। আর এই উপকার থেকে সে-ই সবচেয়ে বেশি কল্যাণ লাভ করে, যে তাঁর সবচেয়ে বেশি নিকটে। আর এই মর্যাদা তারাই লাভ করে যাদেরকে মুত্তাকী বলা হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার নিকটে তারা বিশেষ স্থান লাভ করে। একজন মুত্তাকী যতই আল্লাহ্ তা'লার নিকটতর হতে থাকে, তখন হেদায়াতের একটি জ্যোতি সে লাভ করে, যা তার বিভিন্ন বিষয়াদীতে এবং বিচার-বুদ্ধিতে এক বিশেষ প্রকারের উজ্জ্বলতার সৃষ্টি করে। আর যতই সে দূরে সরে যেতে থাকে, ধ্বংসকারী এক অন্ধকার তখন তার মন-মস্তিক আয়ত্ব করে বসে।

এমনকি সে ***"সুম্মন, বুকমুন, উমিয়ুন, ফাহুম লা ইয়ারজিয়ুন*** (বোবা, বধির ,অন্ধ সুতরাং তারা ফিরে আসবে না, সূরা বাকারা ২:১৯-অনুবাদক)-এর সত্যায়নকারী হয়ে লাঞ্চনা এবং ধ্বংসের স্থলে উপনীত হয়। কিন্তু এর বিপরীতে নূর এবং জ্যোতির দ্বারা আচ্ছন্ন মানুষ উন্নত মানের প্রশান্তি এবং সম্মান লাভ করে। তখন আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং বলে বসেন, ***ইয়া আইয়্যুতুহান নাফসুল মুতমায়িন্না,***

"পাপাচারী খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারে না, অহঙ্কারী তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে না, অত্যাচারী তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে না, বিশ্বাসঘাতক তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে না।"

ইরজিয়ি ইলা রাব্বিকে রাযিয়াতাম মারযিয়া অর্থাৎ হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর এমতাবস্থায় যে তুমিও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। (সূরা ফাজর ৮৯: ২৮-২৯)। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "এর অর্থ হলো, হে সেই আত্মা যে প্রশান্তি লাভ করেছ, আর এই প্রশান্তি খোদা তা'লাকে সাথে পাবার কারণে লাভ করেছ।" (মালফুযাত, খন্ড: ০১, পৃষ্ঠা: ৬৯, নব সংস্করণ)

তিনি (আ.)-এর ব্যাখ্যা এটাও প্রদান করেছেন, অনেকে বাহ্যিকভাবে সরকারের কাছ থেকে কোন কিছু অর্জন করে প্রশান্তি লাভ করে। আবার অনেক মানুষের প্রশান্তির মাধ্যম হচ্ছে তাদের সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন এবং চারপাশের মানুষজন। কিন্তু এই যে বিষয়াবলী রয়েছে, তা সত্যিকারের প্রশান্তি নিয়ে আসতে পারে না। বরং তৃষ্ণার্ত রোগীর ন্যায় যতই এই লোকেরা বাহ্যিকভাবে প্রশান্তি লাভ করতে থাকে তাদের তৃষ্ণা আরও বাড়তে থাকে, তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস লাভ করতে পারে না। অবশেষে এই রোগই মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু খোদা তা'লা বলেন, যে বান্দা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করে এই প্রশান্তি লাভ করেছে, যদি তার কাছে অসীম ধন-সম্পদও থাকে, তবে সে তার ধনসম্পদকে খোদা তা'লার মোকাবেলায় বিন্দু পরিমাণও ভ্রুক্ষেপ করে না। পৃথিবী তার উদ্দেশ্য থাকে না। সে সত্যিকারের শান্তির অন্বেষণে থাকে, যা খোদা তা'লার সত্তার মাঝে বিদ্যমান।

তিনি (আ.) বলেন, "খোদা তা'লা এটি বুঝিয়েছেন যে, মানুষের সকল প্রকারের শান্তি খোদা তা'লার নৈকট্য এবং ভালবাসার মাঝেই রয়েছে। কিন্তু মানুষ যখন তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথিবীর দিকে ঝুকে পড়ে, তখনই তা জাহান্নামী-জীবন হয়ে পড়ে। আর এই জাহান্নামী জীবনের বিষয়টি প্রত্যেক ব্যক্তি কোন না কোন সময় অবশ্যই অনুধাবন করে। যদি এমন সময়েও সে অনুধাবন করে যখন সে একেবারেই ধনসম্পদ এবং দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মৃত্যুপথ যাত্রী হয়।" [লেকচার লাহোর, রূহানী খাযায়েন, খন্ড: ২০, পৃষ্ঠা: ১৬]

যাহোক, কোথাও না কোথাও, কোন না কোন সময় এই বিষয়টি বোধগম্য হয়ে যায় যে, দুনিয়া হলো একটি জাহান্নাম। যদিও মানুষ তা মৃত্যুর সময়েই উপলব্ধী করুক না কেন। তারপর তিনি (আ.) বলেন, "উন্নত পর্যায়ের আনন্দ খোদা তা'লার মধ্যেই পাওয়া যায়। এর চেয়ে বেশি আনন্দিত হবার আর কোন জিনিস নাই। জান্নাত অদৃশ্যকে বলা হয় (অর্থাৎ লুকানো জিনিসকে জান্নাত বলা হয়।) জান্নাতকে জান্নাত এই জন্যই বলা হয় যে, তা নেয়ামতের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। আসল জান্নাত তো হলো খোদা তা'লা, যার প্রতি কোন প্রকারের দোদুল্যতা আরোপই করা যায় না। এই জন্য বেহেশতের সর্বোচ্চ পুরস্কার ***"রিজওয়ানুম মিনাল্লাহি আকবার"*** (আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ। সূরা তওবা ৯: ৭২, অনুবাদক) রাখা হয়েছে। মানুষ নিজস্ব যে অবস্থানে রয়েছে, সে অবস্থান থেকে কোন না কোন দুঃখ এবং দোদুল্যতায় ভুগে থাকে। কিন্তু যতই সে খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, আল্লাহ্ তা'লার চরিত্রাবলী নিজের মাঝে ধারণ করতে থাকে, ততই সে সত্যিকারের সুখ এবং আরাম লাভ করে থাকে। মানুষ যতটুকু পর্যন্ত খোদা তা'লার নৈকট্য লাভ করতে থাকবে, আবিশ্যিকভাবে ততটুকু পর্যন্ত খোদা তা'লার নেয়ামত থেকে অংশ লাভ করতে থাকবে। আর রাফার (আধ্যাত্মিক উন্নতি) অর্থ এটাই বুঝানো হয়ে থাকে।" (মালফুযাত, খন্ড: ০১, পৃষ্ঠা: ৩৯৬, নব সংস্করণ)

খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জনে প্রচেষ্টারত ব্যক্তিদের পরিণাম সম্বন্ধে তিনি (আ.) বলেন, "যারা খোদার নিকট আত্মসমর্পন করে এবং স্বীয় জীবন তাঁর পথে উৎসর্গ করে এবং নেক কাজে উৎসাহী হয়, তারা অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের প্রবহমান ঝর্ণাধারা থেকে পুরস্কার লাভ করবে। তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরা বাকারা:১১৩ আয়াত) অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার যাবতীয় শক্তি খোদার পথে নিয়োজিত করে এবং একমাত্র খোদা তা'লার জন্যই তার যাবতীয় কথা, কাজ, চলাফেরা, অবস্থান এককথায় সমস্ত জীবনই আল্লাহকে সমর্পন করে এবং সৎ কাজের জন্য উদগ্রীব থাকে, খোদা নিজ পক্ষ থেকে তাদের পুরস্কৃত করবেন এবং ভয়-ভীতি এবং দুঃখ থেকেও তাদেরকে রক্ষা করবেন।" (খ্রিষ্টান সীরাজ উদ্দীনের চারটি প্রশ্নের উত্তর, রূহানী খাযায়েন, খন্ড: ১২, পৃষ্ঠা: ৩৪৪)

দোয়া যা খোদা তা'লার নৈকট্যে অর্জন

করার মাধ্যম, সে সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, "দোয়ার উদাহরণ হলো একটি সুমিষ্ট ঝর্ণার ন্যায়, যার ওপরে মোমেন উপবিষ্ট আছে। যখনই সে চাইবে ঐ ঝর্না থেকে সে নিজেকে সিক্ত করতে পারবে। একটি মাছ যেভাবে পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না, তেমনিভাবে মোমেনের পানি হলো দোয়া, যা ছাড়া সে জীবিত থাকতে পারে না। এই দোয়ার সঠিক স্থান হলো নামায। দোয়ার সঠিক সময় হলো নামায। এ অবস্থাতেই সঠিক দোয়া হতে পারে। কারণ মুমেন এরই মাঝে প্রশান্তি এবং আনন্দ অনুভব করে। যার বিপরীতে ভোগবিলাসে মত্ত একজন ব্যক্তির উচ্চ পর্যায়ের আনন্দও গৌণ, যা সে কোন মন্দ কাজের দ্বারা লাভ করছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো দোয়ার মাধ্যমে যে বিষয়টি পাওয়া যায় তা হলো, খোদা তা'লার নৈকট্য। দোয়ার মাধ্যমেই মানুষ খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করে এবং তাঁকে নিজের দিকে টেনে আনে। সুতরাং খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জনের জন্য নামাযের হক আদায় করা আবশ্যক, আর সেই হক তখনই আদায় হবে, যখন তা নিয়মিত আদায় করা হবে, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, সেভাবে আদায় করতে হবে।" (মালফুযাত, খন্ড: ০৪, পৃষ্ঠা: ৪৫, নব সংস্করণ)

অতঃপর নামায এবং দোয়ার মানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করে হুযুর (আ.) বলেন, "মানুষের হৃদয়ে খোদা তা'লার নৈকট্য লাভ করার জন্য একটি বেদনা থাকা উচিত, যার কারণে মানুষের নিকট তিনি একটি সম্মানিত, গ্রহনীয় বস্তুর মর্যাদা লাভ করবেন। যদি এই বেদনা তার হৃদয়ে না থাকে, বরং দুনিয়া এবং এর মধ্যেকার বিষয়াবলী নিয়েই তার মাঝে বেদনা কাজ করে, তাহলে অল্প কিছু সময়ের জন্য অবকাশ পেয়েই সে ধ্বংস হয়ে যাবে। খোদা তা'লা অবকাশ এই জন্যই দেন, কারণ তিনি হলেন সহিষ্ণু। কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁর সহিষ্ণুতা থেকে উপকৃত হবে না, সে ব্যক্তিকে তিনি কি করবেন?

সুতরাং মানুষের সৌভাগ্য হলো, তারা যেন তাঁর সাথে কিছু না কিছু সম্পর্ক অবশ্যই বজায় রাখুক। ইবাদতের কেন্দ্রবিন্দু হল হৃদয়। যদি ইবাদত করা হয় কিন্তু হৃদয় খোদার দিকে ঝুঁকে না থাকে, তাহলে ইবাদত কি কাজে আসবে। এজন্য তাঁর দিকে হৃদয়ের পরিপূর্ণ ঝুঁকে যাওয়া আবশ্যক। এখন দেখ, হাজার হাজার মসজিদ আছে। কিন্তু কেবলমাত্র এটি ছাড়া সেগুলোতে বাহ্যিক ইবাদত ব্যতিত আর কিই-বা হয়ে থাকে?

হযরত রসুল করিম (সা.)-এর সময়ে ইহুদীদের অবস্থা এমনই ছিল। তারা নিয়ম-পদ্ধতি এবং অভ্যাসবশত ইবাদত করতো এবং হৃদয়ের যে প্রকৃত লক্ষ্য ছিল যা ইবাদতের প্রাণ– তা বিন্দুমাত্র ছিল না। এজন্য খোদা তা'লা তাদের ওপর অভিশম্পাত করেছেন। সুতরাং এখনও যারা পবিত্র-হৃদয়ের চিন্তা না করে, তারা যদি নিয়ম-পদ্ধতি বা অভ্যাসবশত হাজার বার মাথা ঠুকতে থাকে, এতে তাদের কোন লাভ হবে না। সৎকর্মের বাগানের সতেজতা পবিত্র হৃদয়ের মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

এজন্য আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ***ক্বাদ আফলাহা মান যাক্কাহা ওয়াক্বাদ খাবা মান দাস্‌সাহা (সূরা শামস: ১০-১১)*** সে-ই সফলকাম হবে, যে নিজ আত্মাকে পবিত্র করবে এবং যে এটিকে পবিত্র করবে না, বরং হীন বাসনার শিকার হবে সে-ই বিফল হবে। এটা আমরা অস্বীকার করছি না, খোদার দিকে আসার জন্য হাজারো প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যদি এগুলো না থাকতো, তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে না কোন হিন্দু থাকতো আর না কোন খ্রিস্টান থাকতো। বরং সকলই মুসলমান থাকতো। কিন্তু এই সকল প্রতিবন্ধকতাকে দূর করাও খোদা তা'লার অনুগ্রহে হয়ে থাকে। তিনি যদি সামর্থ্য দান করেন, তাহলেই তো মানুষ ভাল এবং মন্দের মাঝে পার্থক্য নিরূপন করতে পারবে। এই জন্য সর্বশেষ কথা এটাই দাঁড়ায়, মানুষ যেন তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে, যেন তিনি তাদের শক্তি এবং সামর্থ্য দান করেন। (মালফুযাত, খন্ড: ০৪, পৃ: ২২২-২২৩, নব সংস্করণ)

খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জনের জন্য তওবার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "ভালভাবে স্মরণ রাখ, পাপ এমন বিষ, যা খাওয়ার ফলে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায় আর শুধু ধ্বংসই হয় না বরং সে খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন থেকে বঞ্চিত থাকে এবং এই নেয়ামত লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। যে যতটুকু পাপে লিপ্ত হয়, সে ততটুকুই খোদা তা'লার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে এবং সেই জ্যোতি এবং নূর, যা খোদা তা'লার নৈকট্যের ফলে তার পাবার কথা ছিল, তা থেকে সে দূরে সরে যায় এবং অন্ধকারে পতিত হয়ে চর্তুদিকের বিপদ ও সমস্যার সম্মুখীন হয়। এমনকি সবচেয়ে ভয়ংকর শত্রু শয়তান তাকে কাবু করে ফেলে এবং তাকে ধ্বংস করে ফেলে। কিন্তু এই ভয়ানক পরিণতি থেকে রক্ষা পাবার জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি ব্যবস্থাও রেখেছেন মানুষ যদি তা থেকে উপকৃত হয়, তাহলে সেই ধ্বংসের গহ্বর থেকে রক্ষা পাবে এবং খোদা তা'লার নৈকট্যও অর্জন করবে। সেই ব্যবস্থাটি কি? তা হলো রুজু ইলাল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন) বা সত্য-তওবা। (বলা হয়েছে) খোদার নাম হলো 'তাওয়াব' তিনি বার বার (বান্দার দিকে) প্রত্যাবর্তন করেন।

মোটকথা হল, মানুষ যখন গুনাহ্ করে, তখন আল্লাহ্ তা'লা থেকে দূরে সরে যায় এবং খোদা তা'লাও তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। কিন্তু যখন মানুষ প্রত্যাবর্তন করে, অর্থাৎ নিজের পাপের কারণে লজ্জিত হয়ে খোদা তা'লার দিকে বিনত হয়, তখন সেই সম্মানিত ও দয়ালু খোদার দয়া ও কৃপা উদ্বেলিত হয়ে উঠে, আর তখন তিনি তাঁর বান্দার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং তার দিকে ফিরে আসেন। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'লার নাম হলো 'তাওয়াব'। (তিনিও তওবা কবুল করে বান্দার দিকে ফিরে আসেন, তাই তার নাম 'তাওয়াব'।) তাই মানুষের উচিত নিজেদের প্রভুর দিকে ফিরে আসা, যেন তিনিও তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ফিরে আসেন।" (মালফুযাত, খন্ড: ০৪, পৃ: ১৪১-৪২, নব সংস্করণ)

তিনি (আ.) আবার বলেন, " নাজাত লাভের পদ্ধতি ইসলামসেটাই বর্ণনা করে যা প্রকৃতপক্ষে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আদি থেকে নির্ধারিত। আর তা হলো সত্য বিশ্বাস, নেক কর্ম এবং তাঁর সন্তুষ্টিতেই মগ্ন হয়ে তাঁর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করা, আর এই প্রচেষ্টায় রত থাকা, যেন তার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। কেননা সমস্ত আযাবই খোদা তা'লার কাছ থেকে দূরত্ব এবং ক্রোধের কারণেই সৃষ্ট হয়। সুতরাং যখন মানুষ সত্য তওবা এবং সত্য পদ্ধতি অবলম্বন করে, সত্য পদাংক অনুসরণ করে এবং সত্যিকারের একত্ববাদকে গ্রহণ করে খোদা তা'লার নিকটে চলে আসে এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করিয়ে নেয়, তখন সেই আযাবকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়।" (সৎ বচন, রূহানী খাযায়েন, খন্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ২৭৫)

অতঃপর খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জনের জন্য সার্বিকভাবে তিনি (আ.) নেক কর্মের দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন, "আমলে সালেহ বা নেক কর্ম অনেক বড় নেয়ামত। আল্লাহ্ তা'লা নেক কর্মের ফলে সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং এক-অদ্বিতীয় খোদার নৈকট্য অর্জিত হয়। কিন্তু যেমনিভাবে মদের সর্বশেষ ঢোকে নেশা ধরে, তেমনিভাবে নেক কর্মের বরকত তার সর্বশেষ

মঙ্গলের মধ্যেই নিহিত থাকে।

যে ব্যক্তি সর্বশেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে এবং নেক কর্মকে চরম উৎকর্ষতা প্রদান করতে পারে, সে ঐ সমস্ত কল্যাণের দ্বারা উপকৃত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি মধ্যম অবস্থায় সৎ কর্মকে পরিত্যাগ করে এবং সেটিকে তার প্রকৃত লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছায় না, সে ঐ সমস্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকে। (মাকতুবাতে আহমদ, খন্ড: ০১, পৃষ্ঠা: ৬০০)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "আমি তো এটি জানি, মু'মিনদেরকে পাক-পবিত্র করা হয় এবং তার মধ্যে ফেরেশতার গুণাবলী দৃশ্য হয়। যতই সে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, ততই সে খোদা তা'লার বাণী শ্রবণ করে এবং তাকে সান্তনা প্রদান করা হয়ে থাকে। এখন তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ হৃদয়ের চিন্তা কর, এই মর্যাদা কি তোমরা অর্জন করেছ? আমি সত্যই বলছি, তোমরা কেবল অন্ত:সার শূন্য নির্যাসেই সন্তুষ্ট হয়ে গেছ অথচ এটা কোন জিনিসই নয়। খোদা তা'লা সার বা মূল চান। সুতরাং যেমনিভাবে আমার কাজ হলো ইসলামের ওপর বাহ্যিক যে সকল আক্রমন হচ্ছে সেই সকল আক্রমন প্রতিরোধ করা, তেমনিভাবে আমার দায়িত্ব হলো মুসলমানদের মাঝে ইসলামের প্রকৃত তাৎপর্য ও প্রাণের সঞ্চার করা।" (মালফুযাত, খন্ড: ০৪, পৃষ্ঠা: ৫৬৫, নব সংস্করণ)

তিনি (আ.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন করার মাঝেই মানুষের সম্মান নিহিত, আর এটাই হলো সবচেয়ে বড় সম্পদ এবং নেয়ামত। যখন সে খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করে ফেলে, তখন আল্লাহ্ তা'লার সহস্র কল্যাণরাজি তার ওপর অবতীর্ণ হয়। আকাশ ও পৃথিবী উভয় থেকেই তার ওপর কল্যাণরাজি বর্ষিত হয়। রসুল করিম (সা.)-কে নির্মূল করার জন্য কুরাইশরা কতই না চেষ্টা করেছে। তারা একটি জাতি ছিল, আর রসুল (সা.) ছিলেন একা। দেখ, কারা সফল হয়েছে আর কারা ব্যর্থ হয়েছে। সাহায্য ও সমর্থন প্রাপ্তি খোদা তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্যতম বড় নিদর্শন।" (মালফুযাত, খন্ড: ০৫, পৃষ্ঠা: ১০৬, নব সংস্করণ)

হুযূর (আ.) বলেন, "খোদা তা'লার অভিশাপ হতে অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত থেকো, কেননা তিনি অতি পবিত্র এবং আত্মমর্যাদাভিমানী। পাপাচারী খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারে না, অহঙ্কারী তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে না, অত্যাচারী তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে না, বিশ্বাসঘাতক তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে না এবং যে ব্যক্তি তাঁর নামের সম্মান রক্ষা করতে ব্যগ্র নয়, সে তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে না। কুকুর, পিপীলিকা বা শকুনের মত যারা সংসারাসক্ত এবং সংসার-সম্ভোগে নিমগ্ন, তারা তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে না, প্রত্যেক অপবিত্র চক্ষু তাঁর থেকে দূরে। প্রত্যেক পাপাসক্ত মন তাঁর সম্বন্ধে অজ্ঞ। যে ব্যক্তি তার জন্য অগ্নিতে নিপতিত, তাকে অগ্নি হতে মুক্তি দেয়া হবে। যে তাঁর জন্য কাঁদে, সে হাসবে। যে তাঁর জন্য দুনিয়াকে বিসর্জন দেয়, সে তাঁকে লাভ করবে। তোমরা সত্যনিষ্ঠা, পূর্ণ-সততা ও তৎপরতার সাথে অগ্রসরমান হয়ে খোদা তা'লার বন্ধু হয়ে যাও, যেন তিনিও তোমাদের বন্ধু হয়ে যান। তোমরা নিজ অধীনস্থদের প্রতি, আপন স্ত্রীগণের ও গরীব ভাইদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, যেন আকাশে তিনিও তোমাদের ওপর দয়া প্রদর্শন করেন। তোমরা যথার্থই তাঁর হয়ে যাও, যেন তিনিও তোমাদের হয়ে যান।" (কিশতিয়ে নূহ, রুহানী খাযায়েন, খন্ড: ১৯, পৃ: ১৩)

নৈকট্যপ্রাপ্তগণের জন্য খোদা তা'লা কিরূপে আত্মাভিমান প্রদর্শন করেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের কিভাবে সমূলে ধ্বংস করেন সে সর্ম্পকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "যখন অপমান এবং কষ্টের বিষয়টি চরম সীমায় পৌঁছে যায়, যখন আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন হয়ে যায়, তখন তার জন্য আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে তাঁর আত্মাভিমান প্রদর্শন করেন? বলা হয়েছে, যখন এমতাবস্থার সৃষ্টি হয় যে, অপমান এবং কষ্টের বিষয়টি চরম সীমায় পৌঁছে এবং যে পরীক্ষা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে নির্ধারিত ছিল তা পূর্ণ হয়ে যায়, তখন খোদা তা'লার আত্মাভিমান তাঁর বন্ধুদের জন্য উদ্বেলিত হয়ে উঠে, খোদা তা'লা তাদের দিকে লক্ষ্য করেন এবং তাদেরকে মাযলুম বা অত্যাচারিত অবস্থায় পান এবং তিনি এটাও দেখেন যে, তাদেরকে অত্যাচার করা হয়েছে, গালি দেয়া হয়েছে, অন্যায়ভাবে কাফের সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং অত্যাচারীদের হাতে কষ্ট দেয়া হয়েছে, তখন তিনি তাদের জন্য দন্ডায়মান হন যেন তাদের জন্য তিনি তাঁর চিরাচরিত সুন্নত পূর্ণ করেন এবং নিজ দয়া প্রদর্শন করেন এবং তাঁর পূন্যবান বান্দাদেরকে সাহায্য করেন।

সুতরাং তিনি তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে খোদা তা'লার দিকে পরিপূর্ণরূপে মনোযোগ নিবদ্ধ করার এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁরই দিকে বিনীতভাবে কান্নাকাটি করার বিষয়টি ঢেলে দেন, আর এমনিভাবে তাঁর সুন্নত তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের ক্ষেত্রে অব্যাহত থাকে। অবশেষে সম্পদ এবং সাহায্য তাদের জন্য অবধারিত হয়ে যায়, আর খোদা তা'লা তাদের শত্রুদের বাঘ এবং চিতার খাদ্য বানিয়ে দেন। আর এমনিভাবে নিষ্ঠাবানদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত জারী আছে, তাদেরকে বিনষ্ট করা হয় না বরং কল্যাণমন্ডিত করা হয়, তাদেরকে নগন্য বানানো হয় না বরং বুর্যুগ বানানো হয়।" (হুজ্জাতুল্লাহ্, রুহানী খাযায়েন, খন্ড: ১২, পৃষ্ঠা: ১৯৮)

এতে কোন সন্দেহই নেই যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)–এর সাথেও খোদা তা'লার এরূপ ব্যবহারের দৃশ্য আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি শত্রুদেরকে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত করেছেন। একবার নয়, দুইবার নয় অসংখ্যবার, বিভিন্ন এলাকাতে, বিভিন্ন দেশে আহমদীয়াতের শত্রুদের লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং ধ্বংসের দৃশ্য আমরা অবলোকন করেছি। আজও আমরা এ-দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছি। আমি পুনরায় জামা'তের সদস্যদের এবং বিশেষভাবে পাকিস্তানের আহমদীদের দৃষ্টি আকর্ষন করছি, আহমদীয়াতের বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে খোদা তা'লার প্রতিশোধ চলবে এবং অবশ্যই চলবে, ইনশাআল্লাহ।

এ দৃশ্যের ছোট ছোট প্রদর্শন আমরা প্রতিনিয়তই দেখছি। কিন্তু যদি সামগ্রীকভাবে এই দৃশ্য আরও দেখতে হয়, তাহলে পাকিস্তানে অবস্থানকারী প্রত্যেক আহমদী এবং পাকিস্তানের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেক আহমদীকে খোদা তা'লার সাথে নৈকট্য এবং সর্ম্পক বৃদ্ধি করা আবশ্যক। পার্থিবতাকে পিছনে ফেলে খোদা তা'লার নৈকট্যের দিকে অগ্রসর হোন এবং এটিকে বৃদ্ধি করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে, যেন এ দৃশ্য আমরা অতি দ্রুত দেখতে পারি। সার্বিকভাবে পৃথিবীর সকল আহমদীকে এই দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন, যেন পৃথিবীতে শয়তানের রাজত্ব অতি দ্রুত সমাপ্ত হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্তগণের রাজত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই সকল দোয়া করার তৌফিক দান করুন এবং সেই সকল লোকদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হবার তৌফিক দান করুন, যারা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত।

ভাষান্তর: জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ।

জুমুআর খুতবা

নিষ্ঠাবান সেবক ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী-
মওলানা মাহমুদ আহমদ বাঙ্গালী সাহেবের তিরোধানে স্মৃতিচারণ

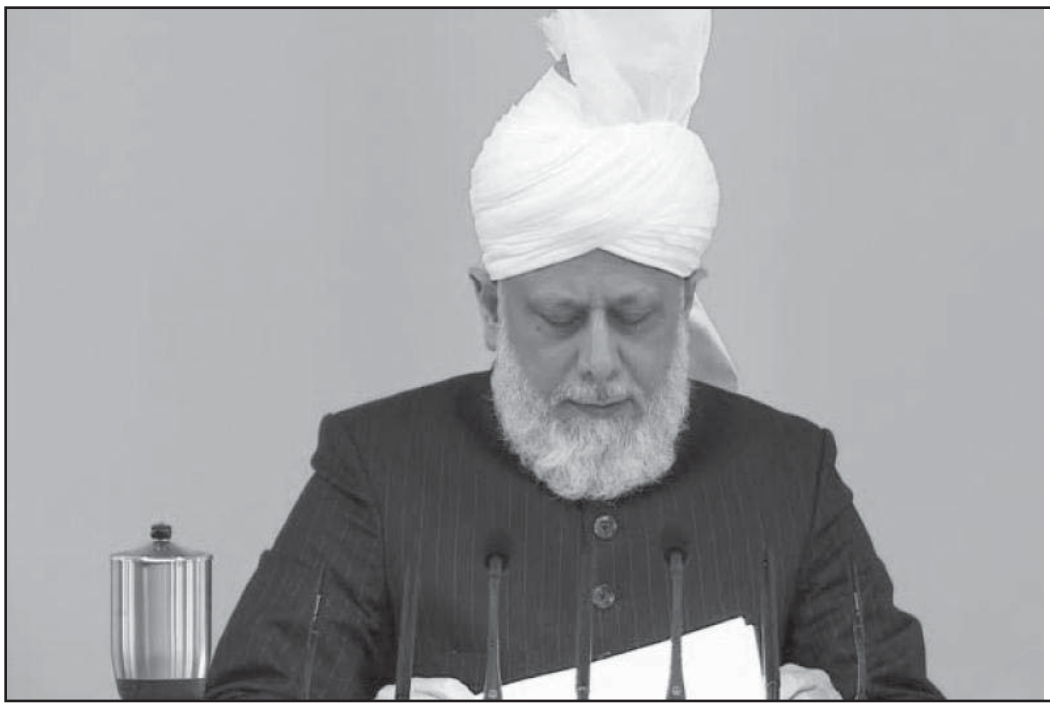

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক

বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২৫ এপ্রিল, ২০১৪-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

এখন আমি অতি প্রিয় এক ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করব, যিনি বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি জামা'তের অত্যন্ত আত্মনিবেদিত সেবক ছিলেন। দুই দিন পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন***।

প্রত্যেক মানুষই একদিন এ জগত ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু সে ব্যক্তি কতই সৌভাগ্যবান, যিনি তার জীবন আল্লাহ্ তালার সন্তুষ্টির নিমিত্তে অতিবাহিত করার চেষ্টা করেন। যখন কোন অঙ্গীকার করেন, তখন সে অঙ্গীকারকে পূর্ণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। ধর্মের সেবার পাশাপাশি মানবতার সেবায় সর্বদা রত থাকেন। ফলে তিনি ঐ লোকদের মধ্যে গণ্য হন, যাদের প্রশংসা জগদ্বাসী করে। আর এ কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)এর বক্তব্য অনুসারে জান্নাত এমন লোকদের জন্য অবধারিত হয়ে যায়। জামা'তের ঐ সেবক, যুগ খলীফার সুলতানে নাসির (সাহায্যকারী) আর খেলাফতের জন্য অত্যন্ত আত্মাভিমান প্রদর্শনকারী, আমাদের এই প্রিয় ভাই মোকাররম মাহমুদ আহমদ শাহেদ সাহেব, যিনি পাকিস্তানে অধিকাংশ লোকের কাছে মাহমুদ বাঙ্গালী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বর্তমানে তিনি অষ্ট্রেলিয়া জামাতের আমীর ছিলেন। ২৩ এপ্রিল রোজ বুধবার তিনি ইন্তেকাল করেন– ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।***

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর এক আত্মীয়ের প্রথম চিঠি আমার কাছে এসেছে। তিনি লিখেছেন, তিনি খিলাফতের জন্য অত্যন্ত নিবেদিত-প্রাণ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদেরকেও এমনই বানান। আমি তাকে এই উত্তরই দিয়েছি, তিনি হৃদ-স্পন্দনের ন্যায় চলাফেরা করতেন। তার হৃদয়ে কখনো এরকম চিন্তার উদ্রেক হতো না- এই নির্দেশ কেন দেয়া হলো? আর এভাবে কেন হলো? তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যদি কোন বিষয় বলা হতো, তারপরও তিনি তাৎক্ষনিক সেটার ওপর আমল করতেন।

আমি তাঁর অসুস্থতা এবং মৃত্যুর বিষয়টা কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা করছি।

২২ এপ্রিল সিডনীর মিশন হাউজে আসরের নামায পড়ার জন্য মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কিছুটা পথ অতিক্রমের পর ঘরে ফিরে আসেন। তিনি অসুস্থতা

বোধ করছিলেন। ঘরে পৌঁছেই তিনি ব্রেন হেমারেজের শিকার হন। তিনি পূর্ব থেকেই ডাইবেটিস ও ব্লাড প্রেশারের রোগী ছিলেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ভেন্টিলেটরে তাকে রাখা হয়। ডাক্তারদের মতামত ছিল তার ব্রেইনের যে অংশে হেমারেজ হয়েছে, এরপর জীবন ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমি তাদেরকে বলেছিলাম ২৪ ঘন্টা চেষ্টা করে দেখুন। এর চেয়ে বেশি নয়। ২৪ ঘন্টা পর যখন এই মেশিন খুলে ফেলা হয় তখন দুই মিনিটের মধ্যেই তিনি আল্লাহ্ তা'লার সমীপে গিয়ে মিলিত হন।

তার পরিচিতি হলো অনেকটা এমন। মাহমুদ আহমদ সাহেব ১৮ নভেম্বর ১৯৪৮ সালে বাংলাদেশের চাঁদপুর জেলার চরদুখিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মৌলানা আবুল খায়ের মোহাম্মদ মহিবুল্লাহ্, মাতা জেয়বুন্নেসা। তাঁর পিতা আবুল খায়ের মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ সাহেব ১৯৪৩ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। প্রথমে তাঁর নাম আবুল খায়ের মোহাম্মদ ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর সাথে মহিবুল্লাহ্ নাম সংযুক্ত করেন। তিনি তাঁর এলাকার সর্বপ্রথম আহমদী ছিলেন। তিনি একজন বড় মাপের আলেম ছিলেন। তবলীগের প্রতিও তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। তবলীগ করে তিনি তাঁর পিতা খাজা আব্দুল মান্নান সাহেব অর্থাৎ মাহমুদ আহমদ সাহেবের দাদাকেও আহমদী বানিয়ে ছিলেন। তিনি এক সময় শাহারানপুর ইউপিতে পড়ার জন্য গিয়েছিলেন। তখনই তিনি আহমদীয়াতের বিষয়টি জানতে পেরেছিলেন।

এটা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগের কথা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন দিল্লী এসেছিলেন, তখন তাঁর দাদারও ইচ্ছা হয়েছিল মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের। কিন্তু যাদের তত্ত্বাবধানে তিনি পড়াশুনা করছিলেন, তারা তাকে মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেয়নি। পরে যখন তিনি আহমদী হয়েছিলেন, তখন তিনি বলতেন, লোকেরা আমাকে এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত রাখার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই নেয়ামত প্রদান করেছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর তাহরীকে মোকাররম মাহমুদ আহমদ শাহেদ সাহেবকে তাঁর পিতা ১৯৫৪ সালে সন্তান উৎসর্গের অধিনে উৎসর্গ করেন। মাহমুদ আহমদ শাহেদ সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা তার দেশেই অর্জন করেন। এরপর ১৯৬২ সালে ছোট বয়সেই জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়াতে ভর্তি হন আর ১৯৭৪ সালে শাহেদ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৭৭ সালে জামাতে আহমদীয়া বাংলাদেশের আমীর মরহুম মৌলবী মোহাম্মদ সাহেবের মেয়ে হাজেরা সাহেবার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার তিন মেয়ে এক ছেলে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সবাই বিবাহিত এবং জামাতের সেবায়ও অগ্রগণ্য রয়েছেন।

"সে ব্যক্তি কতই সৌভাগ্যবান, যিনি তার জীবন আল্লাহ্ তালার সন্তুষ্টির নিমিত্তে অতিবাহিত করার চেষ্টা করেন। যখন কোন অঙ্গীকার করেন, তখন সে অঙ্গীকারকে পূর্ণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। ধর্মের সেবার পাশাপাশি মানবতার সেবায় সর্বদা রত থাকেন। ফলে তিনি ঐ লোকদের মধ্যে গণ্য হন, যাদের প্রশংসা জগদ্বাসী করে। আর এ কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)এর বক্তব্য অনুসারে জান্নাত এমন লোকদের জন্য অবধারিত হয়ে যায়।"

প্রাথমিক যুগের কিছু বিষয় মাহমুদ আহমদ সাহেব নিজেই তার জামাতাকে নোট করিয়েছিলেন। কি ঘটনা তখন ঘটেছিল? তিনি বলছেন, শিক্ষানবিস থাকা কালে একবার জামেয়াতে ফুটবল খেলার সময় তিনি হাটুতে খুবই ব্যথা পান এবং খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে ফেরত চলে আসেন। রাবওয়ার আবহাওয়াও ঐ সময় খুবই বৈরী ছিল। সুযোগ-সুবিধাও ছিল না। পানি লবনাক্ত ছিল আর মিষ্টি পানিও সহজলভ্য ছিল না। অধিকাংশ সময়ই তাঁর পেটের পীড়া লেগে থাকতো। পিতামাতাও দূরে ছিলেন। ছোট ছিলেন। আঘাতও পেয়েছিলেন। অপরদিকে পিতামাতার কথা স্মরণ হচ্ছিল। তাই তিনি বাংলাদেশে ফেরত চলে আসেন। ঐ সময় এটা পূর্ব পাকিস্তান ছিল। দ্বিতীয়বার রাবওয়াতে ফিরে আসার তাঁর কোন ধরণের চেষ্টাও ছিল না, কোন ইচ্ছাও ছিল না । কিন্তু তিনি বলছেন, সৈয়দ দাউদ আহমদ সাহেব, যিনি ঐ যুগে জামেয়ার প্রিন্সিপাল ছিলেন, তিনি বার বার চিঠি লিখছিলেন আর চেষ্টা করছিলেন আমি যেন দ্বিতীয়বার জামেয়াতে ফিরে আসি। আর এই কারণে আমি আবার ফেরত চলে আসি।

তিনি বলছেন, আমার পিতার দোয়ারও গভীর প্রভাব আমার জীবনের ওপর পড়ে ছিল। রাবওয়াতে আমি যখন ছিলাম, তখন আমি আমার পিতাকে লিখেছি যে রাবওয়ার আবহাওয়া খুবই বৈরী, পানি নেই, গরম অনেক বেশি, খাওয়া দাওয়া খুবই কষ্টের, ইত্যাদি ইত্যাদি। এর উত্তরে তার পিতা মোকাররম মহিবুল্লাহ্ সাহেব লিখেন, মক্কাতেও খুবই কষ্টকর অবস্থা ছিল আর সূরা ইব্রাহিমের আয়াত "রাব্বানা ইন্নি আসকানতু মিন যুররিয়াতি বে ওয়াদিন গায়রিযি যাউযিন"-এর উদ্বৃতি দিয়ে তিনি তাকে উপদেশ দেন আর লিখেন, আল্লাহ্‌র খলীফা যে শহর আবাদ করেছেন, সেখানে যদি থাকতে না পার, তাহলে পিতার সাথে সর্ম্পকই মূল্যহীন। তিনি বলছেন, এরপর আমার জীবনে খুবই পরিবর্তন সাধিত হয়, খুবই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে।

রাওয়ালপিন্ডির মোকাররম এডভোকেট মজিবুর রহমান সাহেব বলছেন, তিনি জামা'তের অত্যন্ত নীরব কর্মী ছিলেন। সারাটা জীবন অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। আর খেদমতে থাকা অবস্থাতেই আল্লাহ্ তা'লার সমীপে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

তাকে খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) সদর খোদ্দাম বানিয়েছেন। আর এরপর তার সাংগঠনিক দক্ষতাও প্রকাশিত হয়েছে।

মুজিবুর রহমান সাহেব বলেন, তার পিতা মৌলনা মুহিবুল্লাহ সাহেবের মোবাল্লেগ হিসেবে বাংলাদেশে নিয়োগ হয়। তিনি তার প্রথম ছেলেকে ওয়াক্‌ফ করেন। আর মাহমুদ আহমদ সাহেবও খুব ছোট ছিলেন। তখন তাকে রাবওয়াতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। অপরিচিত পরিবেশে শুরুতে তিনি প্রায়ই উদাস থাকতেন। তার পিতাও খুবই অস্থির ছিলেন। আর মুজিবুর রহমান সাহেব মাহমুদ সাহেবের মামা হন। তিনি বলছেন, আমাকে অধিকাংশ সময়ই লিখতেন, মাহমুদকে দুশ্চিন্তা করতে দিও না। সে যেন পড়াশুনা চালিয়ে যায়। সে যেন জামেয়ার কোর্স সম্পন্ন করে। এটা প্রথম দিকের কথা। খুব অল্প সময়েই মাহমুদ সাহেবের পূর্ব অবস্থা বদলে যায়। আর রাবওয়ার পরিবেশে মিশে যান। গরমের ছুটির সময় দাউদ আহমদ সাহেব তাকে রাওয়ালপিন্ডিতে মজিবুর রহমান সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

মুজিবুর রহমান সাহেব আরও লিখেন, আর তিনি খুব যথার্থই লিখেছেন, স্নেহাস্পদ মরহুমের চরিত্রে সাদাসিধে, সহজসরল জীবন যাপন ও নিষ্ঠা এতটাই ছিল, এতেটাই সুন্দর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মিশুক প্রকৃতির ছিলেন যে, জামাতের বাচ্চা ও মহিলারাও তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। সর্বদাই তাকে স্মরণ করতেন। মাহমুদ সাহেব তার ভাইদের সাথে অত্যন্ত ভালবাসার সর্ম্পক রাখতেন। তার গরীব আত্মীয়-স্বজনকে নীরবে নিভৃতে সাহায্য করতেন। বাংলাদেশ জামা'তে তার কিছু টাকা আমানত ফান্ডে রাখা ছিল। যেটা থেকে তিনি তার মায়ের লাগাতার সেবার কাজে ব্যবহার করতেন। তার সব আত্মীয় স্বজন এটাই বলছেন যে, তাদের সাথে তার অনেক ভালবাসার সর্ম্পক ছিল।

যখন তিনি সদর হন। (এটা তিনি তার জামাতাকে নিজেই নোট করিয়ে ছিলেন) তিনি বলছেন, ১৯৭৯ সালে খোদ্দামুল আহমদীয়ার শূরাতে তিনি সদর নির্বাচন হয়। ভোটের দিক থেকে তিনি পঞ্চম অবস্থানে ছিলেন। নির্বাচনের পর ফজরের নামাযের সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে বললেন, খুব বেশি করে ইস্তেগফার ও দরুদ পড়। আর পরের দিন অথবা ঐ দিন সন্ধ্যার সময় খলীফাতুল মসীহ্ সালেস তাকে সদর হিসেবে সদয় অনুমোদন দেন।

আমেরিকার মোবাল্লেগ সিলসিলাহ্ এনামুল হক কাওসার সাহেব লিখেন, জামেয়ার নাসের হোস্টেলেই তার সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিনি হোস্টেলের যয়ীম ছিলেন, আর আমি ছিলাম মোতামাদ। তিনি বলেন, পরে মেস কমিটির সদস্য হন, আর পরবর্তীতে সদর হন। তিনি জামেয়াতে নায়েব রইসুল জামেয়াও নির্বাচিত হন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে সদর নির্বাচিত করেছিলেন। আর যখন এর ঘোষণা হলো, তখন আমি মাহমুদ সাহেবের নিকটেই দাঁড়ানো ছিলাম। আমি সামনে অগ্রসর হয়ে কোলাকুলি করতে চাইলাম। তিনি বললেন, সরে যাও। তিনি বাংলা এবং উর্দূ মিশ্রিত করে জিজ্ঞেস করলেন, আমার নাম কি ঘোষণা হয়েছে? তো আমি বললাম, হ্যাঁ। তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। তিনি খুশি হওয়ার পরিবর্তে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু খুব দ্রুত নিজেকে সামলে নিলেন। এরপর তিনি কোলাকুলি করলেন।

খালিদ সাইফুল্লাহ্ সাহেব অষ্ট্রেলিয়ার ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে রয়েছেন। তিনি বলেন, একবার মাহমুদ বাঙালী সাহেব নিজেই আমাকে সদর হওয়ার ঘটনা বলেছেন।

১৯৭৯ সালে যখন খোদ্দামুল আহমদীয়ার আন্তর্জাতিক সদর এর নির্বাচন হয়, তখন তিনি ভোটের সংখ্যার দিক থেকে পঞ্চম অবস্থানে ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তার প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। হুযূর তাকে ডেকে বললেন, আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেক এস্তেগফার কর। তিনি বলছেন, আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। জানি না, আমার দ্বারা কোন ভুল হয়ে গেছে কি-না। হুযূর (রাহে.) যখন আমাকে পঞ্চম অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও সদর নির্বাচিত করেন, তখন আমি বুঝলাম, হুযুর আমাকে বিনয়ী হওয়ার পদ্ধতি শিখানোর জন্য এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। এর মধ্যে কর্মকর্তাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। যারা নির্বাচিত হয়, তারা যেন অনেক বেশি এস্তেগফার ও দরুদ শরীফ পড়েন, যাতে বিনয় সর্বদা অটুট থাকে, আর আল্লাহ্ তা'লা যথাযথভাবে খেদমত করার তৌফিক দান করেন।

মাহমুদ মুজিব সাহেব ইঞ্জিনিয়ার, তিনি এ বিষয়ে বলেন, মাহমুদ বাঙালী সাহেব অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং খেলাফতের প্রেমিক ছিলেন। তিনি বলছেন, খলিফাতুল মসীহ সালেস সম্ভবত (তার সাল স্মরণ নেই। তিনি 'সম্ভবত' লিখেছেন, আর সঠিকই লিখেছেন।) ৮০/৮১ সালের দিকে সমস্ত সদর অর্থাৎ ১৯৬০ এর পরে যারা সদর হয়েছেন, তাদের উল্লেখ করেন। এরপর মাহমুদ বাঙালী সাহেবের প্রশংসা করে বলেন, আনুগত্য ও দোয়া নেয়ার ক্ষেত্রে সবার চেয়ে তিনি অগ্রগামী ছিলেন। আর সেখানে খলীফাতুল মসীহ্ সালেস এটাও বলেছেন, আমি তাকে পঞ্চম অবস্থান থেকে সদর বানিয়েছি। এর মাধ্যমে আমি জামা'তকে একটি শিক্ষা দিতে চেয়েছি, খেলাফতের যে মনোনোয়ন এটাই সর্বোত্তম হয়ে থাকে। তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়ার দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে অনেক বই লেখেছেন।

১৯৮১ সালে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা হচ্ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.), যিনি তাকে এই খেদমতের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন, তিনি বলেন, 'বরকত সেই ব্যক্তিই লাভ করে, যে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে খেলাফতের অনুসরণ করে। কেননা, সমস্ত বরকত খেলাফতের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত। এটা ছাড়া কেউ কবুলিয়্যতের মর্যাদা লাভ করতে পারে না।'

তিনি আরও বলেন, গত বছর সদরের যে নির্বাচন হয়, তাতে ভোটের দিক থেকে মাহমুদ আহমদ সাহেব পঞ্চম অবস্থানে ছিলেন, আমি জামা'তকে এই শিক্ষা দিতে চাই যে, যে চারজন ভোট বেশি পেয়েছিলেন, তাদের কাজের বরকত তাদের ভোটের কারণে হবে না। বরং যেব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে একনিষ্ঠ হয়ে খিলাফতের আনুগত্য করবে, সে-ই বরকত লাভ করবে। তাই পঞ্চম অবস্থান থেকে মাহমুদ আহমদ বাঙালী সাহেবকে আমি সদর নির্বাচিত করেছি। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান লোক। আল্লাহ্ তা'লা তার নিষ্ঠায় উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুন। অনেক বড় কাজ তিনি করেছেন। অনেক দোয়া তিনি নিয়েছেন। এরপর হুযূর (রাহে.) ১৯৬০ সাল থেকে নিয়ে ঐ সময় পর্যন্ত যেসব ব্যক্তি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর হয়েছিলেন, তাদের সবার সময়কার ইজতেমার মজলিস সমূহের উপস্থিতির

"আল্লাহ্‌র খলীফা যে শহর আবাদ করেছেন, সেখানে যদি থাকতে না পার, তাহলে পিতার সাথে সর্ম্পকই মূল্যহীন।"

পরিসংখ্যান তুলে ধরেন, যাতে মধ্যবর্তী একটি সময়ের অবনতি ছাড়া বাকি সময়ের উন্নতির কথা উল্লেখ করে বলেন- আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে, সফলতা ভোট লাভের ফলে অর্জন হয় না, বরং যুগ-খলীফার দোয়া লাভের ফলশ্রুতিতে হয়। গত বছর ভোটের দিক থেকে পঞ্চম স্থান অবস্থানকারী ব্যক্তিকে সদর বানানো হয়েছিল, আর প্রথম বছর ৭৭১টি মজলিস উপস্থিত ছিল। আর দ্বিতীয় বছর ৮১৮টি মজলিস (এখন পর্যন্ত রির্পোট অনুযায়ী) অংশগ্রহণ করেছে। (মাশআলে রাহ্, খন্ড-২য়, পৃ-৫৭১-৫৭৩)

মাহমুদ আহমদ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া মরকযিয়ার সদর ছিলেন। ঐ সময় কেন্দ্রের অধীনে সমগ্র বিশ্বের একজনই সদর হতেন। আর বাকী বিশ্বের কোন সদর ছিল না। বরং তাদেরকে কায়েদ বলা হতো। আর তার যুগেই এটার পরিসমাপ্তি হয়েছে। তিনি সর্বশেষ সদর ছিলেন, যিনি খোদ্দামুল আহমদীয়ার আন্তর্জাতিক সদর ছিলেন। তার যুগের পরিসমাপ্তির পর তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)এর সমীপে অত্যন্ত বিনীত ভাষায় একটি চিঠি প্রেরণ করেন। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) উত্তরে লিখেন, আপনি অযথাই লজ্জিত হচ্ছেন। লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ নেই। মাশাআল্লাহ্! আপনি অনেক ভাল কাজ করেছেন। অত্যন্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও অত্যন্ত সাহসিকতা ও প্রজ্ঞার সাথে আপনি কাজ করেছেন। আল্লাহ্ এটাকে মোবারকমন্ডিত করুন। এজন্যই তো আপনি আনসারুল্লাহ্‌য় পর্দাপন করা সত্ত্বেও সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। (তাকে এক বছরের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছিল।) আপনি যদি অযোগ্য হতেন, তো কখনো এমনটা করা হতো না। আর ভবিষ্যতেও আল্লাহ্ আপনাকে নিঃস্বার্থ সেবক বানিয়ে রাখুন, আর সর্বোত্তম সেবা করার তৌফিক দান করুন। (মকতুব ১৫ নভেম্বর ১৯৮৯ ইং)

তিনি (রাবে রাহে.) আরও লিখেন, আপনি বন্দীদের এবং তাদের পরিবার পরিজনদের কল্যাণের জন্য অনেক কাজ করেছেন। আর এ বিষয়ে নিয়মিত রির্পোট যেত। আর এ রিপোর্টের ভিত্তিতে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর ঘোষণা ছিল- "বন্দী এবং তাদের পরিবার-পরিজনদের ব্যাপারে আপনার প্রেরণকৃত রির্পোট থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মাশাআল্লাহ্ আপনি অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও পরিশ্রমের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা এর উত্তম ফলাফল দান করুন।"

আর সত্যিকার অর্থেই তিনি ঐ যুগে বন্দীদের অনেক বড় সেবা করেছেন। আবার এক রিপোর্টের উত্তরে লিখেছেন, "বন্দীদের সেবার ব্যাপারে আপনার চেষ্টা প্রচেষ্টায় আমি খুবই খুশি হয়েছি।" ৮৪ সালে যে অর্ডিন্যান্স (আইন) জারি করা হয়েছিল, এটা এর প্রাথমিক যুগ ছিল। আর শত শত লোককে কলেমা পড়ার অপরাধে বন্দী করে জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আর ঐ যুগে খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং সদর খোদ্দামুল আহমদীয়া অনেক বড় কাজ করেছেন। তিনি বলেন, "বন্দীদের সেবার ক্ষেত্রে আপনার কাজে আমি খুবই খুশি হয়েছি, অনেক সূচারুরূপে কাজ করেছেন।" (মকতুব ১২ মে ১৯৮৮ ইং)

আমি যেভাবে চেয়েছিলাম ঠিক সেভাবেই কাজ করেছেন। খোদ্দামূল আহমদীয়াতে তিনি উল্লেখযোগ্য সেবা করেছেন। তাঁর যুগে খোদ্দামুল আহমদীয়া কয়েকটি বিভাগে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। আপনি বন্দীদের ও তাদের আত্মীয়স্বজনদের কল্যাণের জন্য আসিরান ট্রাস্ট গঠন করেছেন, যার তত্তাবধানে তাদের প্রয়োজন পুরা করা ও তাদের সাহায্য দেয়ার চেষ্টা করা হতো।এভাবে শত বর্ষের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের সময়েও মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার পক্ষ থেকে মানবতার সেবার জন্য একটি এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করা হয়। বুয়ুতুল হামদ সোসাইটির সূচনাতে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া অনেক বড় অনুদান প্রদান করে, যার কর্ণধার ছিলেন মোকাররম মাহমুদ আহমদ সাহেব। এছাড়া খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্মচারীদের কোয়াটার নির্মানের জন্যও জমি ক্রয় করেন। যাতে তার ব্যক্তিগত আগ্রহেরও বহিঃপ্রকাশ ছিল।

এছাড়া কুরআন তরজমা ফান্ডেও মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া মরকাযিয়া বড় ধরণের অনুদান দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। তিনি পাকিস্তানের বাইরে খোদ্দামুল আহমদীয়া সংগঠনের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন দেশ সফর করেন। আর এই ব্যাপক সফর ১১ জুন থেকে ১১ অক্টোবর ১৯৮৭ সালে সম্পন্ন হয়। এটা তাঁর মহাদেশ-ভিত্তিক সফর ছিল, এতে তিনি ইউরোপ, আমেরিকা, পশ্চিম আফ্রিকার ১১ টি দেশ, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, জার্মানী, ইংল্যান্ড, গাম্বিয়া, সেনেগাল, সিয়েরালিওন, লাইবেরিয়া, আইভেরিকোষ্ট প্রভৃতি দেশ সফর করেন। কোন সদর খোদ্দামের এসব দেশে এটাই প্রথম সফর ছিল। ১৯৮৯ সালে তিনি ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর সফর করেন। তার যুগেই খোদ্দামুল আহমদীয়ার গেষ্ট-হাউসের উপরতলার কাজ সম্পন্ন হয়। এরপর খোদ্দামুল আহমদীয়ার মাহমুদ হল, যা আইওয়ানে মাহমুদ নামে পরিচিত, এতে একবার আগুন লেগে যায়, তখন তিনি কোন ধরণের আর্থিক তাহরীক ছাড়াই এর মেরামত ও সাজসজ্জার কাজ করেন। তার যুগেই খোদ্দামুল আহমদীয়া হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নির্বাচনের সময় সেবা করার তৌফিক লাভ করে। এরপর খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর হিজরতের প্রাক্কালে অতি নাজুক পরিস্থিতিতেও খোদ্দামুল আহমদীয়া সেবা করার তৌফিক লাভ করে। তারা ডিউটি দিয়েছে, এমনকি তিনি সাথেও গিয়েছেন। তার যুগকে আল্লাহ্ তা'লা কয়েকটি ঐতিহাসিক সম্মানও দান করেছেন। হিজরি ক্যালেন্ডারের দিক থেকে চৌদ্দ ও পনের দুই শতাব্দী এবং একইভাবে জামা'তের প্রথম ও দ্বিতীয় দুই শতাব্দীতেই তিনি সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। তার দায়িত্বকালেই খোদ্দামুল আহমদীয়া তাদের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদযাপন করে একান্ন বছরে পর্দাপন করে।

সুলতান মোবাশ্বের সাহেব, যিনি খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইতিহাস লিখছেন, তিনি

বলছেন, মাহমুদ সাহেব বলতেন, যখন আমাকে সদর খোদ্দামুল আহমদীয়া বানানো হয়, তখন দুই তিন দিন অতিবাহিত হবার পর আমি খুবই ভয় পেয়ে যাই। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে)এর পায়ে বসে অনেকক্ষণ কাঁদি, আর আমি আমার নিজের ভঙ্গিমায় বলি- (স্ত্রী ও পুংলিঙ্গের পার্থক্য তার থাকতো না।) আমার দ্বারা এই কাজ করা সম্ভব হবে না। এতে হুযুর অত্যন্ত স্নেহের সাথে বলেন, যুগ-খলীফা যখন সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি দোয়া করে সিদ্ধান্ত নেন। আর এটা পরিবর্তন করা হয় না। আমার দোয়া তোমার সাথে আছে। যখনই সমস্যায় পড়বে, আমার কাছে এসে যাবে।

আর তিনি বলছেন, এরপর আমি খলীফাগণের দোয়া সর্বদাই আমার ক্ষেত্রে পেয়েছি। খোদ্দামের সাথে তার সরাসরি যোগাযোগ ছিল। তিনি বলছেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন দপ্তরে কম বসবে। খোদ্দামদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখবে। মাহমুদ সাহেব সাধারণত দপ্তরে বসার পরিবর্তে সন্ধ্যার সময় বাইরে চেয়ার নিয়ে বসে যেতেন। কেননা সেখানে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সব নিয়মিত দপ্তর ছিল আর সব ধরণের খোদ্দামেরই সেখানে আনাগোনা ছিল। আর আইয়ানে মাহমুদে আগতদের সাথেও তার সরাসরি যোগাযোগ ছিল। নিঃসংকোচে খোদ্দামের খোঁজখবর নিতেন, তাদের সাথে মিশতেন। এর ফলে খোদ্দামের সাথে তার একটি সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাদের সব সুখে দুঃখে তিনি শরীক হতেন।

ডাক্তার মোবাশ্বের সাহেব লিখেন, একদিন আমরা দপ্তরে বসে কাজ করছিলাম। অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। তো মাহমুদ সাহেব বললেন, কোন খাবার থাকলে নিয়ে আস। তিনি বলছেন, আমি গেষ্ট হাউসে গেলাম । গেষ্ট হাউসে কর্মকর্তাদের জন্য যে খাবার আসে, তা শেষ হয়ে যায়। কয়েকটি রুটির টুকরো পড়ে ছিল। আমি খালি হাতে ফেরত আসলাম আর বললাম কিছুই নেই, শুধুমাত্র কয়েকটি টুকরো পড়ে আছে। তিনি বললেন, এটাও তবারক, এগুলোই নিয়ে আস। অতএব ঐ টুকরোগুলোই তিনি খেলেন। কোন ব্যবস্থাপককে অথবা গেষ্ট হাউসের সেবককে কোন কিছুই বললেন না- আমার জন্য কেন খাবার রাখা হলো না।

“বরকত সেই ব্যক্তিই লাভ করে, যে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে খেলাফতের অনুসরণ করে। কেননা, সমস্ত বরকত খেলাফতের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত। এটা ছাড়া কেউ কবুলিয়্যতের মর্যাদা লাভ করতে পারে না।”

বিশেষভাবে ঐ সময় ছিল রাত আর তিনি ঐ সময়ে ডাইবেটিসে আক্রান্ত ছিলেন, আর ডায়াবেটিসের রোগীদের অনেক বেশি ক্ষুধা লাগে। কিন্তু তিনি এটা প্রকাশ করেন নি। এভাবে মোতামাদ সাহেব এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের ঘর খোদ্দামুল আহমদীয়ার সীমানার মধ্যেই ছিল। তাদেরকেও তিনি কোন কিছু বলেননি।

ডাক্তার সাহেব আরো লিখছেন, খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইতিহাস লেখার জন্য তাঁকেই মনোনীত করেন আর অনেক সাহস দেন। তাঁর ভাষাতে বাংলার মিশ্রন ছিল, যেটা তাঁর লেখার মধ্যেও চলে আসতো। চিঠি প্রায়ই আমাকে দিয়ে লিখাতেন। ২০১০ সালে যখন তিনি লন্ডন জলসায় আসেন, তখন কিছু চিঠি ও রির্পোট আমাকে দিয়ে লেখিয়েছেন। (ডাক্তার সাহেব তখন এখানে এসেছিলেন।)

অনেক সময় তাঁর ভাষায় বাংলা মিশ্রনের কারণে অনেকেই খুব হাসি-তামাসা করতেন। কিন্তু তিনি কখনোই এই হাসি-তামাসাকে মন্দ মনে করতেন না। তিনি আবার লিখছেন, সবচেয়ে প্রনিধানযোগ্য যে বিষয়টি খাকসার তার কাছ থেকে শিখেছি- সেটি ছিল যুগ-খলীফার এতায়াত এবং অর্পিত দায়িত্ব পালনের বিষয়ে নিজের সমস্ত যোগ্যতাকে উজাড় করে দিয়ে কাজ করা। তিনি খলীফার সাহায্যকারী ছিলেন। তিনি খলীফার নির্ভরযোগ্য সহযোগী ছিলেন। যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে যদি কখনো কোন ধরণের বিষয়ে কোন জবাবদিহি করা হতো, তো তিনি সহজ সরল কথা বলতেন। আর এক্ষেত্রে তিনি কখনোই সাহস হারাতেন না। এটা কখনোই ভাবতেন না, হুযুর অসন্তুষ্ট হবেন। বরং সর্বদা সংশোধনের দিকে মনোযোগী থাকতেন। আর ভবিষ্যতের জন্যও খলীফার কাছ থেকে দিকনির্দেশনা নিতেন। দোয়া করতেন আর দোয়ার জন্যও আবেদন করতেন।

ফিরোজ আলম সাহেব লিখছেন, আমার সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক হয় ১৯৮২ সালে, যখন আমি জামেয়াতে যাই। আমি অনভিজ্ঞ এক নতুন আহমদী ছিলাম। কিন্তু তিনি অনেক ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমার প্রতি সব সময় ভালবাসার দৃষ্টি রাখতেন। ঈদ ও অন্যান্য সময় ঘরে ডেকে নিয়ে যেতেন, তোহফা দিতেন। বিদেশ অবস্থানের কারণে যে ব্যথা ছিল, সেটি তিনি দূর করার চেষ্টা করতেন।

এভাবে আব্দুল আউয়াল সাহেবও এই বৈশিষ্ট্যর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, তিনি খিলাফতের অতি নিকটজন ছিলেন। আর খলীফার জন্য নিবেদিত-প্রাণ ছিলেন, নিরব-কর্মী ছিলেন। অন্যদের ভাল গুণাবলীর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি বাআমল বুযুর্গ ছিলেন। আমার মতো ছোট বাচ্চাকেও তিনি সাহস যোগাতেন। আমি যখন মেট্রিক সম্পন্ন করে জামেয়াতে যাই, তখন আমার বয়স ছিলো ১৬ বছর। তখন আমি দেখেছি, তিনি দূরে থেকেও নিজ দেশের অবস্থার খোঁজ-খবর নিতেন আর খুবই মূল্যবান পরামর্শ ও দোয়া দিতেন।

গত বছর আমি তাকে বাংলাদেশের জলসায় প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছিলাম। তিনি (আউয়াল সাহেব) বলছেন, সেখানেও তিনি অনেক আনন্দিত ছিলেন এবং বারবার আমাদেরকে সাহস যোগাচ্ছিলেন।

খালিদ সাইফুল্লাহ্ সাহেব বলেন, আমীর সাহেব বলতেন, যখন আমি পড়ার জন্য রাবওয়াতে যাই, তখন আমার সাথে আরও অনেক ছেলে ছিল। আমরা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য যাই। তখন হুযুর খাটে শোয়া ছিলেন।

আমরা পাশেই মাটিতে বসা ছিলাম। হুযুর আমাদেরকে ওয়াক্‌ফের গুরুত্ব ও কুরবানীর বিষয়ে বলেন। আর হুযুরের এক হাত আমার ওপরে রাখেন কেননা আমি হুযুরের সবচেয়ে নিকটে ছিলাম। এটা আল্লাহ্ তা'লার হিকমত। বাকী সব ছেলে খাবার দাবার এবং অন্যান্য অসুবিধা সহ্য করতে না পেরে চলে যায়, আর শুধু আমি সেখানে নিজের শিক্ষা সম্পন্ন করি আর খোদার ফযলে নিজের ওয়াকফকে পূর্ণ করি। আর এটা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর স্পর্শেরই বরকত।

খালিদ সাইফুল্লাহ্ সাহেব আবার লিখেন, মরহুম আমীর সাহেব অত্যন্ত মেধাবী মানুষ ছিলেন। সম্পর্ক গড়ার বিষয়ে তিনি খুবই দক্ষতা রাখতেন আর এটাকে তিনি জামা'তের কল্যাণের কাজে ব্যবহার করতেন। এর ফলে পাকিস্তানী আহমদীদের ইমিগ্রেশনের বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে যায়। অষ্ট্রেলিয়া জামাতের সদস্য তার আগমনের সময় যেটা কয়েক শ ছিল সেটা এখন হাজারের কোঠায় পৌঁছে যায়, আর এ উন্নতি অব্যাহত রয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশনা মোতাবেক আহমদীদেরকে অষ্ট্রেলিয়ার প্রত্যেক বড় বড় শহরে আবাদ করা হয়। তাই বর্তমানে প্রত্যেক রাজ্যের রাজধানীতে শক্তিশালী জামা'ত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে আর বড় ও সুন্দর মিশন হাউস এবং মসজিদ বানানো আছে।

সিডনীতে মসজিদ বাইতুল মাহদী ছাড়াও খিলাফত শতবার্ষিকী হল, মিশন হাউস ও একটি গেষ্ট হাউস নির্মান করা হয়েছে। এভাবে ব্রিসবেনেও মসজিদ বানানো হয়েছে। মেলবোর্নে মসজিদ বানানো হয়েছে। এডালডেও মসজিদ মাহমুদ রয়েছে। ক্যানবেরাতেও মসজিদের জন্য বড় জায়গা নেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। খুব দ্রুতই সেটা পাওয়া যাবে। অষ্ট্রেলিয়া জামা'তের এই উন্নতিতে মাশাআল্লাহ্ তার বড় অবদান রয়েছে।

অষ্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত ইমরান আহসান সাহেব লিখেন, আমীর সাহেব ১৯৯১ সাল থেকে অষ্ট্রেলিয়াতে মিশনারী ইনচার্জ ও আমীরে জামা'ত হিসেবে সেবা করে যাচ্ছেন। তার যুগে অনেক বড় বড় প্রজেক্ট সম্পন্ন করা হয়েছে, যখন কি-না জামা'তের সদস্য সংখ্যা খুব অল্প ছিল।

২০০৬ সালের সফরের পর দুই-তিনটি নতুন মসজিদ ও সেন্টার তিনি সেখানে তৈরী করেছেন। মেলবোর্নের মসজিদ বাইতুল ইসলাম একটা বড় মসজিদ, যাতে ২০০০ এর মতো লোক নামায পড়তে পারে। এভাবে অন্যান্য মসজিদও অনেক বড়। আবার তার যুগেই অষ্ট্রেলিয়ার দুটি রাজনৈতিক দলের সাথে এবং ইমিগ্রেশনের বিষয়েও অনেক ভাল যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। এভাবে সরকারের কাছ থেকে আরও অনেক সুযোগ সুবিধা তিনি লাভ করেছেন।

অস্ট্রেলিয়াতে অঙ্গ সংগঠনের গঠন-কাঠামো কেন্দ্রের আদলেই করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে তার অনেক বড় অবদান ছিল। অষ্ট্রেলিয়াতে কেবল পাকিস্তানী নয় বরং অনেক ফিজিয়ানও এসেছে। অস্ট্রেলিয়ানও আছে, আফ্রিকানও রয়েছে। তিনি এদের সবার মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করেছেন। তিনি সবাইকে ডিউটি বা দ্বায়িত্ব প্রদান করে তাদেরকে দায়িত্বশীল বানিয়েছেন। তিনি সবার কাছে থেকে তাদের সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ নিতেন।

এটিও একজন ভালো এডমিনিস্ট্রেটরের(কর্মকর্তার) গুণ। এ গুণ সবার আত্মস্থ করা উচিত। কিছুদিন পূর্বে সেখানে জলসা হয়েছে, তাতে তিনি সভাপতিত্ব করেছেন। জলসায় ***খোদাতা'লার সত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন*** বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। তখন তিনি বেশ সুস্বাস্থের অধিকারী ছিলেন। কারো চিন্তিত হওয়ার মত অবস্থা ছিল না। তার অসুস্থতার পর পুনরায় তার স্বাস্থ্য ফিরে আসছিল। স্বাস্থ্য বেশ ভালোই পুনরুদ্ধার হয়েছিল । কিন্তু হঠাৎ করে এই স্ট্রোক হয়েছে।

ভিক্টোরিয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট জাবেদ সাহেব তার বিস্তারিত বিবরণের চিঠিতে লিখেন, আমীর সাহেবের ছোট ছোট বাক্যে প্রদান করা দিকনির্দেশনাতেও দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার বিষয়টি সবার জানা। আমীর সাহেবের কাছে পুরোনো একটি গাড়ী ছিল। মজলিসে আমেলার বারবার অনুরোধ এবং আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ সত্ত্বেও ভালো গাড়ী তিনি নেননি। কিন্তু সর্বদা মুরব্বীদের ভালো গাড়ীর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, নিজের কোন চিন্তাই করতেন না।

তার মেয়ে লিখেন, কাপড় চোপড় তাঁর সামান্যই ছিল। আমরা কাপড় চোপড় নিয়ে আসলে তিনি উপদেশ দিতেন– যা আরামদায়ক, তাই পরিধান কর, অতিরিক্ত খরচ করার প্রয়োজন নাই। জামা'তের খরচাদির ব্যাপারে তিনি খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। স্মৃতিশক্তি প্রখর ছিল। জামা'তের সদস্যদের নাম স্মরণ রাখতেন। জামা'তের সদস্যদের গুনাবলী কার্যক্ষেত্রে ব্যবহারে তাঁর খোদা-প্রদত্ত অসাধরণ ক্ষমতা ছিল।

মজলিসে আমেলা এবং শুরাতে খলিফায়ে ওয়াক্তের উদ্বৃতি দিয়ে কথা বুঝাতেন। এক ব্যক্তি বলেন, এখানে (ইংল্যান্ড) যে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হয়, তাতে কোন এক ব্যক্তির অংশগ্রহণের কথা ছিল। এক ঝড়ের কারণে ফ্লাইট বিলম্ব হয় বা বাতিল হয়ে যায়, ফলে তিনি টুর্নামেন্টে অংশ গ্রহন করতে পারেন নি। আমীর সাহেব তাকে বুঝান, তবুও তুমি যাও। টুর্নামেন্টে অংশ গ্রহণ না করতে পারলে কোন সমস্যা নেই, আসল উদ্দেশ্য হলো যুগ খলীফার সাথে সাক্ষাত করা। আর সেই উদ্দেশ্য পূরন হলে মনে কর তোমার টুর্নামেন্টের উদ্দেশ্য পূরন হয়ে গেছে।

সম্প্রতি আমার সেখানকার সফরের সময় তাঁর ভীষণ অসুস্থতার কারণে তিনি মেলবর্ন যেতে পারেননি। কিন্তু কিছুক্ষন পরপর ফোন করে তিনি সমস্ত ব্যবস্থাপনার খোঁজ খবর নিতে থাকেন।

তিনি বলেন, আমীর সাহেব তাঁর বক্তৃতায় খোদ্দাম, আনসার, লাজনা সদস্যদের তাদের অধিকার আদায়ের উপদেশ দিতেন। এই উপদেশের চমৎকার প্রভাব তাদের জীবনে পরিলক্ষিত হয়। বিদেশী ছাত্রদের বিশেষ খেয়াল রাখতেন। শহীদদের পরিবারের কাজকে অন্য সকল কাজের উপর প্রাধান্য দিতেন। শাস্তিযোগ্য কর্মকান্ডের প্রেক্ষিতে কখনো কখনো অভিযোগ করতে হয়। আর এ কারণে এখান থেকে শাস্তি হলে তিনি বলতেন, এর ফলে আমার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হতো। আর ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারেও তিনি খুবই তাড়াহুড়ো করতেন।

তিনি লিখেন, আমীর সাহেব অস্ট্রোলিয়া জামা'তের গঠন ও ব্যবস্থাপনার ভিত্তি রাখেন।

ডাক্তার সৈয়্যদ হাসান আহমদ সাহেব

"খোদ্দামের সাথে তার সরাসরি যোগাযোগ ছিল। তিনি বলছেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন দপ্তরে কম বসবে। খোদ্দামদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখবে।"

বলেন ,আমি তার মাঝে ভালোবাসার সমুদ্র দেখেছি এবং অনুভব করেছি। প্রত্যেক আহমদী, সে ছোট হোক বা বড় নির্দ্বিধায় তার বাড়িতে চলে যেতেন এবং অতি সাধারন বিষয়াবলী নিয়ে কথা বলতেন। তিনি বিশেষভাবে যুবকদের ওপর কাজের দায়িত্ব দিতেন। মনে হত তিনি তাদেরকে প্রশিক্ষন দিচ্ছেন। সর্বদা জামা'ত ও জামা'তের সদস্যদের ব্যথায় ব্যথিত হতেন।

মেলবোর্ন থেকে উসামা আহমদ সাহেব বলেন, মাওলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব আমাদের অষ্ট্রেলিয়া জামা'তের জন্য একজন দরদী পিতার মত ছিলেন। তিনি অষ্টেলিয়া জামা'তের সকল আহমদীর সাথে ভালোবাসা পূর্ণ আচরণ করতেন। কোন ভেদাভেদ করতেন না। ছোট বড় সকলকে নিজের উত্তম চরিত্র এবং আদর্শের মাধ্যমে আপন করে নিতেন। তিনি সর্বদা মেহমানদের প্রতি খেয়াল রাখতেন। প্রতিটি জলসা এবং ইজতেমার সময় তিনি নিজের ঘর থেকে বের হয়ে এসে মেহমানদেরকে স্বাগত জানাতেন। আমরা সবসময় আমীর সাহেবকে হাসি খুশি চেহারায় দেখতাম। আর তাঁর এই ভালোবাসা এবং আচরনের কারণে আমাদের সফরের ক্লান্তি দূর হয়ে যেত।

কিছু লোক তাকে বিভিন্ন সময় কষ্টও দিয়েছে। কিন্তু তিনি কখনও ব্যক্তিগতভাবে তাদের দোষ তুলে ধরেননি। অনুসন্ধানে কখনও তার কোন ত্রুটি ধরা পড়তো না, বরং যারা অভিযোগ করতো, তাদেরই দোষ ধরা পড়তো।

তাহেরা আতাহার সাহেবা বর্ণনা করেন, কিছুদিন পূর্বে অষ্ট্রেলিয়ার সালানা জলসা শেষ হল। সেখানেও তিনি মসজিদে অবস্থানকারী মেহমানদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। নামাজ পড়ার বিষয়ে বিশেষভাবে তাগিদ দেন।

আমাদের এখানকার যিনি প্রেস ইনচার্জ অর্থাৎ আবেদ ওহিদ সাহেব, যিনি আমার সাথে বিভিন্ন সফরে ছিলেন তিনি বলেন, গত বছর অষ্ট্রেলিয়া সফরের সময় জনাব মাহমুদ আহমদ বাঙালী সাহেবকে কাছ থেকে দেখার ও জানার সুযোগ হয়েছিল। সফরের সময়টাতে তার শরীরের অবস্থা ততটা ভাল ছিল না। তা সত্ত্বেও, অত্যন্ত ছোট ছোট বিষয়ের প্রতি তিনি খেয়াল করতেন। উদাহরণ স্বরূপ, একবার রাতের খাবারের সময় আমাদেরকে পর পর দুই দিন একই সবজী দেওয়া হয়, যদিও আমাদের মধ্যে এটি নিয়ে কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। কিন্তু বাঙালী সাহেব এই বিষয়টি খেয়াল করলেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি নিজে রান্না ঘরে গিয়ে জিয়াফতের দায়িত্বে থাকা লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার, একই রকমের সবজি বারবার দেওয়া হচ্ছে কেন? এখানে কি অন্য সবজি পাওয়া যায় না ? এভাবে তিনি মেহমানদের সকল দিকে খেয়াল রাখতেন। তার স্বভাবের মধ্যে অত্যন্ত বিনয়ী ভাব ছিল। তিনি জামা'তের ব্যবস্থাপনার সম্মান করতেন। খেলাফতকে তিনি পাগলের মত ভালোবাসতেন।

নরওয়ের আমীর জনাব মুনীর সাহেব বলেন, যখন তিনি খোদ্দামূল আহমদীয়ার সদর ছিলেন, খাকসার তখন করাচীতে জেলা কায়েদের দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। তিনি তার যুগে একজন সফল সদর ছিলেন। ১৯৮৪-৮৫ এবং ৮৬ সালে যখন অবস্থা অনেক খারাপ ছিল তখন সিন্ধু ও বেলুচিস্তান জামা'তকে করাচী জামাতের অধীন করে দেওয়া হয়। সিন্ধুতে কোন জায়গায় যদি কেউ শহীদ হত, তবে মাহমুদ সাহেব অথবা তার প্রতিনিধি করাচী জামা'তের প্রতনিধির আগেই পৌঁছে যেতেন। বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে মাহমুদ সাহেব অত্যন্ত সাহসিকতা ও বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতেন। কঠিন থেকে কঠিনতর কাজও সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করতেন। খেলাফতের সাথে তার অগাধ ভালোবাসা ছিল। এর প্রতি নিজের মধ্যে এক আত্মভিমান রাখতেন। নিরাপত্তা মূলক বিষয়ে কখনও কোন অলসতা সহ্য করতেন না। আমরা যখনই রাবওয়াতে ইজতেমা বা জলসায় যেতাম, তখন তিনি অত্যন্ত ভালোবাসা পূর্ণ আচরন করতেন।

এখানকার মুরুব্বী মালেক আকরাম সাহেব বলেন, আমি জামেয়ার ছাত্র থাকা অবস্থায় তার সাথে মজলিস খোদ্দামূল আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় একটা সফরে রাওয়ালপিন্ডিতে গিয়েছিলাম। তিনি প্রতিটি মজলিসে ভিন্নভিন্ন বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতায় উপস্থাপিত সকল কুরআনের আয়াত, হাদীস, মসীহ মাওউদ (আ.) এর বাণী এবং উদ্ধৃতি সম্পর্ণ তার মুখস্থ ছিল। রাওয়ালপিন্ডির এক সিনিয়র কর্মকর্তা বলেছিলেন, এই ছেলেটি জীবনে সম্মান লাভ করবে। অথচ ঐ সময়ে মাহমুদ সাহেব সবেমাত্র তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। আকরাম সাহেব বলেন, তিনি সদর থাকাকালে আমি ৫ বছর আমেলাতে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। অত্যন্ত সূক্ষদর্শী এবং বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। অত্যন্ত দয়ালু এবং ভালোবাসা ভরপুর মানুষ ছিলেন। তিনি নিজেও প্ররিশ্রমী ছিলেন এবং তার আমেলার কাছ থেকেও পরিশ্রমের আশাবাদী ছিলেন। অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। তিনি বলেন, আমার মনে আছে, একবার আহমদী এক অফিসারের ওপর এক দুষ্ট অফিসার কিছু অসঙ্গত বাধা আরোপ করেন। তখন মাহমুদ সাহেব খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর হিসেবে সেখানে যান এবং এমন প্রভাব প্রতিপত্তির সাথে কথা বলেন যে, ঐ অফিসার পরবর্তীতে আর কোন বাধা দেয়নি। তিনি আরোও বলেন, তিনি কখনও জামাতের গাড়ী ব্যক্তিগত কারণে ব্যবহার করতেন না। রাবওয়াতে অধিকাংশ সময় পায়ে হেটে

"আল্লাহ্ তা'লা তার ওপর রহমত বর্ষন করুন। তার মর্যাদা উচ্চ থেকে উচ্চতর করুন। নিশ্চয়ই তিনি একজন নিঃস্বার্থ এবং নিজের সকল যোগ্যতার সাথে জামা'তের সেবাকারী বুযুর্গ ছিলেন। নিজের স্বাস্থ্যের কোন পরওয়া করতেন না। আর জামা'তী কাজে কোন বাধা বিপত্তিও সামনে আসতে দিতেন না।"

অথবা সাইকেলে চড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করতেন।

মাহমুদ আহমদ সাহেব খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমায় বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেন, কতক লোক বলে থাকে , অ-আহমদীদের থেকে আহমদী যুবকরা ভাল। তিনি বলেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর উদ্দেশ্য এটি ছিল না, অন্যদের তুলনায় নিজেদের অবস্থান কতটুকু তা দেখো বা তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করো। বরং মসীহ মাওউদ (আ.) এটি বলেছেন, প্রত্যেক আহমদীর মধ্যে একটি পবিত্র-পরিবর্তন সৃষ্টি করা উচিত, আর এই বিষয়টিকে সর্বাগ্রে রাখা উচিত।

বাংলাদেশের জাফর আহমদ সাহেব বলেন, তিনি যখন বাংলাদেশে এসেছিলেন, তখন তার সেবা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। গত বছর তিনি বাংলাদেশে গিয়েছিলেন। মাহমুদ আহমদ সাহেব আত্যন্ত সহজ সরল বিনয়ী মানুষ ছিলেন। নামাজের জন্য যথা সময়ে মসজিদে উপস্থিত হতেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন। গেষ্ট হাউজে থাকা কালীন তাঁর আদেশ ছিল কোন মেহমানকে যেন আটকানো না হয়। ব্যক্তিগত খরচে মেহমানদের আপ্যায়ন করতেন। প্রত্যেকের দিকে খেয়াল রাখতেন। অসুস্থদের দেখার জন্য যেতেন। এ রকম গুনাবলীর কথা অনেকেই বলেছেন, যা তার জীবনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

মোকাররম আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেব ইমাম লন্ডন মসজিদ , তিনি লিখেন- তিনি অত্যন্ত বিনয়ী এবং স্বচ্ছ মানুষ ছিলেন । ২০০৪ সালে এক মাসের জন্য আমার অষ্ট্রেলিয়া যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। আর তখনই আমি তার অগণিত গুনাবলী সম্পর্কে জানতে পারি। খেলাফতের সাথে ভালোবাসা ও আনুগত্য ছিল। প্রাত:ভ্রমনের সময় প্রায়শ:ই এই বিষয়ে কথা হত। জামা'তের উন্নতি, জামা'তের কাজে অংশগ্রহন, জামা'তের কাজের সাথে জড়িত থাকা নিয়ে কথা হত। তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয় নিয়ে বলতেন, এখনও অনেক দুর্বলতা রয়েছে। দৌড়া করার সময় তিনি বিভিন্ন জামা'তের নাম উল্লেখ করে বলতেন, কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি তাদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

রাশিয়ান ডেস্কের ইনচার্জ খালেদ আহমদ সাহেব আমাকে উদ্দেশ্য করে লিখেন, আপনার খলীফার আসনে অধিষ্টিত হবার পর মাহমুদ সাহেবের ভালোবাসা চরম পর্যায়ে পৌছেছে। আর এ কথা যখনই স্মরণ করা হতো, তখনই তার চেহারায় অত্যন্ত বিনয় ও নিষ্ঠাভাব ফুটে উঠতো। তিনি ঠিকই লিখেছেন। এতে কোন দ্বিরুক্তি নেই। তার মত নিষ্ঠবান, বিনয়ী, মুত্তাকী, দরবেশ ও খেলাফতের প্রতি নিবেদিত-প্রাণ ব্যক্তিত্ব এ যুগে খুব কমই হবেন।

একজন বন্ধু লিখেন, তিনি আমীর সাহেবের কাছে বসে ছিলেন। অষ্ট্রোলিয়া জামা'তের কোন এক সদস্যের ফোন আসল। সে তার নিজের কথা মানানোর চেষ্টা করছিল আর এতে অনেক কঠোর ভাষা ব্যবহার করছিল। বলছিল, আমি ঠিক আছি। তখন মাহমুদ সাহেব তাকে বোঝালেন। এতে সে আরও রাগান্বিত হয়ে গেল আর বলতে লাগল- আমি খলীফায়ে ওয়াক্তের কাছে রিপোর্ট করব, আপনি এরকম সেরকম। যাই হোক, যখন কথা শেষ হল, তখন তিনি খুব আফসোসের সাথে বলতে লাগলেন, এ সমস্ত লোক নিজেরাই ভুল করবে আর খলীফায়ে ওয়াক্তের জন্য পেরেশানির কারণ হবে। এটিতো এমন কথা- অনেকে এ কথার পরোয়াই করে না। তাদের ভুলের জন্য খলিফায়ে ওয়াক্তকে কতটুকু কষ্ট পেতে হয়। তিনি সকল বিষয় ইনসাফের সাথে উপস্থাপনা করে দিতেন। তিনি যুবকদেরকে বলতেন, আমার তো কেবল মাত্র সিল।

এটি খোদা তা'লার জামা'ত। তিনি নিজেই এটাকে দেখাশুনা করেন। তোমরা যদি কোন সুযোগ পেয়ে থাক তাহলে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার কর। তার জামা'তী খেদমত তিনি নাসের হোষ্টেল থেকে শুরু করেছিলেন। এরপর তিনি ৭৭-৭৯ সাল পর্যন্ত মোকামী মোহতামীম মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া রাবওয়া ছিলেন। এরপর ঊনআশির বার্ষিক ইজতেমায় তাকে কিন্দ্রীয় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৭৯-৮০ থেকে ১৯৮৮-৮৯ পর্যন্ত তিনি প্রায় ১০ বছর খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর ছিলেন। তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়ার সর্বশেষ আন্তর্জাতিক সদর ছিলেন। এরপর থেকে বিভিন্ন দেশে আলাদা আলাদা সংগঠন হয়ে যায়। তিনি ইসলাহ ইরশাদ বিভাগেও খেদমত করার সুযোগ পেয়েছিলেন। চতুর্থ খেলাফতের সময় যখন কেন্দ্রীয় অডিও ভিডিও বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন নভেম্বর ১৯৮৩ সালে তাঁকেই এই বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৮৪ সালে তাহরীকে জাদীদ দপ্তরে ওয়াকিল অডিও ভিডিও হিসেবে তিনি সেবা করার সুযোগ পান।

এরপর ২৮ জুন এই বিভাগ তাহরীকে জাদীদ থেকে বাদ হয়ে যায়। হয়তো বা বাদ হয়নি, তিনি হয়তো সেখানে আর কাজ করেননি, কারণ এমটিএ, এর পূর্বে সেই সময় ক্যাসেট পৌছানোর জন্য তা শুরু করা হয়েছিল। এরপর এমটিএ -ই এই কাজ সামলে নেয়। ২৮ জুন ১৯৯১ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি অষ্ট্রেলিয়ার আমীর হিসেবে খেদমত করার তৌফিক পেয়েছেন।

আল্লাহ তা'লা তার উপর রহমত বর্ষন করুন। তার মর্যাদা উচ্চ থেকে উচ্চতর করুন। নিশ্চয়ই তিনি একজন নিঃস্বার্থ এবং নিজের সকল যোগ্যতার সাথে জামা'তের সেবাকারী বুযুর্গ ছিলেন। নিজের স্বাস্থ্যের কোন পরওয়া করতেন না। আর জামা'তী কাজে কোন বাধা বিপত্তিও সামনে আসতে দিতেন না।

আমার বিগত অষ্ট্রেলিয়া সফরে তিনি তার অনেক কষ্ট সত্ত্বেও সকল কাজের নিগরানী করেছেন। আমি যখন জাহাজ থেকে নামলাম, তখন তিনি সামনে দাঁড়ানো ছিলেন। তার অবস্থা দেখে আমার অনেক চিন্তা হল। তার কোমরে অনেক কষ্ট ছিল। তার সমস্ত হাড়, বিশেষ করে মেরুদন্ডের হাড়, অনেক দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারদের কথামত তো এমন রোগীদের আরাম করা উচিৎ। কিন্তু তিনি আরাম করেন নি এই ভেবে যে, খলীফায়ে ওয়াক্ত সফরে এসেছেন, আর আমি কিভাবে আরামে বাসে থাকতে পারি।

আমি এয়ারপোর্ট থেকে বাহিরে এসে যখন কারে বসি, তখন নায়েব আমির নাসের সাহেব আমাদের কার ড্রাইভ করছিলেন। তখন আমি তাকে বললাম, মাহমুদ আহমদ সাহেবকে তো আমার অনেক দূর্বল এবং বৃদ্ধ লেগেছে। সেই সময় আমি তার অসুস্থতার অবস্থা পুরোপুরি জানতাম না। পরবর্তীতে তার বিস্তারিত বর্ণনা আমি সেখানকার ডাক্তারের কাছ থেকে জানতে পারলাম। অনেক কষ্ট সত্ত্বেও তিনি এই পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আর কেবল তাই নয়, বরং এই সফর সংক্রান্ত সকল কাজের নিগরানী তিনি করছেন।

একদিন আমার এই সফরের সময় তার রক্তচাপ অনেক বেড়ে যায়। মনে হচ্ছিল হয়তো ষ্টোক বা হার্টএ্যাটাক না হয়ে যায়। অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। কিছু সময় হাসপাতালে থাকার পর আবার বাহিরে হলরুমে নিয়ে আসার অনুমতি দিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এরপর এই মর্দেমুজাহিদ আবার বাড়ীতে ফিরে এসেই কাজ শুরু করে দিলেন। একটি শহরে তিনি আমার সাথে সফরে না যেতে পেরে খুব দুঃখ প্রকাশ করছিলেন। এরপর দ্বিতীয় স্থানে কষ্ট সত্ত্বেও গিয়েছেন। আমি তাকে মানা করা সত্ত্বেও তিনি আমার সাথে গিয়েছেন। আর যেসব প্রোগ্রাম ছিল, এগুলোতে তিনি সবসময় আমার সাথে ছিলেন। আর সব কিছু নিগরানী করছিলেন।

তিনি নিজের চিন্তা না করে আমার চিন্তা করতেন। আমার যেন কোন কষ্ট না হয়। আর চেষ্টা করতেন যেন সকল প্রোগ্রাম খুব সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়। শুধুমাত্র আমার জন্যই চিন্তা করতেন না, বরং আমার সাথে যারা কাফেলার সদস্য ছিলেন, তাদের জন্যও চিন্তা করতেন। বারবার তিনি একথা কলছিলেন, তোমরা ভালোভাবে লোকদের খেয়াল রাখতে পার নাই। আর তিনি এ ব্যাপারে এজন্য চিন্তিত ছিলেন, কাফেলার লোকদের কারণে খলীফায়ে ওয়াক্তের যেন কোন কষ্ট না হয়। এই সফরের মাঝে আমিও চিন্তিত ছিলাম এই ভেবে যে, তার স্বাস্থ্য না বেশী খারাপ হয়ে যায়। যাই হোক, সফরের মাঝেই তার স্বাস্থ্য ভালো হতে শুরু করে এবং আস্তে আস্তে অনেক ভালো হয়ে যায়।

কিছুদিন পূর্বে তাদের জলসা এবং শুরা হয়েছে, যাতে তিনি পূর্ণ উদ্যোমে অংশ নিয়েছেন। আমি খোদ্দামুল আহমদীয়াতে তার অধীনে কাজ করেছি। অনেক উদারতার সাথে তিনি তার অধিনস্তদের নিকট থেকে কাজ আদায় করতেন। তাদেরকে কাজ করার সুযোগ দিতেন আর কাজের মূল্যায়নও করতেন। আর খিলাফতের এমন সুলতানে নাসির ছিলেন, যার উদাহরণ খুব কমই পাওয়া যায়। যার বর্ননা আমি শুরুতেই করেছি। তার মৃত্যুতে অষ্ট্রেলিয়া জামা'তে একটি শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ঐশী জামা'তকে আল্লাহ তা'লা স্বয়ং সামলিয়ে থাকেন। আর এই সমস্ত শূন্যতাকে তিনি নিজে পূরণ করে থাকেন।

আল্লাহ্ তা'লা ফজল করুন, আর সর্বদা তার মত সুলতানে নাসির দান করুন, যারা খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে, আর জীবন উৎসর্গকারী ও নিজের ওয়াদা পূর্নকারী হবে। আল্লাহ্ তা'লা তার স্ত্রী ও সন্তানদের হাফেজ, নাসের হউন আর তাদেরও এমন তৌফিক দিন যে, তারা তাদের বাবার ন্যায় ঈমানে মজবুত থাকে আর খিলাফতের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টিকারী হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সন্তানদেরকে তৌফিক দান করুন, যেন তারা তাদের মায়ের হক আদায় করতে পারে।

আর আজ নামাযে জুমুআর পর আমি তার নামাযে জানাযা গায়েব পড়াবো ইনশাআল্লাহ!

ভাষান্তরঃ জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ।

To Watch Friday Sermon Regularly

Pleace visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

জুমুআর খুতবা

রমযান মাসে রোযা রাখার ফজিলত

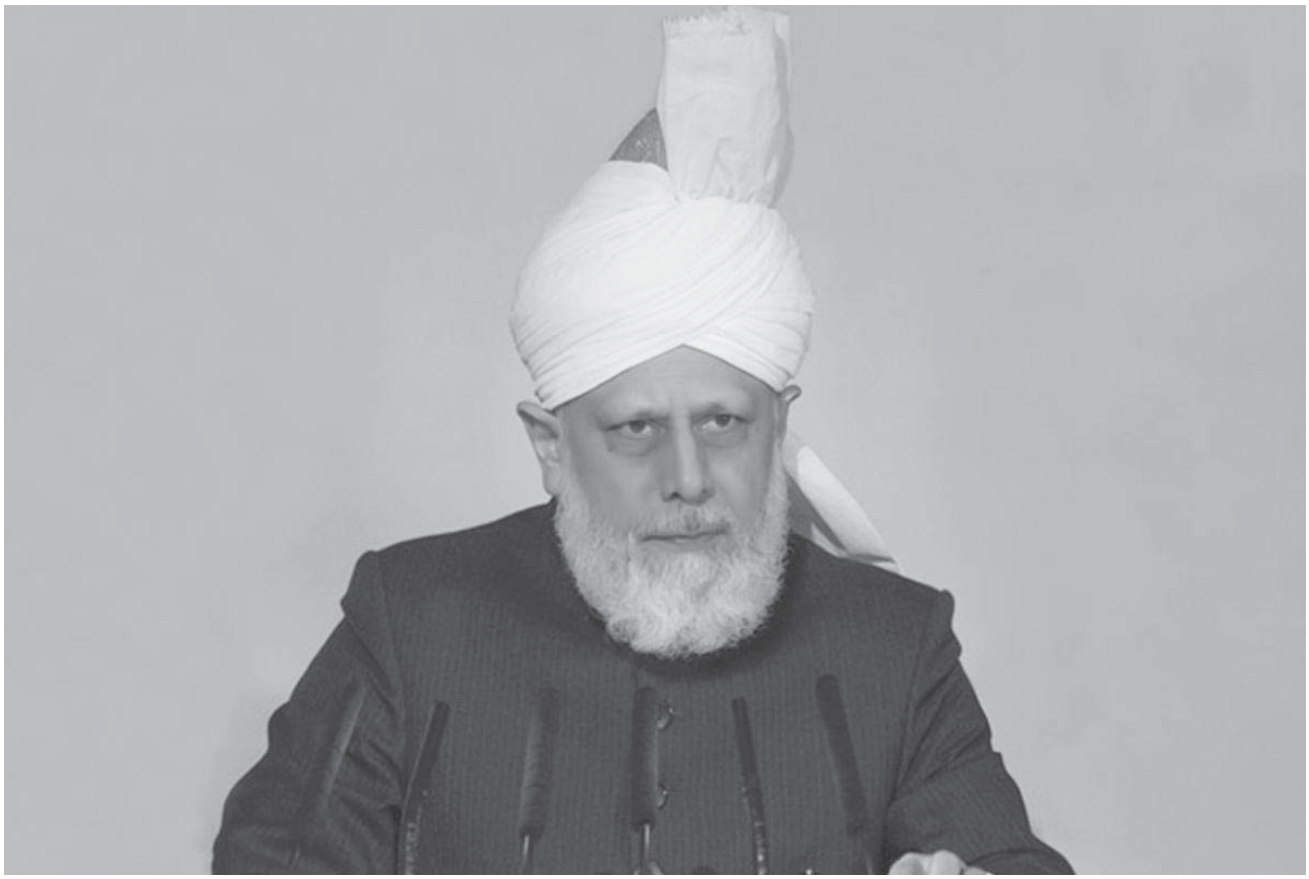

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০০৭-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝١٨٦

(সূরা বাকারা: ১৮৫-১৮৬)

এ আয়াত দু'টির অনুবাদ হচ্ছে, নির্দিষ্ট দিনগুলোতে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় অথবা সফরে থাকে, তবে তাকে অন্য সময় এ সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে; এবং

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۭ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۭ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۡ

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۭ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۭ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ۭ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ۭ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝١٨٥

"রোযা এমন ইবাদত, যাতে মানুষ খোদার খাতিরে সাময়িকভাবে অনেক বৈধ জিনিষকে পরিহার করে। রমযানের রোযা রাখো, যাতে নিজেদের রূহানী-মান বাড়াতে পারো।"

যাদের পক্ষে এটি সাধ্যাতীত, তাদের জন্য ফিদিয়া-এক মিসকীনকে আহার দান। অতএব, যে কেউ স্বেচ্ছায় পূণ্যকর্ম করবে, তা অবশ্যই তার জন্য উত্তম হবে। বস্তুত: তোমরা যদি জ্ঞান রাখ, তাহলে জেনে রাখ যে, তোমাদের জন্য রোযা রাখাই কল্যাণকর। রমযান সে মাস, যাতে কুরআন নাযেল করা হয়েছে, যা মানবজাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী স্বরূপ।

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাসকে পায়, সে যেন এতে রোযা রাখে; কিন্তু যে রুগ্ন অথবা সফরে থাকে, তবে তাকে অন্য দিনে এ গণনা পূর্ণ করতে হবে; আল্লাহ্ তোমদের জন্য স্বাচ্ছন্দ চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিণ্য চান না, এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর আর আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন কর এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত দিয়েছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

গত খুতবায় রমযানে রোযা রাখার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা রোযা বিধিবদ্ধ করেছেন যা একটি সংগ্রাম আর সংগ্রামের ফলেই ত্বাকওয়ায় উন্নতি ঘটে এবং খোদাতা'লার নৈকট্য লাভ হয়। এরপর পরবর্তি আয়াত যা আমি তেলাওয়াত করেছি, তাতে এর বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এগুলো গণনার কয়েকটি দিন যা তোমাদের তরবিয়তের জন্য, তোমাদেরকে সংগ্রামী বানানোর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তোমাদের জন্য এ কারণে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যে, মানব জীবনের যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লার বান্দা হওয়া, সে উদ্দেশ্যকে লাভ করার চেষ্টা করো।

কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাদের ওপর যুলুম করেন না, যদিও রোযা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একটি সংগ্রামও। অনেক সময় কষ্ট সহ্য করতে হয়, কিন্তু যুলুম নয়, রোযা ত্বাকওয়া লাভের উত্তম মাধ্যম। কিন্তু যে শক্তি রাখে, তার জন্য এবং যদি সাময়িকভাবে বিভিন্ন অপারগতা হেতু তুমি রোযা রাখতে না পারো, উদাহরণ স্বরূপ, কোন আকস্মিক সফর করতে হলে, এমন কোন ব্যাধি যার ফলে রোযা রাখা কষ্টকর। তাই বলা হয়েছে,

فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

অন্যদিনে এ গণনা পূর্ণ করো। তাই কারো এ ধারণা করা উচিত নয় যে, আমি অসুস্থ হয়ে গেছি অথবা সফর করতে হচ্ছে, তাই এ ছাড়ের ফলে, এ দিনগুলোতে রোযা মাফ হয়ে গেছে। না, যদি ঈমানে উন্নতি করতে চাও, যদি হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ত্বাকওয়া থাকে, যদি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি চাও, তাহলে যখন সুস্থ হবে অথবা আকস্মিক সফরের কারণে যে রোযা নষ্ট হয়েছে, ছুটে গেছে, তা রমযানের পর পুর্ণ করা আবশ্যক, আর এটিই একজন খোদাভীরুর চিহ্ন।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা যে সুযোগ দিয়েছেন, তা থেকে লাভবান হবার সুযোগ এখনও আছে। কিন্তু এখানে এটিও মনে রাখতে হবে যে, রোগ এমন হতে হবে, যা সত্যিকারেই কষ্টদায়ক রোগ, যার ফলে রোযা রাখা কষ্টকর। অজুহাত যেন না হয়। অনুরূপভাবে সফর করাই যাদের কাজ, উদাহরণ স্বরূপ গাড়ী চালক, বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে অথবা চাকুরীর উদ্দেশ্যে অন্য স্থানে যেতে হয়, দীর্ঘ পথ সফর করতে হয়, তাদের জন্য এটি সফর হবে না। বিষয়টি আমি এজন্য সুস্পষ্ট করে বলছি, যেসব দেশের আবহাওয়া গরম, সেখানে অকারণে রোযা না রাখার অজুহাত খোঁজা হয়।

আল্লাহ্ তা'লা আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক দূর্বলতা থেকে রক্ষার জন্য এ দিনগুলোতে আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন, তাই এথেকে পুরোপুরি লাভবান হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রকৃত বান্দাদেরকে যারা তাঁর সন্তুষ্টির পথ অন্বেষি, স্বয়ং তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই রোগী এবং ভ্রমনকারীকে সুযোগ দিয়েছেন। এরপর বলেন, যারা রোযা রাখার শক্তি রাখে না, তাদের জন্য ফিদিয়া, অর্থাৎ একজন দরিদ্রকে রোযা রাখানোর ব্যবস্থা করবে। কিন্তু যারা পরে রোযা পূর্ণ করতে পারবে, তারাও যদি ফিদিয়া দেয়, তাহলে ঠিক আছে, এটি নফল হবে যা তোমাদের জন্য উত্তম। কিন্তু যখন সে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে, আরোগ্য লাভ করে অথবা যে কারণ ছিল তা দূর হয়ে যায়, তখন রমযানের পরে ফিদিয়া আদায় করা সত্বেও রোযা রাখা আবশ্যক, এটি সওয়াবের কারণ হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, "এর উদ্দেশ্য তারা, যারা কখনই আবার রোযা রাখতে পারবে বলে আশা করে না। দু'ধরণের মানুষ হয়ে থাকে,

“এ মাসে এমন নামায আদায় করার চেষ্টা করা উচিত, যার মাধ্যমে আত্মা সত্যিকার অর্থেই পবিত্র হয়।”

এক, সে রোগী যার ব্যাধি সাময়িক; চলে যাবে। আরেকজন সে রোগী, যে চিররুগ্ন আর পরে সে রোযা রাখার সুযোগ পাবে না।” তাই বলেছেন, ‘‘যারা কখনই রোযা রাখতে পারবে বলে আশা করে না। উদাহরণ স্বরূপ, অশীতিপর বৃদ্ধ, শক্তিহীন মানুষ অথবা দূর্বল গর্ববতী মহিলা, যে দেখে যে, সন্তান ভূমিষ্ট হবার পর শিশুকে দুধ পান করানোর কারণে সে দূর্বল হয়ে পড়বে আর পুরো বছর এভাবেই কাটবে, এধরণের মানুষের জন্য রোযা না রাখা বৈধ হতে পারে। কেননা তারা রোযা রাখতেই পারবে না, তাই ফিদিয়া দিবে। অন্য কারো জন্য বৈধ নয় যে, কেবল ফিদিয়া দিয়ে রোযা রাখতে অক্ষম মনে করা হবে।’’ (বদর,৪৩নাম্বার, ২৪শে অক্টোবর-১৯০৭, পৃষ্ঠা:৩)

সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, ‘কেবল ফিদিয়া দিয়ে,’ এর অর্থ হচ্ছে যে, সাধারণ অবস্থায়, ছোট্ট অথবা সাময়িক রোগের ক্ষেত্রেও ফিদিয়া দেয়া যেতে পারে। আর আল্লাহ্ তা’লাও একথাই বলেছেন যে, অতিরিক্ত হিসেবে তোমাদের জন্য উত্তম।

আল্লাহ্ তা’লা ত্বাকওয়ার জন্য রোযা বিধিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু ইসলাম যেহেত প্রকৃতিগত ধর্ম, তাই এ কঠোরতা নেই যে, যেহেতু তুমি রোযা রাখোনি, তাই তোমাদের মাঝে ত্বাকওয়া সৃষ্টি হতে পারে না, তুমি কখনই আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে না। প্রাকৃতিক অপারগতা থেকে উপকৃত হও কিন্তু ত্বাকওয়াও যেন দৃষ্টিপটে থাকে। অবস্থা এমন যে, রোযা রাখা খুবই কষ্টের কাজ, তাই রোযা রাখা হচ্ছে না, অজুহাত দাঁড় করিয়ে নয়। তারপর এভাবে এর প্রতিকার করো, একজন মিসকিনকে রোযা রাখার ব্যবস্থা করো। এমন যেন না হয় যে, অজুহাত দেখিয়ে বলো যে, আমি রোযা রাখার সামর্থ রাখি না, আমার কাছে যথেষ্ট অর্থ আছে, স্বাচ্ছন্দ আছে, দরিদ্রের রোযা রাখার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সওয়াবও পাওয়া গেল আর রোযা থেকেও জান ছুটে গেল। এটি না ত্বাকওয়া আর না তার দ্বারা খোদাতা’লার সন্তুষ্টি লাভ হতে পারে। যদি নেক নিয়্যতের সাথে আদায় না করা নামায সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’লা বলেন, নামাযীদের মুখের উপর নিক্ষেপ করা হয় তাই যারা নেক নিয়্যতের সাথে ফিদিয়া দেয় না বা মন্দ নিয়্যত নিয়ে দেয়া হবে, তাও মুখের উপর ছুড়ে মারা হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, ফিদিয়াতো তাদের জন্য হতে পারে যারা কখনই রোযা রাখার সামর্থ রাখবে না। নতুবা সাধারণ মানুষের বেলায় যারা আরোগ্য লাভ করে রোযা রাকার যোগ্য হয় তাদের জন্য কেবল ফিদিয়া দেয়ার ধারণা বৈধকরণের দ্বার উম্মুক্ত করা।’’ অর্থাত, তারা নিজেরাই এমন পথ খুলে দিবে যেথায় বৈধ বা অবৈধের ব্যাখ্যা আরম্ভ হয়ে যাবে। .....শুরু হয়ে যাবে। বলেন যে, ‘‘যে ধর্মে সংগ্রাম নেই সে ধর্ম আমাদের দৃষ্টিতে কিছুই না। অনুরূপভাবে খোদা প্রদত্ত দায়িত্বকে মাথা থেকে নামিয়ে ফেলা চরম পাপ। আল্লাহ্তা’লা বলেন, যারা আমার পথে সংগ্রাম করে তাদেরকেই হেদায়াত দেয়া হয়।’’ (বদর, ৪৩নাম্বার, ২৪শে অক্টোবর-১৯০৭, পৃষ্ঠা:৩)

সুতরাং মানুষ জখন অজুহাত দেখিয়ে সহজ ও সুবিধার পথ খুজে তখন ধর্ম তেকে বিচ্যুত হতে থাকে। তাই সর্বদা আল্লাহ্ তা’লার এ নির্দেশকে দৃষ্টিপটে রাখা উচিত,

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

সুতরাং যে ব্যক্তি মনের আনন্দে এবং আনুগত্যের সাথে কোন পূণ্য কাজ করবে তাহলে এটি তার জন্য উত্তম হবে আর ডদি তোমরা জ্ঞান রাখো তাহলে তোমরা জানবে যে, তোমাদের রোযা রাখা তোমাদের জন্য উত্তম।

একটি হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন, আধ্যাত্মিক উন্নতি ছাড়া রোযা তোমাদের শরীর স্বাস্থ্যের জন্যও আবশ্যক। এবং অধুনা বিজ্ঞান এবং ডাক্তাররাও একথাই বলেন।

সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রথমে এ নির্দেশকে মাথায় রাখা আবশ্যক যে, ত্বাকওয়ার জন্য রোযা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে আর ত্বাকওয়ার জন্য সংগ্রাম আবশ্যক। খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর পথে ত্যাগ প্রয়োজন। হ্যা, এটি আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা’লার অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদের অবস্থা-পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন অপারগতা দেখে যে সুযোগ-সুবিধা আমাদেরকে দিয়েছেন তাথেকে ততটুকু লাভবান হবার চেষ্টা করুন যতটুকু বৈধ আর আল্লাহ্তা’লার সীমা লঙ্ঘন না হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, ‘‘সে ব্যক্তি, যার মন এতে আনন্দিত যে, রমযান এসে গেছে আর আমি এর প্রতিক্ষায় ছিলাম যে, রমযান এলে রোযা রাখবো, তারপর সে অসুখের কারণে রোযা রাখতে পারেনি,

তাহলে সে আকাশে রোযাদার হওয়া থেকে বঞ্চিত নয়। এ পৃথিবীতে অনেক মানুষ অজুহাত খুঁজে আর মনে করে, আমরা যেভাবে বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দেই সেভাবেই খোদাকেও প্রতারিত করবো। বাহানাকারীরা নিজের জন্য অনেক সমস্যা দাঁড় করায়, আর লৌকিকতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তাকে সত্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। কিন্তু খোদা তা'লার দৃষ্টিতে তা সঠিক নয়। লৌকিকতার/সামাজিকতার ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক।

মানুষ যদি চায়, তাহলে এ লৌকিকতার ফলে সারাজীবন বসে নামায আদায় করতে পারে আর রমযানের রোযা একেবারেই না করে। কিন্তু যে সৎ ও নিষ্ঠাবান, খোদা তাঁর নিয়্যত ও সংকল্প সম্পর্কে অবহিত আছেন। খোদা তা'লা জানেন যে, তার হৃদয়ে বেদনা আছে। ফলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে সওয়াবের চেয়েও অধিক দান করেন কেননা, বেদনার্ত হৃদয় একটি মূলবান জিনিষ। প্রবঞ্চক মানুষ বিভিন্ন অপব্যাখ্যারও উপর নির্ভর করে, কিন্তু খোদা তা'লার দৃষ্টিতে এ নির্ভরতার কোন মূল্য নেই।"

তিনি (আ.) বলেন, "যখন আমি একাধারে ছয় মাস রোযা রেখেছিলাম, তখন একবার নবীদের একটি দলের সাথে আমার (কাশ্‌ফে) সাক্ষাত হয়, আর তাঁরা বলেন, তুমি কেন তোমার আত্মাকে এত কষ্টে নিপতিত করেছ? এখেকে বেড়িয়ে এসো।" বলেন যে, "এভাবে যখন মানুষ স্বয়ং নিজেকে খোদার খাতিরে কষ্টে নিপতিত করে, তখন তিনি স্বয়ং পিতা-মাতার ন্যায় করুনাবশত তাকে বলে, তুমি কেন কষ্টে পড়ে আছ।" (মলফুযাত, নব সংস্করণ-দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা:৫৬৪)

অতএব এ হলো আসল চেতনা, যার প্রেরণা নিয়ে রোযা রাখা উচিত। প্রত্যেক মু'মিনকে, প্রত্যেক আহমদীকে নিজের ভিতর এ প্রেরণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা উচিত, এ আবেগ নিজের মাঝে সৃষ্টি করার চেষ্টা করা উচিত। অজুহাত থেকে সর্বদা বেঁচে থাকা উচিত। আল্লাহ্ করুন যেন আমরা সবাই এ শিক্ষা ও এ প্রেরণাকে বুঝতে পারি। এ মহান শিক্ষা থেকে কল্যাণ লাভকারী হই যা পবিত্র কুরআন আকারে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য অবতীর্ণ করেছেন। যাতে এমন সব বিষয় আছে, যা কোন উদ্দেশ্য ছাড়া বর্ণিত হয়নি। আল্লাহ্ তা'লার প্রতিটি নির্দেশ বড়ই উদ্দেশ্য পূর্ণ এবং আমাদের কল্যাণের জন্য, বরং তিনি এসব বিষয়কে ঘিরে রেখেছেন, যা আমাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে বৃদ্ধিকারী হয়। পবিত্র কুরআনে এমন কথাও বর্ণিত হয়েছে, যার সাথে জাগতিক জ্ঞানেরও সম্পর্ক আছে। এ শিক্ষা তাদের জন্যও সব ধরণের দলিল ও যুক্তি-প্রমাণ নিজের ভিতর বহণ করে।

পবিত্র কুরআন যেখানে পূর্ববর্তী ধর্মের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে, সেখানে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞান ও মারেফাতের ভান্ডারও নিজের মধ্যে ধারণ করেছে। এমন কোন্ জ্ঞান আছে যা এতে বর্ণিত হয়নি? সেই জ্ঞান, যে সম্পর্কে চৌদ্দশ বছর পূর্বেই একজন সাধারণ মুসলমানকে দান করা হয়েছে। কুরআন করীম পাঠকারীর কোন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল না। এতে তা বর্ণিত হয়েছে, যা আজ সত্য প্রতিপন্ন হচ্ছে। এ ধরণের বিভিন্ন ভান্ডারে পবিত্র কুরআনে সমৃদ্ধ রয়েছে। এ নির্দেশাবলী, যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দিয়েছেন, তা একটি পৃথক বিষয় যা এখন এখানে তার আলোচনা হবে না। এখন রমযানের বরাতে আমি কথা বলছি।

আমি এখন যে আয়াতের উল্লেখ করছি এবং তার পরের আয়াতও, যা আমি পাঠ করেছি, তাতেও খোদা তা'লা বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ

অর্থাৎ, রমযান সে মাস, যাতে এবং যা সম্পর্কে এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এটি সে মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হতে আরম্ভ করেছে। ঐতিহাসিক হাদীস বিশারদদের মতবিরোধ সত্বেও রমযান মাসকেই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হবার সময় বলেছেন। এর সূচনা রমযানে হয়েছিল, যাতে মহানবী (সা.)-এর ওপর প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল, আর আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন, "ইক্বরা' বিসমি রাব্বি কাল্লাযি খালাক" (সূরা আল্ আলাক:২) অর্থাৎ, পাঠ করো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। এ প্রথম ওহীতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে সেদিকে মনযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, পুরো বিশ্ব ব্রহ্মান্ড এবং সব কিছুর স্রষ্টা হলেন খোদা তা'লা। তাই তিনিই ইবাদতের যোগ্য। এ সূরা অর্থাৎ সূরাতুল্ আলাক'কে এ কথার ওপর শেষ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য তাঁর সমীপে সেজ্‌দা আর ইবাদতই একমাত্র মাধ্যম।

সুতরাং এ মাসে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়া সর্ব প্রথম এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করে যে, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যার শিক্ষার ওপর অনুশীলন করে একজন মু'মেন তাঁর নৈকট্য লাভকারী হতে পারে। তিনি আমাদেরকে ইবাদতের প্রতি মনোনিবেশ করার আর ইবাদতে সৌন্দর্য সৃষ্টি করার প্রতি নির্দেশ দিয়েছে। আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য খোদা তা'লা আমাদেরকে একটি ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন, তাহলো রমযানের রোযা। এটি এমন এক সংগ্রাম, এমন এক ইবাদত, যার বিষয়ে খোদা তা'লা বলেন যে, তিনি স্বয়ং এর প্রতিদান। এজন্যই এ কয়টি আয়াতে বার-বার রোযার বিবরণ এবং নির্দেশাবলী দেয়া হয়েছে, যাতে একজন মু'মিন এর গুরুত্ব অনুধাবনে কোন ত্রুটি না করে। প্রথম আয়াতেও বলা হয়েছে যে, যদি কোন কারণে রোযা রাখার শক্তি না থাকে, তাহলে অন্য দিনে তা পূর্ণ করো, কেননা রোযা ফরজ। এর আগে বলা হয়েছে, রোযা তোমাদের ওপর বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। তারপর এতে কুরআন অবতীর্ণ হবার কথা উল্লেখ পূর্বক বলা হয়েছে যে, কুরআন তোমাদের জন্য হেদায়েতের কারণ।

এর উল্লেখের পর রোযা ফরজ হবার প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করেছে। কোন কারণে রাখতে না পারলে পরবর্তীতে তা পূর্ণ করো। তাই রোযার গুরুত্ব এত বেশি যে, বারবার এর উল্লেখ করা হয়েছে। এটি এমন এক ইবাদত, যা কর্ম সংশোধনেরও মাধ্যম হয়। এর দ্বারা কাজ-কর্মের সংশোধনও হয়, মানুষ খোদার খাতিরে অনেক নোংরামি থেকে রক্ষা পায় এবং অনেক বৈধ জিনিষও খোদার খাতিরে সাময়িকভাবে পরিহার করে। সে কারণেই খোদা তা'লা স্বয়ং নিজেকে এর প্রতিদান বলেছেন এবং এসব বিষয় অর্থাৎ, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা ইবাদত, সৎকর্ম এবং মন্দ কর্মের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে বলেছেন যে,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ

অর্থাৎ, এ কুরআন, যা আমরা রমযানে অবতীর্ণ করেছি অথবা রমযান সম্পর্কে নাযেল করেছি, তা একটি মহান গ্রন্থ هُدًى لِّلنَّاسِ এর মধ্যে সব যুগের সব মানুষের জন্য হেদায়াত রয়েছে।

এখন নতুন কোন শরীয়তের প্রয়োজন নেই। এর মধ্যে শরীয়ত পূর্ণতা পেয়েছে। শর্ত হচ্ছে, যদি কেউ হেদায়াতের প্রত্যাশী হয়, এখেকে

"যেখানে আমরা রমযানের রোযা রাখবো এবং বিভিন্ন ইবাদত, ফরয নামায ও বিভিন্ন নফল পূর্বের তুলনায় অধিক মনযোগ ও সুন্দরভাবে আদায় করার চেষ্টা করবো, সেখানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, এবং অনুবাদ ও এর অর্থের ওপর অভিনিবেশের চেষ্টাও করা উচিত।"

লাভবান হবার চেষ্টা করে। নতুবা যারা অত্যাচারে নিমগ্ন, যারা নিজ প্রাণের ওপর যুলুম করতে চায়, তারা ধর্মের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না, কেবল স্বীয় প্রাণের ওপরই যুলুম করে থাকে। তারা কুরআন শোনার পরও ক্ষতির মধ্যেই নিমজ্জিত থাকে। কিন্তু যে কেউ পূণ্য সংকল্পের সাথে এ হেদায়াত লাভ করতে চায়, তার জন্য হেদায়াত আর হেদায়াত। এমনও যে,বলা হয়েছে

بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ

অর্থাৎ, এটি এমন হেদায়াত, যাতে সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্য দলীল-প্রমাণও আছে আর সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীও রয়েছে।

সুতরাং দূর্ভাগা সে ব্যক্তি, যে দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শনাবলী দেখা সত্বেও ঈমান আনে না, কিন্তু আমরা সৌভাগ্যবান যারা এ গ্রন্থের মান্যকারী যা সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য হেদায়াত আর হেদায়েতের কেবল দাবীই করে না বরং পবিত্র কুরআন আমাদেরকে প্রতিটি নির্দেশের ওপর আমল করার উপদেশ দিয়েছে। যখন নির্দেশ দিয়েছে, তখন কারণও বর্ণনা করেছে যে, যদি এর ওপর আমল কর, তাহলে কি-কি লাভ হবে আর যদি আমল না কর, তাহলে কি-কি ক্ষতি হবে। যদি তোমরা মন্দকর্ম করতে থাক, তাহলে তাতে কি-কি ক্ষতি হবে।

আমরা যারা এ কুরআনকে মানি, আমাদের সৌভাগ্য এটিও যে, কুরআন স্বয়ং সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দলীল প্রদান করে। নিজ সর্বশেষ এবং পরিপূর্ণ ধর্ম হবারও দলীল পেশ করে আর মিথ্যাকে কেবল মিথ্যা বলেই পরিহার করেনি বরং সকল মিথ্যা-ধর্মের মিথ্যা হবার প্রমাণও দেয়। তাই বলা হয়েছে, যদি এমন গ্রন্থ তোমরা লাভ কর, তাহলে আল্লাহ্‌র বান্দা হবার জন্য তোমাদেরকে আরো বেশি চেষ্টা করতে হবে। বান্দা হবার মান বর্ধিত করার জন্য তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত এসব হেদায়েতের ওপর আমল করা উচিত, যার মধ্যে একটি হচ্ছে রমযানের রোযা রাখো, যাতে স্বীয় আধ্যাত্মিক মান বৃদ্ধি করতে পারো।

রোযার কারণে যখন এসব আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটবে এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ হবে তখন আল্লাহ্ তা'লার মহত্ব বর্ণনা করো। তিনি আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষির দলে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। আমাদেরকে তাদের মধ্যে গণ্য করেছেন, যারা এ কুরআনকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেনি, অন্ধ এবং বধিরদের ন্যায় এর নির্দেশকে উপেক্ষা করেনি, বরং এর শিক্ষার ওপর আমলকারী হবার চেষ্টা করেছে। এ বিষয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে যখন আমরা পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলীর ওপর অনুশীলনকারী হবো, পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ আল্লাহ্ তা'লার এ হেদায়াত থেকে কল্যাণ লাভকারী হবো, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মোতাবেক রমযানের রোযা পূর্ণ করবো তখন তাহলে আল্লাহ্‌তা'লা আপন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাদেরকে আরো অধিক পূণ্যকর্ম করার তৌফিক দিবেন। আমাদেরকে রোযার সে প্রতিদান দিবেন, যা সীমাহীন।

তাই এদিক থেকেও রমযান মাসকে দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা কেবল পরিপূর্ণ এবং কামেল হেদায়াত হিসেবেই পবিত্র কুরআন আমাদের ওপর অবতীর্ণ করেন নি, যার ফলে আমরা আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশাবলীর ওপর অনুশীলনকারী হই বরং গোটা বছরে এ বিষয় স্মরণ করিয়েছেন যে, তোমাদের জন্য এ হেদায়াত এ মাসে অবতীর্ণ হয়েছে, যা এ মাসে নাযেল হতে আরম্ভ করেছিল। আমাদেরকে তিনি এ বিষয়ের দিকে মনযোগ আকর্ষণ করেছেন, যেন কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এ মাসে আপন ইবাদতের উন্নত-মান প্রতিষ্ঠা করা যায়, রোযা রাখে, যা মুলতঃ একটি সংগ্রাম। সেখানে নৈতিক গুণাবলীকেও সমুন্নতকারী হতে বলেছে। সেসব নির্দেশাবলীর ওপরও আমলকারী হতে বলেছেন, যাতে প্রবৃত্তির/রিপুর অনিষ্ট থেকে দূরে থেকে খোদা তা'লার নৈকট্য লাভ করা যায়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেছেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ

দ্বারা রমযান মাসের তাৎপর্য বুঝা যায়। সূফীরা লিখেছেন, এ মাস আত্মিক জ্যোতির জন্য শ্রেষ্ঠ মাস। এ মাসে অধিক হারে কাশ্‌ফ (দিব্যদৃষ্টি) লাভ হয়। নামায আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে আর রোযা আত্মাকে জ্যোতির্ময় করে। আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে, নফসে আম্মারার আশক্তির

ক্ষেত্রে ব্যবধান সৃষ্টি হয়,'' দূরত্ব সৃষ্টি হয় '' এবং আত্মা জ্যোতিমন্ডিত হবার অর্থ হচ্ছে, কাশ্‌ফের দ্বার তার জন্য উম্মুক্ত হয়, যাতে খোদাকে দর্শন করতে পারে। (হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) কর্তৃক সূরা বাকারার তফসীর, পৃষ্ঠা:২৬৪)

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ দিনগুলোতে যে পরিবেশ দান করেছেন, এথেকে পুরোপুরি লাভবান হবার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। এ মাসে এমন এমন নামায আদায় করার চেষ্টা করা উচিত, যাতে প্রকৃতপক্ষেই আত্মিক-পরিশুদ্ধি হয়। নামাযের পাশাপাশি যদি আত্মিক বিশ্লেষণ হয় তাহলেই আত্মিক পরিশুদ্ধি হবে। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশের অধীনে গায়রুল্লাহ্ থেকে মুক্ত হয়ে যদি প্রত্যেক নামায আদায় করার চেষ্টা করা হয়, তাহলেই তা আত্মিক পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। প্রত্যেক নামায এ চেতনার সাথে আদায় করতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি আর তিনি আমায় দেখছেন। তাহলেই আত্মিক পরিশুদ্ধি দ্রুত গতীতে এগিয়ে যাবে। এটি তাদেরই আত্মিক পরিশুদ্ধি করবে, যারা গোপনেও স্বীয় খোদার ভয়ে ভীত হয়ে এ চেতনা ও দোয়ার সাথে তাঁর সমীপে উপস্থিত হবে যে, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে রমযানে প্রবেশ করার এখন তৌফিক দিয়েছ তুমি আমাকে এর কল্যাণ থেকে আশিস মন্ডিত করো, আর আমাকে তোমার সন্তুষ্টি দান করো এবং আমার প্রবৃত্তির কলুষতা থেকে মুক্ত হবার জন্য নামায আদায় করার তৌফিক দাও।

রমযানের যে পরিবেশ এবং এতে সুন্দরভাবে যেসব নামায আদায় করা হবে, এটিই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে। নফসে আম্মারা (মন্দের প্রতি ধাবিতকারী আত্মা), যা শয়তানের খপ্পরে আছে, প্রত্যেক মানবকে মন্দের দিকে ধাবিত করে। মানুষ রোযায় এর কবল থেকে অধিক থেকে অধিকতর দূরে থাকতে পারে, কেননা, শয়তান এ দিনগুলোতে শৃঙ্খলিত হয়। সুতরাং নামায, যা মূলতঃ শয়তান থেকে রক্ষা আর আল্লাহ্‌তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য আদায় করা হয়, এটি মানুষকে দ্রুত নফসে লাওয়ামাহ্ (তিরস্কারকারী আত্মা) হয়ে নফসে মুতমাইন্নাহ্ (প্রশান্ত আত্মা)-র গন্তব্যে পেঁছানোর মাধ্যম হতে থাকবে।

আমরা যদি এ চেতনা নিয়ে নামায আদায় করি এবং রোযার সংগ্রাম যদি এর সাথে যুক্ত হয়, তখন অতিরিক্ত (নফল) ইবাদত এদে দৃঢ়তা সৃষ্টি করবে, তখন প্রত্যেকের সামার্থানূযায়ী আল্লাহ্ তা'লা তার সম্মুখে প্রকাশিত হবেন। أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -এদ্বারা একথাও মনে রাখা উচিত যে, যদিও এতে কুরআন অবতীর্ণ হবার সূচনা (পূর্বেও এ ব্যাপারে আলোচনা করেছি) হয়েছিল, আর এরপর বছরের অন্যান্য মাসেও কুরআন করীম নাযেল হতে থেকেছে, কিন্তু প্রতি বছর রমযানে কুরআন যতটুকুই নাযেল হত, তা জিবরাইল মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে পুনরাবৃত্তি করতেন। এটি রমাযান মাসে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হবার বিশেষ বরকত বা রমযান মাসের এটি একটি বিশেষ কল্যাণ যে, বছরব্যাপী অথবা এ সময়ে কুরআনের যতটুকু অংশই অবতীর্ণ হতো তা পুরোপুরি পুনরাবৃত্ত করা হতো।

হযরত আয়শা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) হযরত ফাতেমা (রা.)-কে বলেছেন যে, তাঁর (সা.) জীবনের শেষ রমযানে জিবরাইল তাঁর কাছে দু'বার এসে পবিত্র কুরআন আবৃত্তি করেছেন।

সুতরাং এ দৃষ্টিকোন থেকেও আমাদেরকে মনযোগ এদিকেও দেয়া উচিত, এ মাসে যেখানে আমরা রমযানের রোযা রাখি. যেখানে আমরা আমাদের ইবাদত- ফরজ ও নফল নামায পূর্বের তুলনায় আরো বেশি একাগ্রতা ও সুন্দরভাবে আদায় করার চেষ্টা করি সেখানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, অনুবাদ এবং এর অর্থের প্রতি মনযোগ দান করারও চেষ্টা করা উচিত। এখানেও এবং অন্যান্য স্থানেও জামা'তীভাবে দরসের আয়োজন রয়েছে, দরস শোনার প্রতিও মনযোগ দেয়া উচিত। তারপর যেভাবে আমি বলেছি, কুরআন করীমের নির্দেশাবলী পাঠ করার পর তা নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করার প্রতিও আমাদের বেশি-বেশি চেষ্টা করা উচিত। তাহলেই প্রকৃতপক্ষে আমরা রমযান থেকে কল্যাণ মন্ডিত হবো, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হবো এবং আল্লাহ্ তা'লার মহত্ব বর্ণনা করতঃ তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দা বিবেচিত হবো। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে রমযানের সাকুল্য কলাণ থেকে আশিস মন্ডিত হবার তৌফিক দিন।

ভাষান্তর: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডন

"রমযানের যে পরিবেশ এবং এতে সুন্দরভাবে যেসব নামায আদায় করা হবে, এটিই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে।"

২৩শে মার্চ, ২০১৪ 'মসীহ্ মাওউদ দিবস' উপলক্ষে আরবদের উদ্দেশ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর আশিসপূর্ণ সম্ভাষণ:

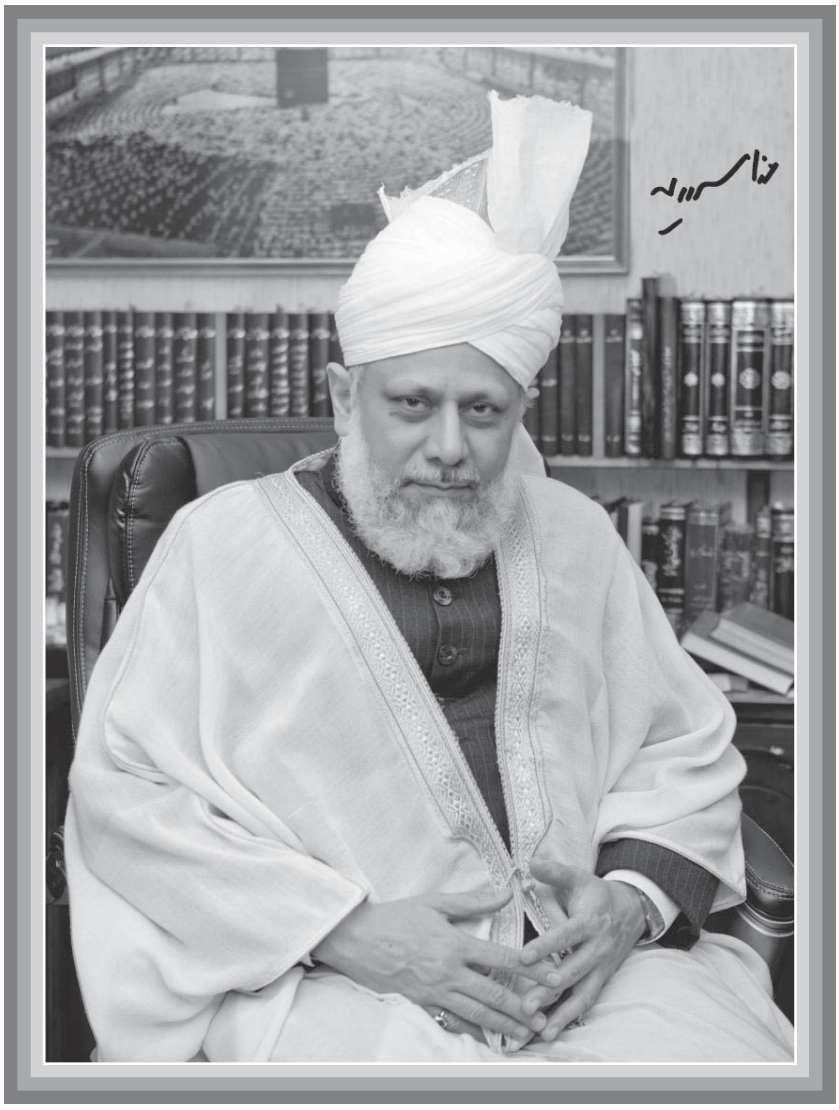

প্রিয় আরব ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজ আমার ইচ্ছা ছিল আপনাদের উদ্দেশ্যে উর্দূ ভাষায় সংক্ষেপে বক্তব্য রাখব, আর সাথে সাথে এর আরবী অনুবাদ হবে। কিন্তু শরীফ ওদাহ্ সাহেব এবং আরো কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে আমি আমার বাণী আরবীতে অনুবাদ করিয়ে নিজেই পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আজকের দিনের গুরুত্ব আমাকে আমার মনিব ও অভিভাবক হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং খোদা তা'লার সর্বশেষ ও সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থের ভাষা হতে কিছুটা হলেও কল্যাণ লাভের প্রেরণা জুগিয়েছে। তাই ভাবলাম, আমি স্বয়ং এ দিনের গুরুত্ব সম্পর্কে এই বরকতময় ভাষায় বক্তব্য রাখব।

আজকের দিনটি একটি মহান দিন, যা ভাবনার জগতে আমাকে চৌদ্দশ' বছর অতীতে নিয়ে যায়, যেখানে পবিত্র মদিনা নগরীর সেই বৈঠক আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, যাতে আমার মনিব ও অভিভাবক হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) মসজিদে নববীতে তাঁর মহান সাহাবীদের মাঝে বসে বৈঠকের শোভা বর্ধন করছিলেন আর তাদের মাঝে আধ্যাত্মিক খাদ্য ও তত্ত্বজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক ফলফলাদি বিতরণ করছিলেন। সর্বশেষ শরীয়ত ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার, এর দীপ্তির বিকাশ এবং এর চিরস্থায়ী বিজয় সংক্রান্ত ঐশী নিয়তিতে ছিল তাদের অটল ও সুদৃঢ় বিশ্বাস।

এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হৃদয়কে বর্ধিত ঈমানে সমৃদ্ধ করার জন্য সুসংবাদ "ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম ওয়া হুয়াল আযিযুল হাকিম" (অর্থাৎ, আর তাদেরই মাঝ থেকে অন্যদের প্রতিও তিনি তাঁকে আবির্ভূত করবেন, যারা এখনও তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি। আর তিনি মহাপরাক্রমাশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়) অবতীর্ণ হয়। তখন আমার নেতা ও বন্ধুর একজন সাহাবী বার বার জিজ্ঞেস করেন, আখারিন বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? আর অন্যরা তাঁদের মনিবের কথার প্রতি এই আশায় পুরো মনোযোগ নিবদ্ধ করে অপেক্ষমান ছিলেন যে, তিনি এর কী ব্যাখ্যা করেন? সেই সৌভাগ্যবান কারা, যারা "ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম" -এর সম্মানে ভূষিত হয়ে সাহাবীদের সঙ্গে মিলিত হবেন। কিছুটা সময় নিরবতার পর আমার অনুসরণীয় মনিব ও অভিভাবক পরম স্নেহের সঙ্গে তাঁর নিকটে বসা একজন প্রাণ-উৎসর্গকারী সাহাবী, যিনি অনারব, বরং পারস্য বংশীয় এবং সালমান ফার্সী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তার কাঁধে হাত রেখে বলেন, ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রেও উঠে যায়, তাহলে তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি একে ধরায় ফিরিয়ে আনবেন।

এই শুভ সংবাদের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব যাই হোক না কেন আর এতে যে ভবিষ্যদ্বাণীই থাকুক না কেন, আমার মনিব (সা.)-এর এই ব্যাখ্যার ফলে সেই বৈঠকে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্য লাভের পর আল্লাহ্ তা'লা এ ধর্মের অনিবার্য অধঃপতনের সংবাদও দিয়েছেন। তখন ইসলাম ও ঈমানের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, আর সে-যুগে মুসলমানদের কথা ও কাজের ভেতর অসামঞ্জস্যও দেখা দেবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এই সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ শরীয়তকে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখার উদ্দেশ্যে নাযিল করেছেন, সুরাইয়াতে হারিয়ে যাওয়ার জন্য নয়। মহানবী (সা.) এ সুসংবাদও দিয়েছেন যে, পারস্য বংশদ্ভূত এক ব্যক্তি ঈমানকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। তিনি কথা ও কাজের ভেতর সামঞ্জস্য সৃষ্টিকারী একটি জামাত গঠন করবেন যারা ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দেবে, যারা সাহাবীদের মত কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সকল ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবে।

"হে আল্লাহ্! তুমি এই ধরাপৃষ্ঠে পানির যে ভান্ডার আছে আর এর যত ফোটা ও বিন্দু, এবং যত জীবিত ও মৃত আর যা কিছু আকাশ মন্ডলিতে আছে আর জানা-অজানা যেসব বিষয় রয়েছে, এসবের সংখ্যার সমপরিমাণ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করো মহানবী (সা.)-এর ওপর। এবং আমাদের পক্ষ হতে তাঁর প্রতি এত বেশি সালাম প্রেরণ করো, যদ্বারা আকাশ শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ভরে যায়।"

উক্ত দু'টি বিষয় বর্ণনা করার পর মহানবী (সা.) "ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম" -এর মর্ম ও গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন এবং শেষ যুগে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেন।

আল্লাহ্‌র অপার কৃপায় আজ আমরা এ ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা স্বচক্ষে দেখছি। ইসলামের ওপর একটি অমানিশার যুগ অতিবাহিত হবার পর আমরা ইসলামের পুনর্জাগরণের যুগ প্রত্যক্ষ করছি। সেই পরম সত্যবাদীর কথা অনুযায়ী ১৮৮৯ সনের ২৩শে মার্চ সকল নিদর্শনাবলী সহ যাত্রা আরম্ভ করে আখেরী যুগেও খাতামান্ নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়তের সত্যতার ওপর মোহর অঙ্কিত করে গেছেন। এ যুগে যেসব লক্ষণ ও ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে, সেগুলোর একটি হলো সেই মহান ভবিষ্যদ্বাণী, যা আকাশে রমযান মাসে নির্ধারিত তারিখে আদম সন্তানের সর্দারের নির্ধারিত সংবাদ ও সময় অনুসারে চন্দ্র ও সূর্যে গ্রহণ লাগা। এটি এমন একটি নিদর্শন যা ইতোপূর্বে কোন মানুষের (সত্যতার) জন্য প্রকাশ পায় নি। তোমার কাছে মহানবীর নিবেদিত প্রাণ সেবক ও প্রেমিকের মাহাত্ম্য ও সত্যতার প্রমাণ প্রকাশিত হয়েছে আর এর মাধ্যমে মহানবী (সা.) এবং এই প্রেরিতের সত্যতাও প্রমাণিত হয়েছে।

আমার নেতা, শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টির সত্যতার সাক্ষ্য হিসেবে এ নিদর্শন একবার প্রাচ্যে আরেকবার পাশ্চাত্যে প্রকাশ পেয়েছে। আর এর মাধ্যমে খোদার গ্রন্থে উল্লেখিত তাঁর উক্তি "ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা কাফ্‌ফাতান লিন্নাসি বাশিরাও ওয়া নাজিরান ওয়ালা কিন্না আকসারান নাসি লা ইয়া'লামুন" (অর্থাৎ, আর আমরা তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না) পূর্ণতা লাভ করেছে। অতএব, এই চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নিদর্শন প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আবির্ভাবের নিদর্শন হিসেবে দেয়া হয়েছিল, যার উদ্দেশ্য হল মূলতঃ হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর আনীত শরীয়তের অনুশাসন-ই পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে বরং সকল অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করা। আর বিশ্ববাসীকে একথা অবহিত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ধরাপৃষ্ঠে এখন একটিই মাত্র জীবন্ত ধর্ম আছে, যার নাম হল ইসলাম, আর একজনই জীবন্ত-রসূল আছেন, যিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)।

হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা! এটিই এ দিনের গুরুত্ব। এদিন আল্লাহ্ তা'লা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে, মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ ও নিষ্ঠাবান সেবককে তাঁর ভালবাসা ও প্রেমে

বিভোর হবার কল্যাণে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী হবার সম্মানে ভূষিত করেছেন। আর তাঁকে সেসব পুণ্যাত্মা ও সাধুদের সমন্বয়ে প্রথম যুগের সাহাবীদের সাথে মিলিত করার মানসে আখারীনদের একটি জামাত গঠনের নির্দেশ দেন। একইভাবে তাদের কাছ থেকে ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকা বিশ্বময় উড্ডীন করার লক্ষ্যে নিজেদের প্রাণ, সম্পদ ও সময় উৎসর্গ করার অঙ্গীকার সাপেক্ষে বয়আতের অঙ্গীকার নেয়ারও নির্দেশ দেন। আমরা স্বাক্ষ্য দেই, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) খাতামান্ নবীঈন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও উৎকর্ষতার মোহর পৃথিবীর সকল মানুষের হৃদয়ে অঙ্কন করে তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর দাসে পরিণত করাই আমাদের প্রধান কাজ। অতএব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনুসারীদের ওপর অর্পিত এই কাজ কোন সাধারণ বা ছোট কাজ নয়।

আহমদীয়া জামা'ত যে এই দিনটি উদযাপন করে, এর উদ্দেশ্য হলো, আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করে, নিজেদের কর্মকান্ডের অবস্থা যাচাই করে সেই পরবর্তীদের বা আখারীনদের দলভুক্ত হবার চেষ্টা করা, যাদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) সাহাবীদের বৈঠকে সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং বলেছেন, তারা পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত হবে। তাই যতদিন বিশ্বের সকল মানুষকে মহানবী (সা.)-এর চরণতলে এনে সমবেত না করবো, ততদিন আমাদের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার কোন সুযোগ নেই।

অতএব, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দীকে মানার পর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা কোন সাধারণ কাজ নয়।

হে আরবে বসবাসকারী সেসব সৌভাগ্যবান মানুষ! যারা মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসকে মেনে এই মহান কাজের অঙ্গীকার করেছ, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে সকল মুসলমানকে, বিশেষভাবে সেসব মুসলমানকে, যারা আল্লাহ্ তা'লার সবচেয়ে প্রিয় আর সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর ভাষা-ভাষিও, আর যারা তাঁর সম্পূর্ণ গ্রন্থ পঠন, কথন ও বুঝার দক্ষতা রাখে; তাদের সবার কাছে এই বাণী পৌঁছে দাও যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র হাতে সমবেত হয়ে এক উম্মতভুক্ত হওয়ার মাঝেই আজ মুসলমানদের মুক্তি ও উন্নতি নিহিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বেদনাকে স্বজাতির কাছে পৌঁছিয়ে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহায্যকারী হও। তাদেরকে আন্তরিকভাবে ডেকে বল, আসো আমরা সবাই এক হয়ে মহানবী (সা.)-এর পতাকাকে বিশ্বের সর্বত্র উড্ডীন করি। আর একের পর এক দেশ এবং একের পর এক জাতি আর একজনের পর আরেকজন মানুষকে মহানবী (সা.)-এর দাসত্বের গন্ডিভুক্ত করি।

এখন আমি বরকত ও নসীহতের মানসে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আ.) আরবদের উদ্দেশ্যে যে বাণী দিয়েছিলেন, তা উপস্থাপন করছি।

তিনি (আ.) বলেন, *"আসসালামু আলাইকুম। হে আরবের খোদাভীরু এবং মনোনীত লোক সকল! আসসালামু আলাইকুম, হে নবীর পবিত্র ভূমির বাসিন্দাগণ! আর খোদার পবিত্র গৃহের চতুষ্পার্শ্বে বসবাসকারীগণ! তোমরা ইসলামের বিভিন্ন জাতির মধ্য হতে সর্বোত্তম জাতি আর মহা সম্মানিত খোদার নির্বাচিত দল। কোন জাতি তোমাদের শ্রেষ্ঠত্বের ধারে কাছেও পৌঁছতে পারে না। তোমরা ভদ্রতা, পবিত্রতা আর মোকাম ও মর্যাদার দিক থেকে সবার চেয়ে এগিয়ে আছো। তোমাদের জন্য এই গৌরবই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় ওহীর সূচনা হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে আরম্ভ করে সেই নবীর মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন যিনি তোমাদের মধ্য থেকেই ছিলেন আর তোমাদের মাটিই ছিল তার দেশ ও জন্মস্থান আর আবাসস্থল।*

তোমরা হয়তো জানো না সেই নবীর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য কী? তিনি হলেন, মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.), যিনি মনোনীতদের নেতা, নবীদের গৌরব আর সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল এবং সমগ্র মানব জাতির ইমাম বা নেতা। পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের বিষয়টি সর্বজন বিদিত। তাঁর ওহীতে অতীতের সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান ও উৎকর্ষ শিক্ষামালার সমাবেশ ঘটেছে। প্রকৃত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও হিদায়াতের যে পথ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তাঁর ধর্ম এর সবক'টিকে পুনরুজ্জীবিত করেছে।

হে আল্লাহ্! তুমি এই ধরাপৃষ্ঠে পানির যে ভান্ডার আছে আর এর যত ফোটা ও বিন্দু,

"হে আমার ভাইয়েরা! তোমাদের আর তোমাদের দেশের প্রতি আমার সীমাহীন ভালবাসা রয়েছে। আমি তোমাদের পথধূলি আর তোমাদের অলিগলির পাথর-কঙ্করকেও ভালবাসি। পৃথিবীর সবকিছুর ওপর আমি তোমাদের প্রাধান্য দেই।"

এবং যত জীবিত ও মৃত আর যা কিছু আকাশ মন্ডলিতে আছে আর জানা-অজানা যেসব বিষয় রয়েছে, এসবের সংখ্যার সমপরিমাণ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করো তাঁর ওপর। এবং আমাদের পক্ষ হতে তাঁর প্রতি এত বেশি সালাম প্রেরণ করো, যদ্বারা আকাশ শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ভরে যায়।

কল্যাণমন্ডিত সেই জাতি! যারা মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্যের যোয়াল শিরোধার্য করেছে আর আশিসমন্ডিত সেই হৃদয় যা মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং তাঁর মাঝে বিলীন হয়ে গেছে, তাঁর ভালবাসায় বিভোর হয়েছে।

হে সেই পুণ্যভূমির বাসিন্দাগণ! যে দেশে মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র পদচারণা হয়েছে, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি কৃপা করুন আর তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তোমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট রাখুন।

হে খোদার বান্দারা! তোমাদের সম্পর্কে আমার ধারণা অতি উত্তম। আমার আত্মা তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল।

"হে আরবের প্রিয়গণ! আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে অশেষ কৃপারাজি, অগণিত গুণাবলী এবং মহা কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী করেছেন। তোমাদের দেশে আল্লাহ্‌র সেই গৃহ অবস্থিত, যার মাধ্যমে জনপদের জননী (মক্কা)-কে বরকতময় করা হয়েছে। আর তোমাদের মাঝে সেই পবিত্র নবীর সমাধি রয়েছে, যিনি পৃথিবীর সকল দেশে একত্ববাদ প্রচার করেছেন আর আল্লাহ্‌র মহিমা বিকশিত করেছেন।"

আমি তোমাদের দেশ ও তোমাদের মত কল্যাণমন্ডিত ব্যক্তিবর্গকে দেখার বাসনায় অস্থির। যাতে আমি সেই ভূমির দরশন পাই, যেখানে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির পদচারণা ঘটেছে। আর সেই মাটিকে আমার চোখের সুরমা বানাতে পারি। আর আমি যেন মক্কা এবং এই নগরীর পুণ্যাত্মাদের ও এই শহরের পবিত্র স্থানসমূহ আর জ্ঞানীগুণীদের দেখার সৌভাগ্য লাভ করি এবং সেখানকার আউলিয়ায়ে কেরাম এবং স্বর্গীয় নিদর্শনাবলী দেখে যেন আমার নয়ন জুড়ায়।

অতএব, খোদার কাছে আমার বিনীত প্রার্থনা, তিনি যেন আমাকে স্বীয় অপার অনুগ্রহে আপনাদের পবিত্র ভূমির দরশন দান করেন আর আপনাদেরকে দেখার সুযোগ দিয়ে আমাকে ধন্য করেন।

হে আমার ভাইয়েরা! তোমাদের আর তোমাদের দেশের প্রতি আমার সীমাহীন ভালবাসা রয়েছে। আমি তোমাদের পথধূলি আর তোমাদের অলিগলির পাথর-কঙ্করকেও ভালবাসি। পৃথিবীর সবকিছুর ওপর আমি তোমাদের প্রাধান্য দেই।

হে আরবের প্রিয়গণ! আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে অশেষ কৃপারাজি, অগণিত গুণাবলী এবং মহা কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী করেছেন। তোমাদের দেশে আল্লাহ্‌র সেই গৃহ অবস্থিত, যার মাধ্যমে জনপদের জননী (মক্কা)-কে বরকতময় করা হয়েছে। আর তোমাদের মাঝে সেই পবিত্র নবীর সমাধি রয়েছে, যিনি পৃথিবীর সকল দেশে একত্ববাদ প্রচার করেছেন আর আল্লাহ্‌র মহিমা বিকশিত করেছেন। তোমাদের মাঝেই এমন মানুষ ছিল, যারা সর্বান্তঃকরণে, কায়মনোবাক্যে ও বুঝে-শুনে তাঁর রসূলকে সাহায্য করেছেন। খোদার ধর্ম ও তাঁর পবিত্র-গ্রন্থ প্রচারের লক্ষ্যে নিজেদের জান-মাল সবই উৎসর্গ করে দিয়েছেন। এই শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসন্দেহে আপনাদেরই স্বতন্ত্র-বৈশিষ্ট্য। যে আপনাদের যথাযথভাবে সম্মান করে না নিশ্চয় সে অন্যায় ও অবিচার করে।

হে আমার ভাইয়েরা! আমি আপনাদের সমীপে এক ক্ষতবিক্ষত হৃদয় অশ্রুসিক্ত নয়নে এই পত্র লিখছি, তাই আমার কথায় কর্ণপাত করুন, আল্লাহ্ আপনাদেরকে এর সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।" (আয়নায়ে কামালতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন-৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৪১৯-৪২২)

তিনি (আ.) আবার বলেন, ***"হে আরবের সম্ভ্রান্ত ভাইয়েরা! মনেপ্রাণে আমি আপনাদের সাথে আছি। আমার প্রভু আমাকে আরবদের বিষয়ে শুভসংবাদ দিয়েছেন আর তাদের সাহায্য করার, সঠিক পথ প্রদর্শনের এবং তাদের অবস্থার সংশোধনের জন্য তিনি আমার প্রতি ইলহাম করেছেন। খোদা চাইলে আপনারা এ কাজে আমায় সফল হতে দেখবেন।***

হে সম্মানিত ভাইসকল! কল্যাণময় ও মহিমান্বিত খোদা ইসলামের সমর্থন ও সংস্কারের জন্য আমার নিকট বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং আমার প্রতি একাধারে কল্যাণবারী বর্ষণ করেছেন এবং আমাকে বিভিন্ন প্রকার নিয়ামতে ভূষিত করেছেন। ইসলামের ক্রান্তিলগ্নে আর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মহানবী (সা.)-এর উম্মতের সংকটকালে আমার প্রভু আমাকে অনুগ্রহরাজি, কল্যাণবারী, বিজয় ও ঐশী সাহায্যের শুভসংবাদ দিয়েছেন।

অতএব, ***হে আরববাসী! আমি এই আধ্যাত্মিক নিয়ামতে আপনাদেরকেও অংশীদার করতে চাই। আমি অধীর আগ্রহে এই দিনের অপেক্ষায় ছিলাম। অতএব, বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান প্রভু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা কী আমার সাথে একীভূত হতে আগ্রহী?"*** (হামামাতুল বুশরা, রূহানী খাযায়েন, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ১৮২-১৮৩)

অতএব, এ ছিল সেই বেদনাঘন আর সহমর্মিতা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীর একটি অংশ মাত্র, যা আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছি। আজকে যদি বিশ্বের মুসলমানরা, বিশেষকরে আরবরা মহানবী (সা.)-এর এই নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিকের বেদনার্ত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ আহ্বানে সাড়া দেয় তাহলে উম্মতে মুসলেমাহ্‌র আশংকাজনক অবস্থা শুভসংবাদ ও আশীর্বাদে রূপ নিতে পারে।

আল্লাহ্ মুসলমানদের, বিশেষকরে আরবদের এই আহ্বানে সাড়া দেয়ার তৌফিক দিন, যাতে ইসলামের উজ্জ্বল চেহারা পুনরায় এক নতুন মহিমায় স্বীয় প্রভায় পৃথিবীকে আলোকোদ্ভাসিত করতে পারে আর বিশ্ববাসী তাদের এক ও অদ্বিতীয় খোদাকে চিনতে সক্ষম হয়।

হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে সাহায্য কর আর আমাদেরকে নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের তৌফিক দান কর, যাতে আমরা নিজ জীবদ্দশায় সকল ধর্মের ওপর ইসলামের বিজয় দেখে যেতে পারি। আমীন, ইয়া রাব্বিল আলামীন।

ভাষান্তর: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডন।

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-১১)

৭৩ দলে বিভক্তির ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা

মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীস অনুযায়ী বহু দল ও উপদলে বিভক্ত আখেরী যুগের মুসলিম উম্মত। একমাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত ফিরকা বলে দাবীকারী হলো আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যা খেলাফত ব্যবস্থার অধীনে একতাবদ্ধ এবং সুসংগঠিত এবং ইসলামের শান্তিপূর্ণ প্রচারে সদা ব্যাপৃত। সংশ্লিষ্ট হাদীসটি নিম্নরূপঃ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেনঃ "বনী ইস্রায়েল তো ৭২ ফিরকায় (দলে) বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মত ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হবে। তাহাদের প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাবে-কেবলমাত্র একটি ফিরকা ব্যতীত। তাঁরা (সাহাবাগণ) বললেন, হে আল্লাহর রসুল! সেই ফিরকা কোনটি? তিনি বললেনঃ আমি এবং আমার সাহাবাগণ যে পথে আছে সেই পথে যে ফিরকা থাকবে।" (তিরমিযি, কিতাবুল ঈমান)।

উল্লেখ্য যে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর মুসলিম উম্মত খেলাফতে রাশেদার নেতৃত্বাধীনে একতাবদ্ধ জামা'তের অধীনস্থ ছিল এবং সেই আদর্শের ভিত্তিতে বর্তমান যুগে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠিত, যেভাবে এই হাদীসের শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাব-কালে ৭২ টি ইহুদী ফিরকার তালিকাঃ

Seventy Two (72) *Jewish Sects at the time of (Hazrat Isa) Jesus (A):*

1. Pharisees, 2. Sadducees
3. Essenes/Ossenes
4.Party of Covenant
5. Karaites, 6. Zealots
7. Therapeutae, 8. Kabbalah
9. Qumranites, 10. Hasmoneans
11. Amme ha 'arez
12. Yahwists, 13. Rechabites
14. Nazerites
15. Hellenists (Followers of Stephen)
16. Maccabees
17. Hasideans, 18. Eleazarites
19. Hyrcanusites
20. Epicureans
21. Stoics, 22. Pythagoreans
23. Zadokites
24. Enochites
25. Zakaites, 26. Beth Hillel
27. Beth Shammai
28. Followers of Bar Cochba
29. Habakkukites
30. Ebionites
31. Levites, 32. Ezekielites
33. Herodians
34. Scribes (soferims)
35. Galileans
36. Hemerobaaptists
37. Baptists
38. Masbothei, 39. Genistae
40. Meristae
41. Hellenians (Followers of Hellene)
42. Nasaraioi
43. Introversionists
44. Alexanderian Jews
45. Philos
46. Hezekiah, 47. Josiah
48. Canaanites
49. Samaritans, 50. Aaronides
51. Gnostic Jews of Qumran
52. Boethusians
53. Conversionists
54. Josianic Movement
55. Babylonian Jews
56. Elephantinites, 57. Oniasites
58. Judeans, 59. Ein Fashka
60. Antiochusians
61. Selecudins
62. Sicani, 63. Zedekiahs
64. Followers of Simon Bar Giora
65. Followers of John of Giscala
66. Followers of Simon Bar Kosiba
67. Patriarchate
68. Apocalypticians
69. Shabbatai Zevi Movement
70. Adventists
71. Epiphanesians
72. Palestanian Jews

***REFERENCE:**

* A Sectarian Analysis of the Damascus Document by John W. Martens, in Essays in the Social Scientific Study of Judaism and Jewism and Jewish Society, Edited by Simcha Fishbane, Jack N. Lightstone and Victor Levin (Department of Religion, Concordia University, Montreal 1990).

* Jewish Sects at the time of Jesus by Marcel Simon, translated into English by James H. Farley, (Fortress Press Philadelphia 1980)

* Jewish Sectarianism in Second Temple Times by Lawrence H.

Schiffrman, in Great Schisms in Jewish History (Center for Judaic Studies University of Denver and KATAV Publishing House. INC. Newyork 1981).

মুহাম্মদী উম্মতের (৭২+১) দল বা ফিরকার তালিকাঃ

নিম্নে বর্ণিত তালিকাটি 'Islamic Encyclopedia' যা মুন্সী মেহবুব আলীম (সম্পাদক 'পয়সা' পত্রিকা লাহোর কর্তৃক সম্পাদিত পৃঃ ৫৭০-৫৭২) এবং "আল-ফারক বাইনাল ফিরাক" প্রণেতা আবু মনসুর আবদাল কাহির ইবনে তাহির আল-বাগদাদী (ইংলিশ অনুবাদ করেছেন Kate Chamber Seelye Ams Prees, New York, 1966)-এর সাহায্যে উল্লেখ করা হলো।

১) হানাফিয়া (Hanafiyah)
২) সুলায়মানিয়া (Sulaimaniah)
৩) মুহাম্মদিয়া (Muhammadiyah)
৪) বুত্রিয়া (Butriya)
৫) ইয়াকুবিয়া (Yaqubiya)
৬) কারিবিয়া (Karibiyah)
৭) কামিল্লিয়া (Kamilliyah)
৮) জারুদিয়া (Jarudiyah)
৯) বাকিরিয়া (Baqiriyah)
১০) নাদিসিয়া (Nadisiyah)
১১) শাইয়া (Sha'iyah)
১২) আম্মালিয়া (Ammaliyah)
১৩) ইসমাইলিয়া (Ismailiyah)
১৪) মুসাবিয়া (Musawiyah)
১৫) মুবারিকিয়া (Mubarikiyah)
১৬) কাথিয়া (Kathiyah)
১৭) হাশামিয়া (Hashamia)
১৮) জারারিয়া (Zarariyah)
১৯) ইউনেসিয়া (Younasiyah)
২০) শয়তানিয়া/শিরিকিয়া (Shaitaniyah/Shireekiyah)
২১) আজরাকিয়া (Azraqiah)
২২) নাজাদাত (Najadat)
২৩) সুফরিয়া (Sufriyah)
২৪) আজারিডা (Ajaridah)
২৫) খাজিমিয়া (Khazimiyah)
২৬) শুবাইবিয়া/হুজ্জাতিয়া (Shuaibiyah/Hujjatiyah)
২৭) খালাফিয়া (Khalafiyah)
২৮) মালুমিয়া/মাঝিলিয়া (Ma'lumiyah/Majhiliyah)
২৯) সালতিয়া (Saltiyah)
৩০) হামজিয়া (Hamziyah)
৩১) সালিবিয়া (Tha'libiyah)
৩২) মাবাদিয়া (Ma'badiyah)
৩৩) আখনাছিয়া (Akhnashiyah)
৩৪) শাইবানিয়া/মাশবিয়া (Shibaniyah/Mashbiyah)
৩৫) রাশিদিয়া (Rashidiyah)
৩৬) মুকাররামিয়া/তেহমিয়া (Mukarramiyah/Tehmiyah)
৩৭) ইবাদিয়া/আফালীয়া (Ibadiyah/Af'aliyah)
৩৮) হাফসিয়া (Hafshiyah)
৩৯) হারিসিয়া (Harithiyah)
৪০) আশাব-তাহ (Ashab Ta'ah)
৪১) শাবিবিহা/সালিহিয়া (Shabibiyah/Salihiyah)
৪২) অসিলিয়া (Wasiliyah)
৪৩) আমরিয়া (Amriyah)
৪৪) হুদায়লিয়া/ফানিয়া (Hudhailiyah/Faniyah)
৪৫) নাজ্জামিয়া (Nazzamiyah)
৪৬) মুয়াম্মারিয়া (Mu'ammariyah)
৪৭) বাশরিয়া (Bashriyah)
৪৮) হিশামিয়া (Hishamiyah)
৪৯) মুরদারিয়া (Murdariyah)
৫০) জাফরিয়া (Ja'friyah)
৫১) ইসকাফিয়া (Iskafiyah)
৫২) সামামিয়া (Thamamiyah)
৫৩) জাহিজিয়া (Jahiziyah)
৫৪) শাহহামিয়া (Shahhamiyah/Sifatiyah)
৫৫) খাইয়াতিয়া/মাখলুকিয়া (Khaiyatiyah/Makhluqiyah)
৫৬) কাবিয়া (Ka'biyah)
৫৭) জুব্বাইয়া (Jubbaiyah)
৫৮) বাহশামিয়া (Bahshamiyah)
৫৯) ইবরিয়া (Ibriyah)
৬০) জানাদিকিয়া (Zanadiqiyah)
৬১) কাবারিয়া (Qabariyah)
৬২) হুজ্জাতিয়া (Hujjatya)
৬৩) ফিকরিয়া (Fikryah)
৬৪) আলিভিয়া/আজারিয়া (Aliviyah/Ajariyah)
৬৫) তানাসিখিয়া (Tanasikhiya)
৬৬) রাজিয়া (Raji'yah)
৬৭) আহাদিয়া (Ahadiyah)
৬৮) রাদিদিয়া (Radeediyah)
৬৯) সাতবিরিরিয়া (Satbririyah)
৭০) লাফজিয়া (Lafziyah)
৭১) আশারিয়া (Ashariyah)
৭২) বাদাইয়া (Bada'iyah)

Reference:

* 'Islamic Encyclopedia' Munshi Methboob 'Alim (editor Newspaper 'Paisa', Lahore, Pakistan) p.570-572.

* Al-Farq Bain Al-Firaq, by Abu-Mansur 'abd-al-Kahir ibn-Tahir al-Baghdadi, Translated into English by Kate Chambers Seelye, (AMS Prees, New York 1966).

('Review of Religions'-Nov 1996-অবলম্বনে)

[*নোটঃ* উপরোক্ত তালিকাটি হলো বরাতে উল্লেখিত গবেষকদের বর্ণনা বা ভাষ্য (Version)। উল্লেখ্য যে, অন্যদের পৃথক ভাষ্য বা বর্ণনা থাকতে পারে। সার কথা হলো বহু দল-উপদলে মুসলিম উম্মত বিভক্ত হয়েছে এবং একটি দল ব্যতীত হাদীস অনুযায়ী অন্যান্য দল-উপদলগুলো কলহ-কোন্দলের মধ্যে নিমজ্জিত। উপরোক্ত তালিকাভুক্ত ফিরকাগুলোর মধ্যে আরো উপদল রয়েছে যেগুলো মধ্যপ্রাচ্য এবং ভারত উপমহাদশের বিভিন্ন স্থানে অন্যান্য নাম ও উপনামে পরিচিত। সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা/নাম এখানে উল্লেখের অবকাশ নেই। যেমনঃ-দেওবন্দী, বেরেলভী, ওহাবী, আহলে কুরআন, আহলে হাদীস, দাউদী, সাত্তারী,পীরপন্থী, ফকীর-পন্থী, খানকা-পন্থী ইত্যাদি ইত্যাদি। বাংলাদেশ সহ অন্যান্য দেশের কোন ব্যক্তি উপরোক্ত দলগুলোর আওতাধীন না হয়ে থাকলে স্থানীয়ভাবে পরিচিত কোন উপদলের সংঙ্গে সেই ব্যক্তি সম্পর্ক যুক্ত হতে পারে। এরূপ সব উপদলের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়- তালিকার বৃহৎ আকৃতির কারণে]

এখানে উল্লেখ্য যে, কতকগুলো সুত্রের ভিত্তিতে ইহুদীদের ৭২ দলের তালিকা এবং মুসলিম উম্মতের (৭২+১) ফিরকাগুলোর তালিকা উল্লেখ করা হলো। এ কথা বলা প্রয়োজন যে ইতিহাসের পাতায় ইসলাম ধর্মের ব্যাখ্যা-জনিত মতাদর্শ-ভিত্তিক নতুন নতুন দল এবং উপদল সৃষ্টির এবং সেগুলোর নামকরণের বিভিন্নতার ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। মোটকথা, মুসলিম উম্মতের সকল দলের মধ্যে কোন্‌টি যে সঠিক ফিরকা সেটা উপরোক্ত হাদীসের আলোকেই নিরূপণ করা উচিৎ।

(চলবে)

আল্লাহ্ প্রেমিকদের আধ্যাত্মিক বাগান ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠে রমযানে

মাহমুদ আহমদ সুমন

পবিত্র রমযানকে স্বাগত জানানোর জন্য মু'মিন মুত্তাকির হৃদয় অধির আগ্রহে অপেক্ষমান থাকে। এ মাসে আল্লাহ্‌প্রেমিকদের আধ্যাত্মিক বাগান ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠে। মহান খোদা তা'লার অশেষ কৃপায় আরেকটি রমযান মাস আমরা লাভ করার সৌভাগ্য পেয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। এ জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে আমাদের অনেক বেশি কৃতজ্ঞ হয়ে দোয়ায় রত হওয়া উচিৎ।

ইসলামী-পঞ্জিকা মোতাবেক প্রতি বছর পবিত্র মাহে রমযান আসে, আবার চলে যায়। মুসলিম জাহানের প্রাপ্ত-বয়স্ক সুস্থ-সবল নর-নারী এ পবিত্র মাসে ইবাদতের নিয়তে ছোবহে ছাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সর্বপ্রকার পানাহার এবং স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলন হতে বিরত থেকে রোযা পালন করে থাকেন। রোযার মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন–"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য রোযা ফরজ করা হলো, যেভাবে তা ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের জন্য, যেন তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করতে পার" (সূরাতুল বাকারা ঃ ১৮৪)।

প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ-সবল মুসলিম নর-নারী, যাদের পবিত্র রমযান লাভের সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে, তাদের উচিত অবজ্ঞা-অবহেলা আর কোন প্রকার বাহানার আশ্রয় না নিয়ে রোযা রাখা। কেননা মানুষ মরণশীল, অতএব যে রমযান চলে যাচ্ছে, তা জীবনে দ্বিতীয়বার ফিরে না আসার সম্ভাবনাই বেশি। রমযান এমন একটি মাস, যে মাসের সাথে অন্য কোন মাসের তুলনা চলে না।

কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে ঃ– 'রমযান সেই মাস যে মাসে নাযিল হয়েছে কুরআন, যা মানবজাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান (হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী) বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদিস্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাসকে পায়, সে যেন এতে রোযা রাখে; (বাকারা ঃ ১৮৬)।

মানব হৃদয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি ও তাক্‌ওয়ার মান বাড়াতে রোযা লবণ সদৃশ্য। রোযা রোযাদারের যাবতীয় পাপ মোচন করে জান্নাত লাভের নিশ্চয়তা প্রদান করে। 'হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাসের আন্তরিকতায় ও উত্তম ফল লাভের বাসনায় রমযান মাসে রোযা রাখে, তার পুর্বের সর্বপ্রকার পাপ ক্ষমা করা হবে', (বুখারী, মুসলিম)।

হাদীস পাঠে জানা যায়, 'রোযা ধৈর্যের অর্ধেক আর ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে রমযানের রোযা স্রষ্টার সাথে বান্দার সাক্ষাৎ লাভের মাধ্যম হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ স্তম্ভ। আর এজন্যই হযরত রসূল করীম (সা.) হাদীসে কুদসীর মাধ্যমে এরশাদ করেছেন। 'সম্মান ও মর্যাদার প্রভু আল্লাহ্ বলেন, 'মানুষের অন্য সব কাজ তার নিজের জন্য, কিন্তু রোযা একান্তই আমার জন্য এবং আমি এর জন্য তাকে পুরস্কৃত করব'। রোযা ঢাল স্বরূপ। তাঁর নামে বলছি, যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট মেশকের গন্ধের চেয়েও পবিত্র। একজন রোযাদার দু'টি আনন্দ লাভ করে। সে আনন্দিত হয় যখন সে ইফতার করে এবং রোযার কল্যাণে সে আনন্দিত হয় যখন সে তার প্রভূর সাথে মিলিত হয় (বুখারী)।

কুরআন শরীফ হতে প্রতীয়মান হয় যে,

আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্যশীলদেরকে বেহিসাব সওয়াব দান করবেন। রোযা পালন করার ফলে রোযাদার ধৈর্যের চূড়ান্ত নমুনা পেশ করেন। হাদীসে কুদসী হতে আরো জানা যায় যে, হযরত রাসূলে পাক (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, রোযাদার তার ভোগ-লিপ্সা এবং পানাহার শুধুমাত্র আমার জন্যই বর্জন করে, সুতরাং রোযা আমার উদ্দেশ্যেই আর আমিই এর প্রতিদান (মুসলিম)।

ইমাম গায্যালী (রহ.) পবিত্র রমযানে রোযার হকীকত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, 'আল্লাহ্ তা'লা রোযাদার ও ইবাদতে মশগুল যুবকের জন্য ফিরিশ্তাদের কাছে বড়াই করেন। আর বলেন, হে আমার জন্য কামনা-বাসনা দমনকারী যুবক! হে আমার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যৌবন অতিবাহিতকারী যুবক! কোন ফিরিশ্তার চেয়ে তুমি আমার নিকট কম নও। হে ফিরিশ্তা মন্ডলী! তোমরা আমার যুবক-বান্দার প্রতি লক্ষ্য কর, সে তার কাম-প্রবৃত্তি, তার ক্রোধ, তার মুখ, তার পানাহার শুধুমাত্র আমারই সন্তুষ্টির লক্ষ্যে বর্জন করেছে" (এহ্ ইয়া উলুমিদ্দীন)।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূলে করীম (সা.) বলেছেনঃ– শয়তান মানুষের ধমনীতে চলাচল করে, তোমরা যদি শয়তান হতে আত্মরক্ষা করতে চাও, তবে রোযার মাধ্যমে তোমাদের ধমনীকে সংকীর্ণ করে দাও। রাবী আরো বলেন, একবার হুযূর (সা.) আমাকে বললেন, হে আয়শা! সদাসর্বদা জান্নাতের দরজার কড়া নাড়তে থাক। জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.), তা কিভাবে? তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, রোযার মাধ্যমে' (এহ্ ইয়াউ উলুমিদ্দীন)। হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে- হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেনঃ যখন রমযান মাস আসে, তখন জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, আর শয়তানের পায়ে জিঞ্জির পরানো হয়' (বুখারী)।

প্রত্যেক রোযাদারকে গভীরভাবে মনে রাখতে হবে যে, রোযা আদায়ের অর্থ কতগুলো বিষয় থেকে বেঁচে থাকা ও কতগুলো বিষয়কে বর্জন করা। এর মাঝে বাহ্যিকতার কোন আমল নেই। অন্য যেকোন ইবাদত মানব দৃষ্টে ধরা পড়ে, কিন্তু রোযা এমন এক ইবাদত, যা শুধু আল্লাহ্ই দেখতে পান, যার মূল শিকড় রোযাদার ব্যক্তির হৃদয়ে লুকায়িত তাকওয়ার সাথে সংযুক্ত। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, মানুষের হৃদয়ে যদি শয়তানের আনাগোনা না থাকতো, তবে মানুষ উর্দ্ধজগত দেখার দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে যেত। শয়তানের আনাগোনা বন্ধে রোযা হচ্ছে ইবাদত সমূহের ঢাল স্বরূপ"।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে একটি রোযা রাখে, তার এ একটি দিনের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'লা তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের দুরত্বে সরিয়ে রাখবেন', (বুখারী, মুসলিম)।

একজন ব্যক্তির কেবল অভুক্ত এবং পিপাসার্ত থাকাই রোযার মূল উদ্দেশ্য নয়। কেননা হুযুর পাক (সা.) বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ যখন কোন দিন রোযা রাখে, সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং গোলমাল ও ঝগড়া-ঝাটি না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা কেউ তার সাথে ঝগড়া ঝাটি করে, তবে তার বলা উচিত, 'আমি রোযাদার, (বুখারী)।

হুযূর (সা.) আরো বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি (রোযা রাখার পরও) মিথ্যা বলা ও খারাপ কাজ করা হতে বিরত না থাকে, তার পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই (বুখারী)। রোযা দ্বারা মানুষ স্বীয় কামনা বাসনাকে দমন করে নিজকে ফিরিশ্তগণের মোকাম অতিক্রম করাতে সক্ষম হয়। সে পৌঁছে যায় নাফ্সে মুৎমাইন্নাহ্–অর্থাৎ প্রশান্তি-প্রাপ্ত আত্মার পর্যায়ে। রোযা দ্বারা আত্মাকে জ্যোতির্ময় করার সুযোগ পাওয়া যায়।

ইতোমধ্যে আমাদের জীবনের দীর্ঘতম অংশ অবজ্ঞা অবহেলায় অতিত হয়েছে। কেউ জানি না আর কতটা সময় আমাদের জন্য অবশিষ্ট রয়েছে। হয়তবা পরবর্তী রমযান আর ফিরে পাব কি-না, তাও আমরা কেউ বলতে পারি না, আর এটা বলা কারো পক্ষে সম্ভবও নয়।

তাই আসুন, আমরা সবাই এই রমযানে রোযার সাধনা দ্বারা নিজকে কবুলিয়তে দোয়ার মোকামে উপনীত করতে আপ্রাণ চেষ্টা-প্রচেষ্টায় রত করি। আর আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করি "আল্লাহুমা ইন্নাকা আফুউন তুহিবুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি।" মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে পবিত্র রমযানের দিনগুলোতে ইবাদত-বন্দেগীতে রত থাকতে এবং আল্লাহ্পাকের হক এবং বান্দার হক প্রদানের ক্ষেত্রে যেন অনেক বেশি সচেষ্ট হতে পারি, সেই তৌফিক দান করুন, আমীন।

masumon83@yahoo.com

হুয়াশ্ শাফী
HOWASHAFI

পুরাতন ও জটিল রোগের হোমিও চিকিৎসা করাতে চাইলে

আপনারা ডাক, টেলিফোন অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে রোগের বিবরণ জানিয়ে ব্যবস্থাপত্র নিতে পারেন। ই-মেইল করার সময় অবশ্যই ইংরেজী অথবা উর্দূতে লিখতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা :

Dr. Rana Saeed A Khan
4, Kings Wood Avenue, Thornton Heath
Surrey, CR7 7HR

Tel: 00447878760588 (Mobile) Res:00442080904449
Email: howashafi313@gmail.com
Website:www.alislam.org/howashafi

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান

আহমদ জাকির হোসেন
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ।

মহান আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপা ও অনুগ্রহে লাল-সবুজের সোনার বাংলায় যুগ-খলীফার স্বপ্ন-সারথি হয়ে আরো একধাপ অগ্রসর হলো জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআনের ভাষায় সৎসঙ্গের আরেকটি দল তৈরী হলো বাংলার মাটিতে। যেভাবে কুরআন করীমে বলা হয়েছে, "এবং তোমাদের মধ্যে (সদা) এমন এক জামা'ত থাকা দরকার, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিবে এবং অসঙ্গত কাজ করতে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ এরাই সফলকাম হবে।" [সূরা আলে ইমরান : ১০৫]

গত ০৪ জুন ২০১৪ রোজ বুধবার, সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সদয় অনুমোদনক্রমে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয় জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বরকত মন্ডিত যে বিষয়টি আমাদেরকে ধন্য করেছে তা হলো, এ অনুষ্ঠানে হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বংশধর মোহতরম সৈয়দ কাশেম আহমদ শাহ সাহেব, নাযের উমুরে খারেজা এবং নাযের যারাআ'ত, রাবওয়া। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং সদ্য পাশকৃত ছাত্রদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্জ মোবাশ্‌শেরউর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। এছাড়াও উক্ত আনন্দঘন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জামা'তের কেন্দ্রীয়

মওলানা ইয়াসিন আহমদ

মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন

মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার

মওলানা জাহিদুল ইসলাম

মওলানা নাসের আহমদ

মওলানা মুহাম্মদ আনিছুল ইসলাম

মওলানা তারেক আহমদ

মওলানা মুহাম্মদ রুহুল বারী

আমেলার সদস্যবৃন্দ, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের বোর্ড অব গভর্নরস এর সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন স্থানীয় জামা'তের আমীর সাহেবগণ, শাহেদ পাশকারী ছাত্রদের অভিভাবকগণ, কেন্দ্রীয় দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, চলমান মোয়াল্লেম ক্লাস ও হাফেয ক্লাসের ছাত্রগণ এবং জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের সকল শিক্ষক ও ছাত্রগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলওয়াত করেন জনাব নাসের আহমদ (দোলন), ছাত্র, দরজায়ে উলা, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ। এরপর জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের কর্মকান্ড সর্ম্পকে সংক্ষিপ্ত রির্পোট উপস্থাপন করেন জামেয়ার প্রিন্সিপাল মোহতরম মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন আলহাজ্জ মোহতরম মোবাশ্‌শেরউর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

এরপর হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি উপস্থিত সুধীদের সামনে জ্ঞানগর্ভ এবং আধ্যাত্মিকতার আবহে মোহিত একটি সংক্ষিপ্ত নসীহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্যর পর তিনি ইজতেমায়ী দোয়া পরিচালনা করেন। এরপরই হুযূর আনোয়ার

(আই.)-এর স্নেহ, ভালবাসা আর আশিষমন্ডিত শাহেদ সনদ একে একে হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধির হাত থেকে গ্রহণ করেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আধাত্মিক জামা'তের আট নব সৈনিক। এরা হলেন যথাক্রমে সর্বজনাব (১) মওলানা ইয়াসিন আহমদ, (২) মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন, (৩) মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, (৪) মওলানা জাহিদুল ইসলাম, (৫) মওলানা নাসের আহমদ, (৬) মওলানা মুহাম্মদ আনিছুল ইসলাম, (৭) মওলানা তারেক আহমদ, (৮) মওলানা মুহাম্মদ রুহুল বারী।

সনদ বিতরণের পর অনুষ্ঠানে আগত মেহমানদের মাঝে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এটি ছিল শাহেদ ডিগ্রী অর্জনকারীদের দ্বিতীয় ব্যাচ। গত বছরও শাহেদ ডিগ্রী অর্জনকারীদের প্রথম ব্যাচের ৮ জন শাহেদ ধর্মের সেবায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জামা'তে কর্মরত আছেন।

২০০৬ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর স্নেহপূর্ণ দোয়া ও দিকনির্দেশনার আলোকে বাংলার মাটিতে যাত্রা শুরু করে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ। ২০১৩ সনে বাংলাদেশ জামা'তের প্রতিষ্ঠার শতবর্ষে এসে এটি স্বীয় পরিপূর্ণতা লাভ করে। আর ২০১৪ হলো সেই এগিয়ে চলার পথে আরও একটি সফল পদক্ষেপ।

২০০৭ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৭টি বছর কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের চক্রে চলার পর আজ এসব ছাত্ররা কর্মের ময়দানে উপস্থিত। ইসলামের বাণীকে আরও উচ্চকিত করতে, তৌহিদের বাণীকে পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছিয়ে দিতে রণাঙ্গনে উপস্থিত এই আধ্যাত্মিক সৈনিকের দল।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ একটি পরিপূর্ণ জামেয়া। বর্তমানে এটি ঢাকার বকশীবাজারে বাংলাদেশ জামাতের কেন্দ্রে অবস্থিত। বর্তমানে এখানে দরজায়ে মুমাহাদা থেকে নিয়ে দরজায়ে শাহেদ পর্যন্ত সাতটি ব্যাচের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের শিক্ষা-কার্যক্রম আন্তর্জাতিক জামেয়ার সিলেবাস অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে। সাত বছরের শিক্ষা কোর্সে ছাত্রদেরকে নাযেরা কুরআন, কুরআনের উর্দূ ও ইংরেজী অনুবাদ, কুরআনের তফসীর, হাদীস, আরবী, আরবী-ব্যাকরণ, উর্দূ, ফার্সী, ইংরেজী, সীরাত ও তারিখ, কালাম, মুয়াযেনা মাযাহেব (বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনা), ফিকাহ সহ আরও বিভিন্ন বিষয় পড়ানো হয়ে থাকে। প্রতি বছর দুই সেমিষ্টারে বিভক্ত সিলেবাস পড়ানো হয়ে থাকে।

সর্বশেষ শাহেদ পরীক্ষা স্থানীয় জামেয়ার ব্যবস্থায় গ্রহণ করা হয় না। কেন্দ্রীয় উকিলুত তালীম, তাহরীকে জাদীদের ব্যবস্থাপনায় গ্রহণ করা হয়ে থাকে। হুযূর (আই.)-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত বছরের ন্যায় এ বছরও জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ানের মাধ্যমে শাহেদ পরীক্ষা নেয়া হয়। তারাই প্রশ্ন বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন এবং তারাই খাতা দেখে এর ফলাফল হুযূর (আই.)-এর খেদমতে পেশ করেছিলেন। এছাড়াও নিয়ম অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষা ছাড়াও শেষ বর্ষের ছাত্রদেরকে একটি গবেষণা প্রবন্ধ লিখতে হয় এবং এটির উপরও ভাইভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে একটি উচ্চ-পর্যায়ের ভাইভা বোর্ডের সামনে ছাত্রদের উপস্থিত হতে হয়। আর এ সব বন্ধুর পথ অতিক্রম করেই এরা সাফল্য লাভ করে।

নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি ছাত্রদের মেধা ও মননশীলতার বিকাশে জামেয়া আহমদীয়া একজন মায়ের ভূমিকায় সর্বদা নিজ দায়িত্ব পালন করে। বার্ষিক পিকনিক এবং শিক্ষা সফরের পাশাপাশি বার্ষিক খেলাধূলা ও তালিমী প্রোগ্রামেরও আয়োজন করা হয়। দরজায়ে খামেসা (৬ষ্ঠ বর্ষ)-র ছাত্ররা দুইজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানের কাদিয়ান দারুল আমানও সফর করে থাকে।

এছাড়াও ১০ মাইল হাঁটা প্রতিযোগিতা এবং ম্যারাথন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশ জামাতের কেন্দ্রীয় বার্ষিক-জলসা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে থাকেন। হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি বাংলাদেশে অবস্থানকালীন সময়ের মধ্যেই জামেয়ার বার্ষিক ডিনার ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান তাঁরই সভাপতিত্বে জামেয়ার হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

একজন মা যেভাবে নিজ শিশু-সন্তানকে আদরে, মায়া-মমতায়, ভালবাসার পরশে বড় করতে থাকে, তেমনিভাবে বাংলাদেশ জামেয়াও তার নিজ সাধ্য ও গন্ডির ভিতর থেকে সাতটি বছর একজন ছাত্রকে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে, তাদেরকে যোগ্য ও সফলকামী মোবাল্লেগরূপে গড়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। আর এভাবেই যখন প্রতি বছর জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ থেকে শাহেদ পাশ করে ছাত্ররা মোবাল্লেগ হয়ে বের হয়ে আসে, হয়তোবা তখন জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ নামক সুমিষ্ট ফলবাহী বৃক্ষটি প্রশান্তি ও তৃপ্তির এক অনাবিল হাসি হাসে।

কেননা জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের জন্য রয়েছে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর ভালবাসা ও মমতায় মাখা আশিষপূর্ণ এক বাণী যেটিকে সর্বদা বাংলাদেশ জামেয়া ধারণ করে চলছে নিজ হৃদয়ে। খোদার কাছে এই আমাদের মিনতি সেই আশিষমাখা বাণীটি বাংলার প্রতিটি আহমদীর হৃদয়ের ধ্বনিত হয়ে যাক। হুযূর (আই.)-এর দোয়াটি ছিল- ***"জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের জন্য আমার এই প্রাণঢালা দোয়া থাকবে যে, যেই প্রতিষ্ঠানটি মাত্র কয়েক বছর পূর্বে হাঁটি হাঁটি পা-পা করে এক মহান লক্ষ্যে যাত্রা আরম্ভ করেছে, তা খিলাফতে আহমদীয়ার হিফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ কল্পে এক অজেয়-দূর্গে পরিণত হোক এবং এমন সুমিষ্ট ফলবাহী বৃক্ষে রূপান্তরিত হোক, যা বিশ্বের অগণিত সত্য-সন্ধানী হৃদয়ের আধ্যাত্মিক-ক্ষুধা ও পিপাসা নিবারণের কারণ হবে।"*** [২৫ মার্চ ২০১০ সালে প্রেরিত বাণী]

আল্লাহ্ তা'লা বাংলাদেশের জামেয়াকে হুযূর (আই.)-এর কাঙ্খিত দোয়ার সফল উত্তরাধিকারী করুন এবং সদ্য পাশকৃত ছাত্রদের সবদিক থেকে সফল মোবাল্লেগ ও মুরুব্বী সিলসিলাহরূপে খিদমত করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

সংবাদ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন

গত ২৮ মে ২০১৪ তারিখ রোজ বুধবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা ঐতিহ্যবাহী মসজিদুল মাহদীতে অনুষ্ঠিত হয়। জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ, কায়েদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মেহেদী হাসান আকাশ এবং নযম পরিবেশন করেন জনাব আসাফ আমীন ও আতাই রাব্বি। 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সীরাত ও পবিত্র যৌবনকাল' বিষয়ে আলোচনা করেন মৌ. এস, এম, আবু তাহের। 'রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সা.)' এ বিষয়ে আলোচনা করেন মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম। এরপর সভাপতি সাহেব 'বর্তমান প্রেক্ষাপটে হযরত মুহাম্মদ (সা.) অনুপম আদর্শ' উল্লেখ করে এ থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে এবং বেশী বেশী দরূদ পাঠের প্রতি সকলকে আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। এরপর দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি হয়। এতে ৫১ জন উপস্থিত ছিলেন।

এখতিয়ার উদ্দিন শুভ

সরিষাবাড়ী জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সরিষাবাড়ীর উদ্যোগে গত ৬ জুন সেঙ্গুয়া আহমদীয়া জামা'তের মসজিদে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনী ও আদর্শের ওপর অনুষ্ঠিত হয় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা। জলসার প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত হয় খোদ্দামুল আহমদীয়া সরিষাবাড়ী শাখার কর্মশালা এবং দ্বিতীয়ার্ধে অনুষ্ঠিত হয় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা।

জামালপুর জেলা খোদ্দামুল আহমদীয়ার জেলা কায়েদ আশিকুজ্জামানের উপস্থাপনায় সীরাতুন নবী জলসায় সভাপতিত্ব করেন সরিষাবাড়ী জামা'তের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌ. মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান ও উর্দু নযম পেশ করেন ডা. মোহাম্মদ মতিউর রহমান। উক্ত জলসার প্রধান আলোচক ও প্রধান অতিথি ছিলেন জামালপুর ও শেরপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের মুরব্বী সিলসিলা মওলানা মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন হুসনাবাদ জামা'তের মোয়াল্লেম মৌ. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান রাজীব, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ছাইফুল ইসলাম, খোদ্দামুল আহমদীয়া সরিষাবাড়ীর সাবেক কায়েদ মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান প্রমুখ। জলসায় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র জীবনাদর্শ নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়।

আলোচনা শেষে মুসলিম উম্মাহসহ বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনায় বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন সরিষাবাড়ী জামা'তের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ।

ডা. মোহাম্মদ মতিউর রহমান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে গত ১৬/০৫/২০১৪ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত হয়। উক্ত জলসায় সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরমা আঞ্জুমানারা রাজ্জাক, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনা। পবিত্র কুরআন ও হাদীস পাঠ করেন যথাক্রমে খাদিজা ইসলাম ও মরিয়ম সিদ্দিকা। দোয়া ও আহাদ পরিচালনা করেন সভানেত্রী সাহেবা। নযম পাঠ করেন তাহেরা মাজেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দীনা নাসরিন। তিনি 'মহানবী (সা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন' নিয়ে আলোচনা করেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

রোকসানা মঞ্জুর ডলি

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব-এর ময়মনসিংহ জামা'ত সফর

গত ২২ মে ২০১৪ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯ ঘটিকায় ময়মনসিংহ জামা'তের মোয়াল্লেম কোয়ার্টার নির্মাণ উপলক্ষ্যে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ ময়মনসিংহ জামা'ত সফর করেন, আলহামদুলিল্লাহ্। তিনি ময়মনসিংহ জামা'তে মোয়াল্লেম কোয়ার্টার নির্মাণ বিষয়ে কমিটির সাথে আলোচনা করেন। সে সময় তিনি আঞ্জুমানের জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখেন, বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন এবং ময়মনসিংহ জামা'তের মোয়াল্লেম কোয়ার্টারের স্থান নির্ধারণ করে দেন। দোয়ার মাধ্যমে তিনি মোয়াল্লেম কোয়ার্টার নির্মাণ কাজের শুভ-সূচনা করেন, আলাহমদুলিল্লাহ্। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের ময়মনসিংহ জামা'তে আগমনে জামা'তের সদস্যরা অত্যন্ত আনন্দিত।

মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ আসাদ

নাসেরাতুল আহমদীয়া খুলনার ২৬তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে গত ২৪ মে, ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয় ২৬তম বার্ষিক ইজতেমা। উক্ত ইজতেমায় সদর সাহেবার প্রতিনিধি আমাতুল কাইয়ুম, নায়েব সদর-১, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ফারজানা শহীদ শীলা, মুয়াভিন সদর-৩, দীনা নাসরিন, মুফাত্তিস, খুলনা অঞ্চল এবং স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট আঞ্জুমানারা রাজ্জাক উপস্থিত ছিলেন। তেলাওয়াতে কুরআন ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ইজতেমায় আহাদ পরিচালনা করেন প্রেসিডেন্ট সাহেবা। নযম পাঠ করেন সোফিয়া খিলাত। লাজনা বোনদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন সদর সাহেবার প্রতিনিধি ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি। এরপর প্রতিযোগিতা পর্ব শুরু হয়। বিকালে সমাপনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। লাজনা বোনদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন জনাব আব্দুর রাজ্জাক, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনা। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন রোজিনা শহীদ, চেয়ারম্যান, ইজতেমা কমিটি। পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

তাহেরা মাজেদ রাফা

সুন্দরবন মজলিসে ৬ষ্ঠ বার্ষিক জেলা ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২৯-৩০ মে রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার খুলনা জেলা মজলিসের উদ্যোগে সুন্দরবন মজলিসে ৬ষ্ঠ বার্ষিক জেলা ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ২৯ তারিখ বিকাল ৪টা থেকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভপতিত্ব করেন জেলা কায়েদ জনাব জাহিদ হাসান আব্দুল্লাহ্। এরপর প্রতিযোগিতা পর্ব শুরু হয়। লিখিত পরীক্ষা, ফুটবল ম্যাচ, পয়গামে রেসানী ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ তারিখে তাহাজ্জুদ নামায এর মাধ্যমে ইজতেমার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। সকাল ৭ টা থেকে কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা ও স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ জুমুআ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হয়। পুরস্কার বিরতণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, রিজিওনাল কায়েদ জনাব এস, এম, রবিউল ইসলাম। সবশেষে আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

বাপ্পি আহমদ

জামালপুরে খেলাফত দিবস পালিত

গত ২৭ মে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব ছলিম উল্লাহ সাহেবের সভাপতিত্বে মহান খেলাফত দিবস পালন করা হয়। প্রথমে কুরআন তেলওয়াত করেন জনাব আবদুল্লাহ, নযম পরিবেশন করেন জনাব সিবগাতুল্লাহ। খেলাফতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন সর্বজনাব আহমদ সালেহ, হাবিবুর রহমান, আশিকুল ইসলাম এবং মওলানা রবিউল ইসলাম। সবশেষে প্রেসিডেন্ট সাহেবের ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শেষ হয়। এতে ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম

১৩তম রিজিওনাল ওয়াক্‌ফে নও ক্লাস ব্রাহ্মণবাড়িয়া সিলেট রিজিওনে সফলতার সাথে সম্পন্ন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট রিজিওনের ৫ দিন ব্যাপী ১৩তম রিজিওনাল ওয়াকফে নও ক্লাস ২০১৪ গত ২০ মে হতে ২৪ মে ২০১৪ পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ-এ সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। ২০ মে ২০১৪ তারিখ জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, সহকারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও এর সভাপতিত্বে ক্লাস ও সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৪ মে জনাব হালিম আহমদ হাজারী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও এর সভাপতিত্বে সমাপনী অধিবেশনে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এতে 'ওয়াকফে নও কি এবং কেন' এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম। এছাড়া ওয়াকফে নও পিতামাতাদের উদ্দেশ্যে আলোচনায় অংশ নেন মৌ. এনামুল হক রনি, মৌ. আব্দুল হাকিম, মৌ. খলিলুর রহমান এবং মৌ. আবু তাহের। ৫ দিন ব্যাপী ওয়াকফে নও পিতামাতাদের বিভিন্ন ক্লাসে পাঠদান করেন মোয়াল্লেম, মুরুব্বী সাহেবগণ এবং মোস্তাক আহমদ খন্দকার, মোশারফ হুসেন, এখতিয়ার উদ্দিন শুভ, কাওসার আহমদ মঞ্জুর প্রমুখ।

ক্লাসের বিষয় ছিল; কুরআন পাঠ (মুখস্ত), অর্থসহ নামায, হাদীস শিক্ষা, আজান, ইকামত, নযম বাংলা ও উর্দু, বক্তৃতা, দ্বীনি মালুমাত এবং উর্দু শিক্ষার ক্লাস। এছাড়া গত ১৮ই জানুয়ারী ২০১৩ হযরত আকদাস (আই.) কর্তৃক ওয়াকফে নওদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত জুমুআর খোতবা ছিল এবারের ক্লাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। খোতবার ওপর বিশেষ ক্লাস ও পরীক্ষা নেয়া হয়। পাঠদান কর্মসূচী শেষে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। উক্ত ক্লাসে অত্র রিজিওনের ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঘাটুরা, তারুয়া, তালশহর, ক্রোড়া, দুর্গারামপুর, আখাউড়া, বিষ্ণপুর ও শালগাঁও সহ মোট ৯টি জামা'তের ৬০ জন ওয়াকফে নও এবং ২৫ জন পিতামাতা উপস্থিত থেকে ক্লাস করেছেন।

উক্ত ক্লাসে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মোহতরম আমীর, মজলিসে আমেলার কয়েকজন সদস্য, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার খাদেমগণ সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'লা সবার খেদমত কবুল করুন।

মোস্তাক আহমদ খন্দকার

রঘুনাথপুর বাগ-এ ৮ম স্থানীয় তালিমী ক্লাস ও ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৯-২৩ মে ২০১৪ রঘুনাথপুর বাগ এর ৮ম স্থানীয় তালিমী ক্লাস ও ইজতেমা অত্যন্ত সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত তালিম ক্লাস ১৯/০৫/২০১৪ বাদ আসর শুরু হয় এবং ২২/০৫/২০১৪ বাদ যোহর শেষ হয়। প্রতিদিন বাদ ফজর হতে ৩ ঘন্টা এবং বাদ আসর হতে ৩ ঘন্টা ক্লাস করানো হয়।

২২/০৫/২০১৪ বাদ আসর ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশন খুলনা জেলার জেলা কায়েদ জনাব মোহাম্মদ জাহিদ হাসান-এর সভাপতিত্বে শুরু হয়।

২৩/০৫/২০১৪ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও বাদ জুমুআ পুস্কার বিতরণ এবং আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ক্লাস ও ইজতেমার সমাপ্তি ঘটে। এতে ক্লাস পরিচালনা করেন মৌ. এস, এম, মাহমুদুল হক এবং জেলা কায়েদ ও স্থানীয় কায়েদগণ।

সোহেল আহমদ

সাহবাজপুরে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপিত

গত ২৮ মার্চ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ সাহবাজপুরে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা (বাবুল), স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ মিনারুল ইসলাম (শিমুল) এবং নযম পাঠ করেন নাজিয়া পারভীন। বক্তৃতা পর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও তাঁর পূর্ণতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব হাফেজ মোহাম্মদ মুনসুর আহমদ। এরপর 'মসীহ মাওউদ দিবসের পটভূমি ও গুরুত্ব' এ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন। এরপর মোহাম্মদ এনামুল হক সরকার 'ইসলাম প্রচারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অবদান' এ বিষয়ে আলোচনা করেন।

স্থানীয় কায়েদ মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার ওপর আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। এতে ২৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম

বিষ্ণুপুর জামা'তে খেলাফত দিবস পালিত

যথাযোগ্য মর্যাদা, ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও আনন্দঘন জান্নাতি পরিবেশে অত্যন্ত শান ও শওকতের সাথে বিষ্ণুপুর জামা'তে খেলাফত দিবস পালিত হয়। গত ২৭ মে বিজয়নগর উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামে মসজিদ ফযলে বিষ্ণুপুর মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র উদ্যোগে 'খেলাফত দিবস' উপলক্ষ্যে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা স্থানীয় যয়ীম, জনাব আমীর মাহমুদ ভূইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব জসীম উদ্দিন মিয়াজী, নযম পরিবেশন করেন যথাক্রমে মুহাম্মদ আলী মিয়া, মুহাম্মদ ইসমাইল ও পূণ্য। সভায় বিষয় ভিত্তিক আলোচনা পর্বে বক্তৃতা করেন জনাব মুহাম্মদ কামরুজ্জামান ও জনাব জসীম উদ্দিন। শেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব আমীর মাহমুদ ভূইয়ার জ্ঞানগর্ব ও প্রাণ সঞ্চারী বক্তৃতার মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘটে। সভায় ২৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

আমীর মাহমুদ ভূইয়া

সুন্দরবন হালাকার পাথর ঘাটায় খেলাফত দিবস উদযাপিত

গত ৩০/০৫/২০১৪ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সুন্দরবন এর অন্যতম হালকা পাথর ঘাটায় খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্‌। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব শেখ আলী হোসেনের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মোসাম্মৎ মাসুদা খাতুন। বাংলা নযম পাঠ করেন সজিব আহমদ। 'খেলাফত মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক' এবং 'খেলাফতের মাধ্যমেই রয়েছে মুসলমানদের বিশ্ব বিজয়, সাফল্য ও সফলতা' বিষয়ের ওপর পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব নাজমুল আহমদ, সজিব আহমদ, রিমা আক্তার, আকিল আহমদ ও স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। সবশেষে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানর সমাপ্ত হয়। এতে ৩ জন মেহমানসহ ২৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আতফাল দিবস উদযাপিত

গত ১৬ মে ২০১৪ রোজ শুক্রবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে আতফাল দিবস-২০১৪ পালিত হয়। ১৬ মে সকাল ৮-১৩ মিনিটে জনাব এস, এম ইব্রাহীম, রিজিওনাল কায়েদ এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। এ অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত ও নযমের পর সভাপতি উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ, কায়েদ, মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, মুরব্বী সিলসিলাহ, জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, নায়েব আমীর। উপস্থিত মেহমানগণ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এরপর আতফালদেরকে ৩ টি গ্রুপে বিভিক্ত করে প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। বিকাল ৪-৩০ মিনিট স্থানীয় কায়েদ সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মজলিস আতফালুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কর্মকান্ডের ষান্মাসিক রিপোর্ট পেশ করেন জেনারেল সেক্রেটারী জনাব আশরাফুল হক আতেফ। এরপর 'খেলাফতের প্রতি একজন আতফালের দায়িত্ব' এ বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, নায়েব আমীর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। সভাপতির সমাপনী ভাষণের পর বিভিন্ন প্রতিযোগিতার কৃতিত্ব অর্জনকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় এবং আহাদানামা পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে আতফাল দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে মোট ১৪৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

এখতিয়ার উদ্দিন শুভ

ফতুল্লায় তালিমুল কুরআন ও তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ-র নির্দেশ মোতাবেক গত ১৯/০৫/২০১৪ হতে ২৩/০৫/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ ফতুল্লার উদ্যোগে সপ্তাহ ব্যাপী তালিমুল কুরআন ও তরবিয়তী ক্লাস এর আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্লাস ১৯ মে বাদ জুমুআ উদ্বোধন হয় এবং ২৩ মে বাদ জুমুআ সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে শেষ হয়। প্রতিদিন বাদ মাগরিব হতে রাত ৯টা পর্যন্ত ক্লাস চলে, ক্লাস পরিচালনা করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম সাহেব। উক্ত ক্লাসে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী আলোচিত হয়। আম পারার শেষ ১০টি সূরা, নামায ও ইবাদতে পাবন্দী এবং গয়ের আহমদী ইমামের পিছনে নামায না হওয়া প্রসঙ্গে। সহ শিক্ষার কুফল ও সন্তানের তরবিয়ত, আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীর হক্ সংক্রান্ত হুযূর (আই.)-এর খুতবা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবন সুষ্ঠভাবে গঠনে যুগ-খলীফার নির্দেশনা, দোয়ার ফযিলত ও দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দোয়া ও ইসলাম প্রচার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ২৩ মে বাদ জুমুআ কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব ফজল-ই-ইলাহী ও মৌ, মুহাম্মদ আমীর হোসেন কুরআন তেলাওয়াত এবং লিখিত পরীক্ষা নেন। মোট ১০ জন আনসার পরীক্ষায় অংশ নেন। তারপর জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্‌, সদর, আনসারুল্লাহ্‌ বাংলাদেশ-এর সভাপতিত্বে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্লাসের সমাপ্তি ঘটে। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব ইজতেমায়ী দোয়া পরিচালনা করেন।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন

তেজগাঁও জামা'তে খেলাফত দিবস উদযাপন

গত ৬ জুন, রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও-এর উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের ভাইসপ্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী মাল জনাব মোহাম্মদ আবদুস সালাম। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ বুরহানুল হক। নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন। বক্তৃতাপর্বে 'ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ' 'খেলাফতের প্রয়োজনীয়তা এবং খলীফার আনুগত্য কেন জরুরী' এ বিষয়গুলোর ওপর পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সামী, আলহাজ্জ মোহাম্মদ কায়সার আলম এবং জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন। সবশেষে সভাপতি সাহেব দোয়া পরিচালনা করে দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এতে ৫৫জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ

রঘুনাথপুর বাগ-এ খেলাফত দিবস পালিত

গত ২৭/০৫/২০১৪ রোজ মঙ্গলবার রঘুনাথপুর বাগ-এ খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব ইউসুফ আলী গাজীর সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন, জনাব সোহেল আহমদ এবং নযম পাঠ করেন ওয়াসিম আহমদ। 'খেলাফত দিবসের তাৎপর্য' এ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন মোহাম্মদ জাহিদ হাসান (আব্দুল্লাহ্)। 'খেলাফতের গুরুত্ব' এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মৌ. এস, এম মাহমুদুল হক, মোয়াল্লেম। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। এতে ২৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ জাহিদ হাসান

তারুয়ায় খেলাফত দিবস উদযাপিত

গত ২৭ মে রোজ মঙ্গলবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তারুয়ায় অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে খেলাফত দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন জনাব শাসছু মিয়া, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তারুয়া। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব জুনায়েদ আহমদ। এরপর উর্দু নযম ও বাংলা নযম পেশ করেন যথাক্রমে জনাব সাহীন আহমদ ও জনাব সাব্বির আহমদ। 'খেলাফতের কল্যাণ, বরকত ও গুরুত্ব' এই বিষগুলোর ওপর বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মৌ. এনামুল হক রনি, মোয়াল্লেম, জনাব জহির আহমদ মিয়াজী, জনাব মাহবুব আলম এবং জনাব অন্তর আহমদ। এরপর প্রেসিডেন্ট সাহেবের ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। এতে ২৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

জহির আহমদ মিয়াজী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে খেলাফত দিবস অনুষ্ঠিত

গত ২৯/০৫/২০১৪ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন নাজিয়া সুলতানা এবং হাদীস পাঠ করেন শামীমা আক্তার, আহদনামা পাঠ করান বিলকিস তাহের প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগর। নযম পেশ করেন ফাইজা সুলতানা (ইমা)। এরপর খেলাফত জুবিলীর দোয়া ও খেলাফত জুবলীর অঙ্গীকারনামা পাঠ করে শোনান মিলা পাটোয়ারী। 'খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ' সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন আফরোজা মতিন, খলীফার নেতৃত্ব ও আনুগত্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন রিনাত ফৌজিয়া, নযম পেশ করেন নুসরত জাহান। খলীফার আনুগত্যের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করেন আমাতুস সামী। সবশেষে খেলাফত দিবসের সার্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করেন বিলকিস তাহের। উক্ত অনুষ্ঠানে ৫২ জন উপস্থিত ছিলেন।

নাজিয়া সুলতানা

ফাজিলপুরে খেলাফত দিবস উদযাপন

গত ৩০/০৫/২০১৪ বাদ জুমুআ জনাব সাহাবউদ্দিন ঘুরী সাহেবের সভাপতিত্বে আমাতুল মজিত মিষ্টির কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর নযম পাঠ করেন দলীয় ভাবে নাসেরাতগণ এবং খেলাফতের আনুগত্য সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব সাইফুল ইসলাম, সেক্রেটারী মাল। 'খেলাফতের কল্যাণ' এ বিষয়ে আলোচনা করেন স্থানীয় জামা'তের মোয়াল্লেম মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। তারপর সভপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

কৃতিত্বের সাথে শাহেদ ডিগ্রি কোর্স সম্পন্ন করায় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া আহমদনগরের পক্ষ থেকে বিশেষ সম্বর্ধনা

আহমদনগর জামা'তের দু'জন কৃতিত্বের সাথে এবছর জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ থেকে শাহেদ ডিগ্রি কোর্স সম্পন্ন করায় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া আহমদনগরের পক্ষ থেকে বিশেষ সম্বর্ধনা প্রদান করা হয় গত ১৩জুন রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব তাহের যুগল। কুরআন তেলাওয়াত করেন তুহিন আহমদ। এরপর জেলা কায়েদ জনাব আনোয়ার আলী ইমরান সদ্য শাহেদ ডিগ্রি লাভকারী জনাব ইয়াছিন আহমদ ও জনাব নাবিদ আহমদ লিমনের পরিচয় এবং সেখানে আতফালুল আহমদীয়া এবং খোদ্দামুল আহমদীয়াতে থাকা অবস্থায় তাদের সেবার কথা তুলে ধরেন। এরপর মওলানা আব্দুল মতিন কুরআন হাদীসের আলোকে প্রকৃত ওয়াকফে জিন্দেগীর বৈশিষ্ট তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

শেষে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব শাহেদ ডিগ্রি অর্জনকারী দু'জনের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন এবং দোয়া পরিচালনা করেন। এতে প্রায় দু'শতাধিক আহমদী উপস্থিত ছিলেন।

আনোয়ার আলী ইমরান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ মাদারটেক হালকায় স্থানীয় তৃতীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২৯/০৫/২০১৪ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ মাদারটেক হালকায় ৩য় বার্ষিক স্থানীয় ইজতেমা 'মসজিদুল হুদা'য় অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল ১০ ঘটিকায়। স্থানীয় হালকা প্রেসিডেন্ট-এর উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রমের সূচনা হয়।

কেন্দ্র হতে প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালিম ও সেক্রেটারী সেহেতে জিসমানী সাহেবা। ইজতেমায় ধর্মীয় বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। ইজতেমায় ওসিয়্যতের গুরুত্ব, মালী কুরবানী, নামাযের গুরুত্ব এবং সন্তানদের উত্তম তরবিয়ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যানের সমাপনী ভাষণ, পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘটে। এতে লাজনা, নাসেরাত ও মেহমানসহ ৭৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

নাসিরুর রহমান ইনাব

কৃতি ছাত্র/ছাত্রী

* ***মোহাম্মদ পারভেজ মোশারফ***, পিতা মোহাম্মদ মোহর আলী গাইন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সুন্দরবনের সদস্য। সে এবছর নকিপুর পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এস, এস, সি পরীক্ষায় জি.পি.এ ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়, আলহামদুলিল্লাহ। বর্তমানে সে ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইলে ভর্তির জন্য ঢাকায় কোচিং করছে। সে যেন ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইলে ভর্তি পরীক্ষায় ভাল ফলাফল লাভ করতে পারে, এজন্য সে সকল আহমদী ভাই-বোনদের কাছে খাসভাবে দোয়ার আহ্বান করছে।

* আমাদের একমাত্র মেয়ে ২০১৪ইং সালের এস, এস, সি পরীক্ষায় সরের হাট স্কুল থেকে গোল্ডেন জিপিএ A+ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে বর্তমানে তাহেরবাদ লাজনার সদস্যা। সে যেন উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং জামা'তের খেদমত করতে পারে সেজন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

দোয়াপ্রার্থী
পিতা ঃ মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন
মাতা ঃ জেসমিন ফরহাদ

হোসনাবাদ জামা'তে খেলাফত দিবস উদযাপিত

গত ২৭ মে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত হোসনাবাদ-এ স্থানীয় প্রেসিডেন্ট-এর সভাপতিত্বে খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব কামাল উদ্দিন এবং নযম পরিবেশন করেন জনাব জাকারিয়া আহমদ। এরপর প্রেসিডেন্ট সাহেব শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। খেলাফত বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন স্থানীয় জামা'তের মোয়াল্লেম মৌ. আসাদুজ্জামান। সবশেষে হোসনাবাদ জামা'তের সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব মোজাম্মেল হক-এর বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

জাকারিয়া আহমদ

স্বর্পরাজপুর জামা'তে খেলাফত দিবস উদযাপিত

গত ৭ জুন রোজ শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত স্বর্পরাজপুর-এর উদ্যোগে খেলাফত দিবস পালন করা হয়। প্রেসিডেন্ট জনাব শহিদুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন হতে তেলাওয়াত করেন জনাব জাহিদ হাসান আব্দুল্লাহ। খেলাফত দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তৃতা করেন মৌ. এস, এম মাহমুদুল হক, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ এবং জনাব জাহিদ হাসান আব্দুল্লাহ্। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত দিবসের সমাপ্তি ঘটে। এতে ৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

এস, এম, মাহমুদুল হক

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

(এমটিএ-তে সম্প্রচারিত)

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (৬জুন ২০১৪) জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্টে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

আজকের খুতবায় হুযূর খিলাফতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনের ওপর জোর দিয়ে বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মু'মিনের জামাত এবং নবুয়ত ও ইমামের আনুগত্যের বিষয়টি উটের সঙ্গে তুলনা করেছেন। উট যেভাবে এক নেতার অনুসরণে সারিবদ্ধভাবে চলে, দূরের পথ অতিক্রম করার সময় নিজের ভেতর পানি সঞ্চয় করে রাখে, অনুরূপভাবে মু'মিনদেরও উচিত বিনা-বাক্যব্যয়ে এক নেতার অনুসরণ করা, আনুগত্য করা। আর জীবন চলার পাথেয় হিসেবে খোদাভীতি অবলম্বন করা।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ইমামের আনুগত্য সম্পর্কে অনেক নির্দেশ রয়েছে, আর সাহাবীদের পবিত্র জীবন চরিতে আনুগত্যের এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যা সত্যিই অবিস্মরণীয়। ইমাম ঢাল স্বরূপ, তাঁর পিছনে থাকলেই মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

হুযূর বলেন, অনেকে খিলাফতকে জাগতিক স্বৈরসাশকের সঙ্গে তুলনা করার ধৃষ্টাতা দেখায়। এটি তাদের নির্বুদ্ধিতা। মনে রাখা উচিত, খলীফা হচ্ছেন খোদা মনোনীত, আর তিনি মানুষের হিত কামনায় নিজের আরাম-আয়েশ সবকিছু উপেক্ষা করেন। অপরদিকে জাগতিক স্বৈরসাশক বাহুবলে ক্ষমতার আসন আঁকড়ে রাখে আর স্বেচ্ছাচারীতা ও জনগণের ওপর যুলুম-নির্যাতন করে নিজের স্বার্থ রক্ষা করে। কাজেই কোন অবস্থায়ই এই তুলনা চলে না।

হুযূর বলেন, জামা'তের কর্মকর্তাদের উচিত খলীফার প্রতি পূর্ণ-অনুগত থাকা, তাহলে জামা'তের সদস্যরাও তাদের আনুগত্য করবে।

লাশ যেভাবে গোসলদাতার হাতে নির্জিব পড়ে থাকে, অনুরূপভাবে জামা'তের সদস্যদের খলীফার আনুগত্য করা উচিত। কেননা, আজ একমাত্র খলীফাই মানুষের প্রতি পরম সংবেদনশীল এবং মানব-হিতৈষী। তাই তাঁর সঙ্গে কৃত বয়আতের অঙ্গীকার অনুসারে জামা'তের আপামর সদস্যকে খলীফার পূর্ণ আনুগত্য করা উচিত, কেননা এতেই মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন।

শহীদ ডাঃ মেহেদী ক্বামার-এর শোকাবহ পরলোকগমণ

গত ২৬ মে ২০১৪, পাকিস্তানের রাবওয়াতে দুইজন মোটরবাইক আরোহী ডাঃ মেহেদী আলী ক্বামার সাহেবকে নৃশংসভাবে গুলিবিদ্ধ করে। ফলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

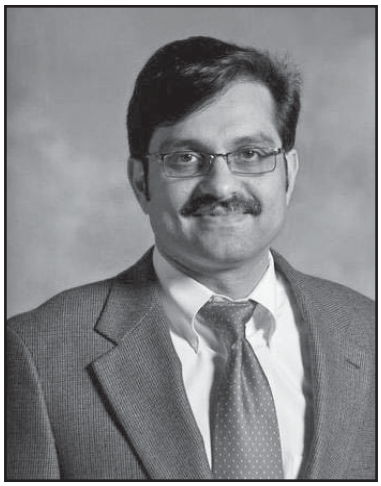

৩রা জুন মৃতদেহটি টরেন্টোতে আনা হয় এবং সরসরি নিয়ে যাওয়া হয় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ফিউনারেল ফেকাল্টিতে, যা কি-না মিসিসাগায় বায়তুল হামদ মসজিদে অবস্থিত। কানাডার আমীর লাল খান মালিক সাহেব, জামা'তের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি এবং পরিবারের নিকটতম সদস্যরা মৃতদেহটি গ্রহণ করেন। মৃতদেহ বহনকারী কফিনটি আমেরিকা ও কানাডার পতাকা দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়। একদল জামেয়ার ছাত্র কফিনটি বহন করে মসজিদে নিয়ে আসেন।

মৃতদেহটি দেখার জন্য পরিবারের সদস্যদেরকে ব্যক্তিগতভাবে সময় দেওয়া হয়। লাশবাহী গাড়ী করে মৃতদেহটি আনা হয় বায়তুল ইসলাম মসজিদে। লাশবাহী গাড়ীর সাথে ছিল পুলিশের বহর, যার দায়িত্বে ছিল টরেন্টো পুলিশ সার্ভিস মটর স্কোয়াডের একজন আহমদী অফিসার এবং কনস্টবল দাউদ খুরশিদ সাহেব।

বায়তুল ইসলাম মসজিদে শহীদ ডা: ক্বামারকে গ্রহণ করার জন্য বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগম ছিল। সকলের দেখার সুবিধার্থে কফিনটি রাখা হয় তাহের হলে। কানাডা ছাড়াও সেখানে বিভিন্ন দেশের যেমন- যুক্তরাজ্য, আমেরিকা এবং পাকিস্তানের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

"শহীদ ডা: ক্বামার কানাডার জন্য বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। শুধু কানাডা জামা'তের সদস্যরাই তার জন্য শোক প্রকাশ করছেন তা নয়, বরং বিভিন্ন বিশ্বাসের লোক যেমন–হিন্দু, খৃষ্টান তারাও বিভিন্ন ভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের শোক প্রকাশ করছেন"

প্রথমে পরিবারের সদস্যদেরকে মৃতদেহটি দেখার সুযোগ করে দেওয়া হয়। তারপর দেখার সুযোগ করে দেওয়া হয় সাধারণ জনগণকে। কফিনটি অতিক্রম কালে জামা'তের সদস্যদের আবেগ চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল।

আমীর সাহেব কানাডা লাল খান মালিক সাহেব তার অনুভূতির কথা আমাদেরকে বলেন, "শহীদ ডা: ক্বামার কানাডার জন্য বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। শুধু কানাডা

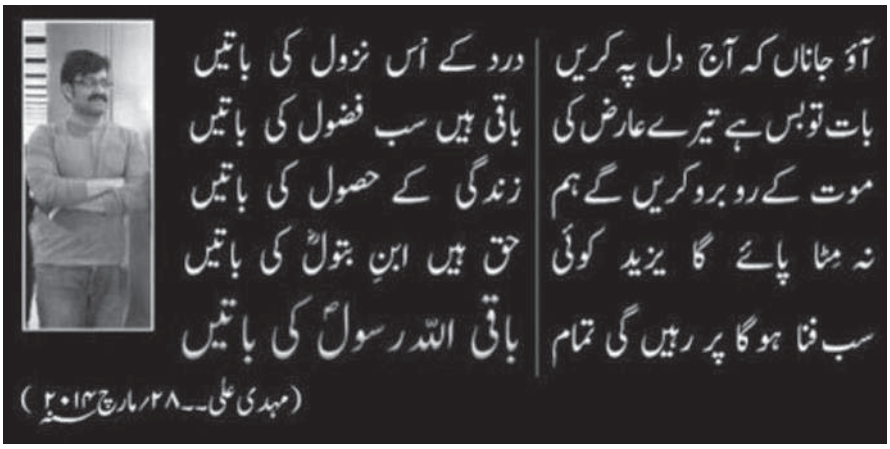

জামা'তের সদস্যরাই তার জন্য শোক প্রকাশ করছেন তা নয়, বরং বিভিন্ন বিশ্বাসের লোক যেমন–হিন্দু, খৃষ্টান তারাও বিভিন্ন ভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের শোক প্রকাশ করছেন"।

কানাডীয়ান হাউজ অব কমনস এর সদস্য তার অনুভূতি আমাদের কাছে প্রকাশ করেন, কানাডার রিলিজিয়াস ফ্রিডম এর এমব্যাসেডর বেনেট আমাদেরকে বলেন– "তার মৃত্যুতে আমরা শোক প্রকাশ করছি। যথাশীঘ্র পাকিস্তানে তার নৃশংস হত্যার অনুসন্ধান করা হবে এবং যথাযোগ্য বিচারের ব্যবস্থা করা হবে"।

মাগরিবের নামায পর্যন্ত মৃতদেহটি দেখার কার্যক্রম চলছিল। তারপর জানাযার নামাযের জন্য কফিনটি বায়তুল ইসলাম মসজিদে আনা হয়। তার পরিবারের ব্যক্তিবর্গ এবং জামেয়ার সদস্যরা কফিনটি বহন করে যথাস্থানে নিয়ে আসে।

মাগরিব এবং এশার নামাযের জন্য বায়তুল ইসলাম মসজিদে স্থানসংকুল না হওয়ায় অনেক সদস্যকে বাইরে নামায আদায় করতে হয়। সদস্যরা ঘাসের ওপর এবং পার্কিং লটে জায়নামায বিছিয়ে নামায আদায় করেন। কানাডার আমীর লাল খান মালিক সাহেব জানাযার নামায পরিচালনা করেন। প্রায় ৭,০০০ নর-নারী এই জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। জানাযার নামাযের পর মৃতদেহটি মিসিসাগায় নিয়ে যাওয়া হয়।

৪ঠা জুন, আহমদীয়া জামা'ত, কানাডা তাহের হলে একটি প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করেন। শহীদের আত্মত্যাগ এর খবর ব্যাপক বিস্তার লাভ করে মিডিয়াতে। বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ এই কনফান্সে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং শহীদ ডা: ক্বামারকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন। কনফারেন্সে অন্তর্ভুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা হচ্ছেন– মেয়র, স্থানীয় কাউন্সিলর, ফেডারেল পার্লামেন্টের সদস্য এবং প্রভিন্সিয়াল পার্লামেন্টের সদস্য।

শহীদ ডা: ক্বামারের বড় ভাই, ভাইস প্রিন্সিপাল জামেয়া আহমদীয়া কানাডা এমটিএ নিউজ কানাডাকে বলেন, "ডা; কামার যখন কার্ডিওলজিস্ট হয়েছিল, তারপর থেকে তার সময়, টাকা এবং সেবা সবকিছু দান করেছে মানবতার জন্য"।

শহীদ ডা: ক্বামারের ভাইপো, ডা: লায়েক তাহের সাহেব বলেন– "আমার চাচা ডা: ক্বামার ছিলেন একজন মহান ব্যক্তি। তিনি ছিলেন একজন কার্ডিওলজিস্ট। তিনি মেডিকেলের জন্য অনেকবার পুরস্কৃত হয়েছেন।

নায়েব আমীর সাহেব ইউএসএ, মালিক মাসুদ সাহেব আমেরিকা জামা'তের সদস্যদের অনুভূতির কথা আমাদেরকে বলেন, "শাহাদাতের পুরস্কার তাদেরকেই দেওয়া হয়, যাদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসেন। মেহেদী আলী ক্বামার সাহেব, যিনি আমাদের ইউএস কলম্বাস জামা'তের সদস্য ছিলেন, তিনি পাকিস্তানের অসুস্থ সদস্যদের সেবা প্রদান করে যাচ্ছিলেন। ইউএসএ জামা'ত তার জন্য গর্ববোধ করে"।

এ কনফারেন্সে ডা: ক্বামারের দ্বিতীয় জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। তারপর বায়তুল ইসলাম মসজিদ হতে ৫ কিলোমিটার দূরে মেগল কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয় তার মৃতদেহটি। মৃতদেহটি সমাহিত করতে বিপুল সংখ্যক সদস্য উপস্থিত হয়।

ইয়র্ক রিজিওনাল পুলিশ অফিসাররাও এই শোকযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

পরিবারের সদস্যরা এবং জামা'তের বিপুল সংখ্যক সদস্যরা উপস্থিত ছিল সেখানে। তাছাড়াও অনেক মিডিয়ার প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিল সেখানে তাদের রিপোর্ট করার জন্য।

কফিনটি কবরে রাখার পর শহীদ ডা: মেহেদী ক্বামারের বড় ছেলে প্রথম মাটি দেন। তারপর একে একে মাটি দেন পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা।

মরকযের প্রতিনিধি, মির্জা আব্দুল সামাদ আহমদ সাহেব দোয়া পরিচালনা করেন। অবশেষে শহীদ ডা: ক্বামার চিরনিদ্রায় শায়িত হন।

ইকরা আহমদ, এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল জামা'ত নিউজ, বায়তুল ইসলাম মসজিদ, টরেন্টো, কানাডা।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১. প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২. প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩. সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪. রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫. রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬. আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭. আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮. সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯. দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আই.)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

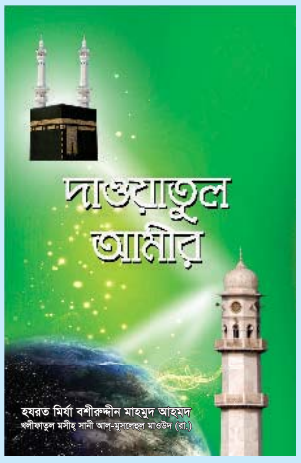

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

New Vol. No. 76 | 24th Issue

The Fortnightly Ahmadi

30th June, 2014 Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com